লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৯ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা

৩১ জুলাই, ২০০৬ ঈসাব্দ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাদের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোজা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয়নি সে আদৌ পরিশ্রম করেনি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মুবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুনরায় সজীব হবে।

সম্পাদকীয়

৪০তম সালানা জলসা UK

আল্লাহ্‌তাআলা এ যুগে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের ঝান্ডা দিয়ে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীরূপে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে প্রেরণ করেছেন। তিনি ইসলামের বিশ্ববিজয়ের জন্য যেসব যুগান্তকারী প্রোগ্রাম নিয়েছেন এর মধ্যে একটি হলো জলসা সালানা। ১৮৯১ সালে কাদিয়ানে তিনি এর সূচনা করেন। সে জলসায় ৭৫ জন মহান পুণ্যাত্মা ব্যক্তির অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই জলসা আজ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, পৃথিবীর কোণায় কোণায় বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বর্তমানে UK জামাতের ৪০তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ জলসা সালানার প্রোগ্রামগুলো শুধু জলসাগাহেই সীমাবদ্ধ নয়। MTA-এর কল্যাণে এ জলসা থেকে উপকৃত হচ্ছে জলসাগাহের বাহিরের ১৮২টি দেশের আহমদীরা। আলো পাচ্ছে সারাবিশ্বের মানুষ। এতে শতাধিক দেশ থেকে হাজার হাজার নিবেদিত প্রাণ আহমদী অংশগ্রহণ করেছেন।

এবারের জলসার একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। আর তা হলো গত বছর হুযূর (আইঃ) জলসার বড় জায়গার জন্য জামাতকে দোয়া করতে ও জায়গার সন্ধান করতে বলেছিলেন। পরবর্তীতে জলসা সালানায় হুযূর (আইঃ) ঘোষণা দিয়েছিলেন–আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে জামাত ১০৮ একর জায়গা পেয়েছে। এ বছর সে জায়গাতেই জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হুযূর (আইঃ) এ জায়গার নাম করণ করেছেন–**"হাদীকাতুল মাহদী"**।

হাদীকাতুল মাহদী (মাহদীর বাগান) মুখরিত হয়েছে মাহদীর ফলে। এখানে সাদা-কালো, ধনী-গরীব, উচু-নীচু সব স্তরের মানুষই এসেছে। এসেছে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে হাজার হাজার মানুষ। তাদের মাঝে নেই কোন ভেদাবেদ, নেই কোন ঘৃণাবোধ। সবাই সুশৃংখলভাবে জলসার অনুষ্ঠান উপভোগ করছে। নিরবে ইস্তেগফার ও খোদার হামদ করে যাচ্ছে। এ এক বিরল দৃশ্য। দেখলে চোখ জুড়ায়, হৃদয় প্রশান্ত হয়। তাই-তো শত শত অআহমদী, অমুসলিম সাংবাদিক, পরিদর্শক, কুটনীতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এ জলসা দেখে হচ্ছেন অভিভূত। আবেগে উচ্ছাসে বর্ণনা করছেন আহমদীয়াত তথা খাঁটি ইসলামের অপূর্ব সৌন্দর্য্য ও সুন্দরতর আদর্শের কথা।

এ জলসাগুলো আধ্যাত্মিক ও জাগতিকভাবে যে এতো সুন্দর হবে, আর এর প্রতি জগতের বিভিন্ন প্রান্তের লোক আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ছুটে আসবে, এ বিষয়টি আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলা জানিয়ে দিয়েছিলেন–**ইয়াতিকা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমীক ইয়াতুনা নি কুল্লি ফাজ্জিন আমীক** অর্থাৎ যদিও তুমি এখন একা। একদিন আসবে যখন তুমি একা থাকবে না। দূর দূরান্ত থেকে, অপরিচিত জায়গা থেকে দলে দলে লোক তোমার কাছে আসবে। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার মসীহ্ প্রেমিকদের ত্রিত্ববাদের দেশ UK-এর সালানা জলসা উপস্থিত হওয়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ঐ ইলহামের-ই এক বাস্তবায়ন।

যারা এ জলসায় যোগদান করবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাদের জন্যও দোয়া করে গেছেন –"প্রত্যেক ব্যক্তি যে এ জলসায় শামিল হবার জন্য সফরে বেরিয়েছেন, খোদাতাআলা তাদের সাথী হোন। তাদের অনেক পুরস্কার দান করুন। তাদের প্রতি দয়া করুন। তাদের কষ্ট, তাদের উদ্বেগকে দূর করে অবস্থাকে তাদের জন্য সহজ করুন। তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করুন। তাদের উদ্দেশ্য সফলের পথ তাদের জন্য খুলে দিন। হে আল্লাহ্ পরকালে তাদের নিজ প্রিয় বান্দাদের সঙ্গী করে দিন, যাদের প্রতি তোমার ফযল ও রহম রয়েছে।.....আমীন, সুম্মা আমীন (মজমুয়া ইশতেহারাত, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৪২)

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের বেশি বেশি এ ধরনের জলসায় অংশ গ্রহণ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর দোয়ার কল্যাণ লাভ করার তৌফীক দিন। আমীন

৩১ মে, ২০০৬

সূচীপত্র — পৃষ্ঠা নং

- কুরআন শরীফ ৪
- হাদীস শরীফ ৫
- অমৃতবাণী ৬
- জুমুআর খুতবা ঃ ইবাদতের প্রকৃত তাৎপর্য ৭-১৪
  হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ–আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
- জুমুআর খুতবা ঃ বায়তুল্লাহ অর্থাৎ পবিত্র কাবাগৃহ প্রতিষ্ঠার যাবতীয় উদ্দেশ্যসমূহ রসূল (সঃ)-এর আগমনে পূর্ণতা লাভ করেছে ১৫-২০
  হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ)
  অনুবাদ- মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ
- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি পত্র ২১-২৫
  সংকলন- *ইয়াকুব আলী ইরফানী*
  অনুবাদ- *মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ*
- সিংগাপুর সফর ২৬-২৯
  হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ)
  অনুবাদ- কওসার আলি মোল্লা
- প্রফেসার আব্দুল লতিফ এক বড়ে বুযুর্গ থে ৩০-৩১
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
- খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ ৩২-৩৪
  হাশেম উল্লা সিকদার
- মহানবী (সঃ)-এর রাজনৈতিক দূরদর্শীতা ৩৫-৩৬
  মোহাম্মদ মোস্তাফা আল-আমীন
- সংবাদ ৩৭-৩৮

প্রচ্ছদ ঃ ইউ কে -এর নতুন জলসা গাহ্ হাদীকাতুল মাহদীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)

সৌজন্যে ঃ মারিয়া তাসাদ্দক

কুরআন শরীফ

সূরা ইউনুস-১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী বারবার কৃপাকারী।

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ②

২। আলিফ লাম রা,[১২২৮] এসব[১২২৯] এক পরিপূর্ণ, প্রজ্ঞাপূর্ণ[১২৩০] কিতাবের আয়াত।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ③

৩। মানুষের জন্য তাদেরই একজনের প্রতি আমাদের এ ওহী করাটা কি খুবই আশ্চর্যজনকঃ 'তুমি মানুষকে, সতর্ক কর আর যারা ঈমান এনেছে তাদের এ সুসংবাদ দাও, 'নিশ্চয় তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আছে এক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান[১২৩১]। কাফিররা বললো, 'নিশ্চয়ই এ এক প্রকাশ্য যাদুকর'।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ۭ

৪। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক হলেন আল্লাহ্, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন,[১২৩২] এরপর তিনি আরশে[১২৩২ক] অধিষ্ঠিত হলেন;[১২৩৩]

১২২৮। আলিফ লাম রা আনাল্লাহু আরা অর্থাৎ আমি আল্লাহ্। আমি সব দেখি; কুরআনে শব্দ সংক্ষেপন বিষয়ে জানতে ১৬নং টীকা দেখুন।

১২২৯। 'তিলকা' নির্দেশক সর্বনাম দূরের কোন বিষয় বা বস্তুকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দটি পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের সেই সকল আয়াতের প্রতি নির্দেশ করছে যাতে কুরআন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত এবং কুরআনের মাঝেই এর পূর্ণতা ঘটেছে। কোন কোন তফসীরকারীর মতে একটি লিখিত পূর্ণ কিতাব পূর্বাহ্নে আল্লাহ্‌তাআলার নিকট রক্ষিত ছিল এবং সেই ঐশী কিতাব থেকে তিনি সময়ে সময়ে আয়াতসমূহ নাযেল করেছিলেন এবং সেই মূল কিতাবের প্রতিই এ ইংগিত। অন্যান্যদের মতে উক্ত সর্বনাম কুরআনের উচ্চ মর্যাদা জ্ঞাপন করে এবং তা কুরআনের আয়াতসমূহের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

১২৩০। 'প্রজ্ঞাপূর্ণ' শব্দটি কুরআনের তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি নির্দেশ করছেঃ (ক) কুরআন জ্ঞান-সমৃদ্ধ, এ সকল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভিত্তি এবং সকল সত্যের আধার ও নিয়ামক, (খ) সকল প্রকার অবস্থা ও পরিস্থিতির শিক্ষা এতে বিদ্যমান এবং (গ) সকর ধর্মের মতভেদ বা বিরোধসমূহের ক্ষেত্রে সঠিক মীমাংসা দানকারী।

১২৩১। 'কাদাম' অর্থ অগ্রাধিকার; পদমর্যাদা; প্রতিষ্ঠা। বলা হয় 'লাহু ইন্‌দী কাদামুন' অর্থাৎ শক্তি বা পদমর্যাদায় সে আমার নিকটতর (লেইন)।

১২৩১-ক। এ আয়াত এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দুশ্চরিত্র লোকেরা সকল আত্মমর্যাদা, জ্ঞান ও আত্ম-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এখানে অবিশ্বাসীদেরকে এত অধঃপতিত লোকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে যে, তারা কল্পনাও করতে পারতো না তাদের মাঝ থেকে কোন ব্যক্তি নবীরূপে এসে তাদেরকে এ মর্যাদাহীন পঙ্কে নিমজ্জিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে। কেবল বহিরাগত কোন লোক এসে তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে বলে তারা মনে করতো।

১২৩২। ৯৮৪টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৩২ক। ৫৪টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৩৩। 'আরশ' অর্থ-আল্লাহ্‌তাআলার অতিক্রান্ত (Transcendental) গুণাবলী, যাতে তিনি ছাড়া অন্য কারো কোনও অধিকার নেই যা তাঁর একান্ত নিজস্ব। তাঁর ব্যক্তিগত ও বিশেষ প্রেরোগেটিভ।

হাদীস শরীফ

কল্যাণের পথ

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

'এবং তিনি তাকে এমন দিক হতে রিয্ক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। এবং যে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে থাকেন। আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাণ অবশ্যই নির্ধারিত করে রেখেছেন' (সূরা ত্বলাক ঃ ৪)

হাদীস শরীফ ঃ

"আন আবি হুরায়রাতা ক্বলা রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা মাই ইউরিদিল্লাহু বিহী খায়রান ইউসার মিনহু" (বুখারী)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে বিপদে ফেলেন" (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম মুক্তির পথের দিশারী। এমন শান্তি ও কল্যাণের পথের সন্ধান দানকারী যা অনন্ত ও চিরস্থায়ী। তবে এ পথ পাওয়া খুবই সহজ, আবার অনেকের জন্য গুণাবলীর উৎকর্ষের প্রয়োজন। এ সকল মানবীয় গুণাবলীর মাঝে ধৈর্য হলো গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ বলেন, যে খোদার উপর ভরসা করে ও ধৈর্যচ্যুত হয় না খোদা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) আমাদের জানাচ্ছেন যে, আল্লাহ্ যখন কাউকে পুরস্কৃত করতে চান তখন তিনি পরীক্ষা নেন যে, তাঁর বান্দা এ পরীক্ষায় কী করে। তাই আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) বলছেন, বিপদ আসলে তোমরা ধৈর্যচ্যুত না হয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো। এ বিপদ তোমাদের কল্যাণ দান করার জন্য আসে। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, তাদের জীবনে কত কঠোর পরীক্ষা এসেছে। কিন্তু তাঁরা এ সকল বিপদকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ মনে করে হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছেন। পরিণামে তাঁরা খোদাতাআলার অনন্ত আশীষের পাত্রে পরিণত হয়েছেন।

আমাদের জীবনেও আমাদেরকে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের উচিত খোদার উপর ভরসা করে আমরা যেন এ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। তবেই আমাদের সফলতা। আল্লাহ্ করুন আমরা শুধু তাঁকে উপাস্য জেনে তার উপর ভরসা করি ও তাঁর আশীষের ভিখারী হই, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ
মাওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল হতে আল্লাহ্‌তাআলার বিধান এটাই যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং এখন এটা সম্ভবপর নয় যে, খোদাতাআলা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হবে না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়ঃ। কেননা, এটা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে, যেহেতু বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদাতাআলা বলছেন ঃ

অর্থাৎ 'আমি তোমার অনুবর্তী এই জামাতকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের ওপর প্রাধান্য দিব'। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদদিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই দিবস আগমন করে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস। আমাদের সেই খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তোমাদেরকে সব কিছুই দেখাবেন যা তিনি অঙ্গীকার করেছেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে যা এখন অবতীর্ণ হবার সময়, তথাপি সেই সমুদয় বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার তরফ হতে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি হবেন যাঁরা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন। অতএব, তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়ার (দ্বিতীয় কুদরতের) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাক। প্রত্যেক দেশে সালেহীনের জামাতের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয় যেন দ্বিতীয় কুদরত আসমান হতে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদেরকে এটাও দেখানো হয় যে, তোমাদের খোদা কত মহাপরাক্রমশালী। স্বীয় মৃত্যুকে সন্নিকট জানবে; তোমরা জান না যে, সেই মুহূর্ত কখন উপস্থিত হবে। জামাতের পবিত্রচেতা বুযুর্গগণ আমার পরে আমার নামে লোকদের বয়াত (দীক্ষা) নিবেন। খোদাতাআলা চাচ্ছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক, তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্ত-দাসগণকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। এটাই খোদাতাআলার অভিপ্রায় আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।

(আল ওসীয়্যত পুস্তক ১৫-১৭ পৃঃ)

ইবাদতের প্রকৃত তাৎপর্য

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ তারিখে সুইডেনের গোটেন বার্গে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা দেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

(সূরা বাকারা ঃ ২২)

এ আয়াতের অর্থ এই ঃ হে মানুষ! তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।

আজ আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহে স্কেন্ডেনেভিয়ার দেশসমূহের (আমাকে যা বলা হয়েছে সে অনুযায়ী) প্রথম জলসা। আর বিশ্বের অবগতির জন্যেও বলে দিচ্ছি, এটা হলো ৩টি দেশের সম্মিলিত জলসা অর্থাৎ ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়ে জামাতত্রয়ের। তিনটি দেশ থেকে আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর এ জলসার প্রবর্তনের একটি বড় উদ্দেশ্য হলো, জামাতের ব্যক্তিবর্গের তাওয়ার মান উন্নতি করা এবং নিজ মান্যকারীদের এক-অদ্বিতীয় খোদার সাথে সত্যিকারভাবে পরিচয় করিয়ে তাঁর সামনে তাদের অবনতকারী, তাঁর ইবাদতকারী এবং তাঁর আদেশনিষেধ পালনকারী বানানো। তিনি নিজে তাঁর (আঃ) আগমনের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য এটাই বর্ণনা করেছেন। যেভাবে তিনি বলেছেন ঃ

'খোদা আমাকে এজন্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যেন আমি সহিষ্ণুতা, সদ্গুণ ও কোমলতার মাধ্যমে বিপথগামী লোকদের খোদা ও তাঁর পবিত্র পথের দিকে আকর্ষণ করি। আর সেই নূর (জ্যোতি) যা আমাকে দেয়া হয়েছে এর আলোতে লোকদের সঠিক পথে চালাই।

অতএব হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর জামাতে অন্তর্ভুক্তির পর প্রত্যেক আহমদীর এ উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় যেন আল্লাহ্তাআলার দিকে আকর্ষিত হয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। আল্লাহ্তাআলার দিকে আকর্ষিত হয়ে যাওয়ার জন্যে যে চেষ্টা এর একটি তো হলো আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী তাঁর ইবাদত করা। কুরআন করীমে এর বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ নামায রোযা, যাকাত ও হাজ্জ। এসব হলো ইবাদত। আবার সমাজকে সুন্দর বানানোর জন্যে রয়েছে অন্যান্য আদেশনিষেধ। পরিশেষে রয়েছে আল্লাহ্তাআলার সমীপে বিনত হয়ে প্রকৃত বান্দা বানানোর উদ্দেশ্যে আদেশ নিষেধগুলো।

অতএব যেভাবে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, এসব কিছু অর্থাৎ খোদাতাআলার সমীপে বান্দার বিনত হওয়া এবং তাঁর আদেশ নিষেধের মান্যকারীতে পরিণত হওয়া সেই জ্যোতির দরুন হবে যা আল্লাহ্তাআলা হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে দান করেছেন। অতএব আজ এ যুগে খোদাতাআলা পর্যন্ত পৌঁছার পথ যদি কারও দৃষ্টিতে আসতে পারে তাহলে তা এক আহমদীর দৃষ্টিতে আসতে পারে। কেননা, সে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অঙ্গীকার করেছে। কেননা, সে অঙ্গীকার করেছে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে ন্যায়বিচারক মীমাংসাকারীর আসার কথা আর তাঁর (সঃ) শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করার কথা ছিল, তাঁকে মান্য করার পর তাঁর প্রতিটি আদেশ স্বচ্ছ অন্তরে মান্যকারীতে পরিণত হবে। এটা প্রত্যেক আহমদীর অঙ্গীকার। আর এ অঙ্গীকারই হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক আহমদী আজ যদি চিন্তাচেতনার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর শিক্ষা পালন না করে

তাহলে সে তাঁর (আ:) নিয়ে আসা জ্যোতি থেকেও অংশ পাচ্ছে না আর সে খোদাতাআলার আদেশনিষেধও মান্য করছে না। এভাবে তাঁর ইবাদতকারী বান্দাও হচ্ছে না। তাহলে কেবল মুখের কথায়ই আহমদী থাকবে যে, আমরা আহমদী কিন্তু কর্ম হবে অন্য রকম। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) তো কোন নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন নি। তিনি (আঃ) আঁ হযরত সল্লল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত প্রেমিকের দাবীতে তাঁর (সঃ) আনীত শরীয়ত অর্থাৎ কুরআন করীমকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এসেছিলেন। তিনি (আঃ) তো পৃথিবীকে আল্লাহ্‌তাআলার প্রকৃত বান্দাতে পরিণত করার জন্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু একজন আহমদী হওয়ার দাবী করে এসব কর্ম না করলে তিনি কখনও সেই আলোতে আলোকিত হতে পারেন না। তিনি কখনো সেই আলো থেকে অংশ নিতে পারেন না, যে আলো নিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন। অতএব প্রত্যেক আহমদীকে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে যিনি নিজেকে নিজে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি আরোপিত করেন। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে নিজেকে নিজে আহমদী বলেন। আল্লাহ্‌তাআলা কর্তৃক নির্দেশকৃত আদেশ নিষেধ অনুযায়ী তাকে ইবাদতকারী বান্দাতেও পরিণত হতে হবে। আর আল্লাহ্‌তাআলার অন্যান্য যে আদেশনিষেধ রয়েছে এগুলোর ওপরও আমল করতে হবে। আজ এসব কথা সুস্পষ্টভাবে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এরকম বলে দিয়েছেন যে, এতে কোন গোঁজামিল নেই। তিনি (আঃ) নিজ জামাতেকে বিশেষভাবে আর বিশ্বকে সাধারণভাবে খুবই দরদ দিয়ে এক-অদ্বিতীয় খোদার দিকে আসতে, তাঁর ইবাদত করতে, তাঁর আদেশ নিষেধের প্রতি আমল করার প্রসঙ্গে নসীহত করেছেন।

এক স্থানে তিনি (আঃ) বলেছেন,

'আমাদের বেহেশ্‌ত আমাদের খোদা। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ, কেননা, আমরা তাঁকে দেখেছি। আর তাঁতে সব সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়েও এ সম্পদ লাভ করার যোগ্য। আর এ মণি সব সত্তাকে হারিয়েও লাভ করার যোগ্য' (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯ খন্ড, পৃষ্ঠা ২১)।

অতএব সেই আল্লাহ্‌তাআলাকে লাভ করা প্রত্যেক আহমদীর প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর জন্যে সবেচেয়ে মৌলিক বিষয় হলো তাঁর ইবাদত। প্রথমে আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি আর আপনারা এর অনুবাদ শুনেছেন এতে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর ইবাদত করার জন্যে আমাদের আদেশ দিয়েছেন। আর খুবই স্পষ্ট ভাষায় এটা বলে উপদেশ দেয়া হয়েছে, সেই খোদাই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করার পর তোমাদের জন্যে উপকরণও সরবরাহ করেছেন। তিনি তোমাদের পূববর্তী লোকদেরও সৃষ্টি করেছিলেন। এদেরও লালন পালন করেছিলেন। অতএব তাঁর এ অনুগ্রহের জন্য যে তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে তাঁর ইবাদত করা তোমাদের কর্তব্য। আর এ ইবাদত তোমাদের তাকওয়া বাড়িয়ে দিবে। তাকওয়া যখন বেড়ে যাবে তখন খোদাতাআলার অতি নৈকট্যলাভকারীতে পরিণত হবে। তাঁর আশিসের উত্তরাধিকারীতে পরিণত হবে। কেননা, তোমরা সেই প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত করছো যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। সব সৃষ্টিকেও তিনি সৃষ্টি করেছনে। সেই খোদা সব বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক। সব বিশ্বজগতের স্রষ্টা। অতএব যে খোদা এ বিশ্বজগতের সব কিছুর স্রষ্টা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে তোমরা কিভাবে উপকৃত হতে পার? কিভাবে জীবন যাপন করতে পার? প্রকৃতপক্ষে তোমরা যদি তাঁর সামনে বিনত হও তাহলে তিনি তোমাদের তাকওয়ায় প্রবৃদ্ধি দানের পরও নিজের নিকটবর্তী করার পর এমন সব মাধ্যমে তোমাদের রিযক সরবরাহ করবেন তোমরা এর চিন্তাও করতে পারবে না। যেভাবে তিনি বলেছেন–ওয়ামা **ইয়াত্তাক্বিল্লাহা ইয়াজআল লাহূ মুখরাজান** (সূরা ত্বলাক ঃ ৩) অথআৎ যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করবে তার জন্যে আল্লাহ্‌তাআলা কোন না কোন পথ বের করে দেবেন। আর তাকে সেখান থেকে রিয্‌ক দিবেন যেখান থেকে তার রিয্‌ক আসার ধারণাও হবে না। অতএব আল্লাহ্‌তাআলার ভালবাসা লাভ করার জন্যে তাকওয়া আবশ্যকীয় যেন ভালবাসা করার পর এসব পুরস্কার লাভ হয়। আর তাকওয়া লাভের জন্যে খোদাতাআলা আমাদের বলেছেন, যেভাবে আগেও সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, আমিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। তোমাদের রিয্‌ক (জীবনোপকরণ)-ও দিয়ে থাকি। তোমাদের লালন পালনের উপকরণাদিও সৃষ্টি করে থাকি। তোমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু সৃষ্টি করে থাকি। গোটা বিশ্বজগতের স্রষ্টাও। এ গোটা বিশ্বজগৎ আমার এক ইঙ্গিতেই চলতে আরম্ভ করেছে। এ বিশ্ব জগতের ভারসাম্য (Balance) সামান্য একটু হের ফের হলে ধ্বংস ও বিনাশ এসে যাবে। অতএব

'আমাদের বেহেশ্‌ত আমাদের খোদা। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ, কেননা, আমরা তাঁকে দেখেছি। আর তাঁতে সব সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়েও এ সম্পদ লাভ করার যোগ্য। আর এ মণি সব সত্তাকে হারিয়েও লাভ করার যোগ্য'

(আল্লাহ্) বলেছেন, আমার ইবাদত কর। হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ বিষয় অর্থাৎ এ কথা বুঝানোর জন্যে যে, নিজ প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত কর, এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'হে মানুষ! সেই খোদার ইবাদত কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।'

আবার তিনি (আঃ) বলেছেন, 'ইবাদত পাওয়ার যোগ্য তিনিই যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।' অর্থাৎ চিরঞ্জীব তিনিই। তাঁর প্রতি মনোযোগ দাও।'

তিনি (আঃ) বলেছেন, 'অতএব ঈমানদারী তো এটাই যেন খোদার সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখা হয় আর অন্যান্য সব কিছুকে তাঁর তুলনায় নগণ্য মনে করা হয়। যে-ব্যক্তি সন্তানসন্ততি পিতামাতা বা অন্য কোন কিছুকে এমন প্রিয় মনে করে যে সব সময় এদের পেছনে লেগে থাকে তাহলে এটাও এক প্রকার মূর্তিপূজা'। আবার তিনি (আঃ) বলেছেন, 'মূর্তিপূজার অর্থ তো এটা নয় যে, হিন্দুদের মত মূর্তি নিয়ে বসে যায় এবং এর সামনে ষষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। সীমা ছাড়িয়ে প্রীতি ও ভালবাসাও ইবাদতই হয়ে থাকে।' আবার তিনি (আঃ) বলেন, 'যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে কার অস্তিত্ব আবশ্যক মনে করা হয় তখন সে আরাধ্য বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। আর এটা কেবল খোদাতাআলার সত্তারই প্রাপ্য। এর কোন তুলনাই নেই। কোন মানুষ বা অন্য কোন সৃষ্টির জন্যে এমন কথা বলা যেতে পারে না।' [হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) সূরা বাকারার ২২-২৩ আয়াত এর তফসীর প্রসঙ্গে]

অতএব কারও সাথে প্রয়োজনের অতিরক্তি ভালবাসা বা নিজ কোন কাজেও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া আর এতটা নিয়োজিত হয়ে যাওয়া যেন আল্লাহ্তাআলার ইবাদতের প্রতি খেয়ালই থাকে না–এটাই হলো শির্ক। ব্যবসায়ী লোক বা চাকুরিজীবীদের কথাই ধরুন, নামায ভুলে গিয়ে সব সময় নিজ কাজে, অর্থ উপার্জনের চেষ্টায়ই যদি ডুবে থাকে তাহলে এটাও শির্ক। যুবকেরা কম্পিউটার বা অন্যান্য খেলা ইত্যাদিতে বা অন্যান্য ব্যস্ততায় লিপ্ত থাকে। এতে তারা আল্লাহ্তাআলার ইবাদত করা ভুলে গেলে এটাও শির্ক। আবার বাড়ীঘরে কোন কোন শির্ক না বুঝে করা হয়ে থাকে। এর উপলব্ধি থাকে না। একদিকে নিজেদের আহমদী বলে স্বীকার করে, যদিও এটা খুব কম আহমদী ঘরেই হয়ে থাকে, এবং অন্যান্য লোকের মাঝে অধিক দেখা যায়, কিন্তু এক আধ ঘরেই হোক না কেন এটা বাঞ্ছনীয় নয়। এসব ঘরে কখনও কখনও এমন সব ফিল্ম দেখে থাকে যাতে নোংরা ও খারাপ দৃশ্য ছাড়াও দেব দেবীর পূজা দেখানো হয়ে থাকে।

'অতএব ঈমানদারী তো এটাই যেন খোদার সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখা হয় আর অন্যান্য সব কিছুকে তাঁর তুলনায় নগণ্য মনে করা হয়। যে-ব্যক্তি সন্তানসন্ততি পিতামাতা বা অন্য কোন কিছুকে এমন প্রিয় মনে করে যে সব সময় এদের পেছনে লেগে থাকে তাহলে এটাও এক প্রকার মূর্তিপূজা'।

আবার পূজা করা হয়ে থাকে যেসব মূর্তি এসব লোক নিজেদের ঘরে তা রেখে থাকে। সেলফে সাজিয়ে রাখে বা বিশেষ কোন স্থানে রেখে দেয়। অতএব এটাকে দেখে দেখে বা তাদের দেখাদেখি কখনও কখনও নিজেদের ঘরেও এসব মূর্তি সাজিয়ে রাখে। বাজারে পাওয়া যায় তাই ঘরে সাজিয়ে রাখে। নিজেদের ঘর ড্রয়িং রুম প্রভৃতিতে শেলফে রেখে দেয়। অতএব এসব ফিল্ম দেখার দরুন আস্তে আস্তে এ অনুভূতি শেষ হয়ে যায়। এসব মূর্তি ঘরে দেখার দরুন, সাজিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই হোক না কেন অনুভূতি লুপ্ত হতে থাকে। আর কোন ঘরে ইবাদতবন্দেগীতে শিথিলতা থাকলে, নামাযে দুর্বলতা থাকলে এসব ঘরে খুব জোরে শোরে পতনের উপকরণ সৃষ্টি হয়ে যেতে শুরু করে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর কেবল অযথা কাজ থেকে সুরক্ষা লাভ করাই নয় বরং নিজের ইবাদতের মানও উঁচুতে নিয়ে যাওয়া দরকার। আমরা প্রত্যেক নামাযে ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস্তা'ঈন অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য–চাই দোয়া করে থাকি। আমাদের ইবাদত করার সৌভাগ্য দাও। আর যারা আল্লাহ্তাআলার ইবাদত করে থাকে নিশ্চয় তাদের সব রকম শিরক্ মুক্ত হওয়া আবশ্যক। অতএব প্রত্যেক আহমদীর এদিক থেকে নিজেদের অন্তরে জিজ্ঞেস করে দেখা উচিত, একদিকে তো আমরা আল্লাহ্তাআলার কাছে তাঁর ইবাদকারী হওয়ার জন্য দোয়া করছি আবার অন্যদিকে পৃথিবীর দিকে আমাদের দৃষ্টি এমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছে যে, আমরা নামায ছেড়ে দিয়ে থাকি। অথচ আমাদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে দেই না। আল্লাহ্তাআলা তো বলেন, আমি রিযিকদাতা এবং নিজ ইবাদতকারীর জন্যে রিয্কের পথ খুলে দিয়ে থাকি। কিন্তু আমরা মুখে তো এটা বলে থাকি, এ কথা সত্য ও সঠিক কিন্তু আমাদের কর্ম এর বিপরীতমুখী।

সে সময় একদিকে যখন নামায আমাদের ডাকে আর অন্য দিকে পৃথিবীর লালসা থাকে, আর্থিক উপকার দৃষ্টিতে ভাসে। তখন আমাদের কেউ কেউ রিলে রেসের মত বাধা অতিক্রম করতে করতে অর্থের দিকে দৌড়াতে থাকি। এ সময় এ দাবী অর্থাৎ আমরা এক-অদ্বিতীয় খোদার

ইবাদতকারী, ফেক্‌লা দাবতি পরিণত হয়। অতএব হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে মান্য করে আমাদের মাঝে কী আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা জামাতের আবাল- বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখা উচিত। আমাদের ইবাদতের মান কি উন্নীত হয়েছে না কি দাঁড়িয়ে আছে নাকি নিম্নগামী হয়েছে। কোথাও দুর্বলতা তো এসে যায় নি। প্রত্যেকে যখন এ দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজ নিজ বিশ্লেষণ করবে তখন, ইনশাআল্লাহ্ ইবাদতের মানে উর্ধ্বগতি সৃষ্টি হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন,

'মোটকথা প্রত্যেক মুহূর্ত ও পলকে এর দিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক আর তার ধ্যান-ধারণা সব সময় এদিকে নিবদ্ধ না থাকলে মু'মিনের দিনই কাটতে পারে না। কোন ব্যক্তি যদি এসব কথার প্রতি গভীরভাবে চিন্তা না করে এবং একটি ধর্মীয় দৃষ্টি কোণ থেকে এসবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয় তাহলে সে নিজ পার্থিব বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখুক, খোদার সমর্থন ও আশিস ছাড়া তার কোন কাজ চলতে পারে কিনা? সে পার্থিব কোন উপকার লাভ করতে পারে কি না? অবশ্যই নয়। পার্থিব হোক বা ধর্মীয় প্রত্যেক বিষয়ে খোদার সত্তার তার খুবই প্রয়োজন। আর সব সময় তাঁর আবশ্যকতা রয়েছে। এটা যে অস্বীকার করে সে বড় ভুলে নিপতিত রয়েছে। তোমরা তাঁর প্রতি ঝুঁকো বা না ঝুঁকো খোদাতাআলার এ বিষয়ে কোনই পরওয়া বা ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি বলেন কুল মা ইয়া'বাউবিকুম রব্বি লাউলা দু'আউকুম (সূরা ফুরকান ঃ ৭৮) [তুমি বল, 'তোমাদের দোয়া না হলে আমার প্রভু-প্রতিপালক এর কি পরওয়া করেন?] তাঁর প্রতি যদি দৃষ্টি রাখ তাহলে তোমাদেরই কল্যাণ হবে। মানুষ যতটা নিজের সত্তাকে কল্যাণজনক ও কার্যকর সাব্যস্ত করবে ততটাই তাঁর পুরস্কার লাভ করবে।

[তিনি (আঃ)] বলেন, দেখ, কোন বলদ যতই প্রিয় হোক না কেন যখন কোন কাজেই আসে না –গাড়ীতেও জোতা যায় না, ক্ষেতখামারের কাজে আসে না, কুঁয়োর কাজে লাগে না, পরিশেষে জবাই ছাড়া আর কোন কাজে আসবে না।

এখানকার পাক্কা বুড়োরা সম্ভবত বুঝতে পারবে না। এখানে এসব পুরনো জিনিস মিউজিয়ামে পড়ে থাকে। আমাদের পাকিস্তান হিন্দুস্তান প্রভৃতি দেশে বলদ এখনও লালন পালন করা হয়ে থাকে এবং এগুলো খুব যত্ন সহকারে লালন পালন করা হয়ে থাকে। কৃষি কাজের জন্যে যে

'একটি ফল ও ছায়াদানকারী বৃক্ষের ন্যায় নিজের সত্তাকে বানানো উচিত যেন মালিকও দেখাশুনা করেন'। এমন গাছের মত হও যাতে ফল ধরে। যা ছায়া দান করে। যা উপকার করে থাকে। তখনই তো এর পালনকর্তা এর পরিচর্যা করবেন।

হাল চালানো হয়ে থাকে, ট্রাকটর ও মেশিনারী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তো খুব কম লোকের কাছেই থাকে, তাই [তিনি (আঃ)] বলেছেন, এসব কাজের জন্যে যখন বলদ পালা হবে তখন যদি সেটা কাজের যোগ্য না থাকে সেক্ষেত্রে সেটা জবাই করা ছাড়া আর কোন কাজ দেয় না। 'আর এক দিন না এক দিন মালিক সেটা কসাইর কাছে হস্তান্তর করে দেয়। এভাবেই যে মানুষ খোদার পথে উপকারী সাব্যস্ত না হয় তখন খোদা তার সুরক্ষার ব্যাপারে কখনও কোন দায়িত্ব নিবেন না।'

[তিনি (আঃ)] বলেন, 'একটি ফল ও ছায়াদানকারী বৃক্ষের ন্যায় নিজের সত্তাকে বানানো উচিত যেন মালিকও দেখাশুনা করেন'। এমন গাছের মত হও যাতে ফল ধরে। যা ছায়া দান করে। যা উপকার করে থাকে। তখনই তো এর পালনকর্তা এর পরিচর্যা করবেন। 'কিন্তু সেই বৃক্ষের মত যদি হও যা ফল দেয় না আর পাতাও ধরে না যাতে লোক ছায়ায় এসে বসতে পারে তাহলে সেটা কেবল কেটেই ফেলা হয় এবং আগুনে জ্বালানো হয়। এছাড়া আর কি কাজে আসে? খোদাতাআলা মানুষকে এজন্যে বানিয়েছেন যেন সে তাঁর তত্ত্বজ্ঞান ও নৈকট্য লাভ করে। ওয়ামা খালাক্বতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়্যা'বূদূন (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৭) যে-ব্যক্তি আসল উদ্দেশ্য দৃষ্টিতে রাখে না এবং রাত দিন পৃথিবী অর্জনের চেষ্টায় ডুবে থাকে, যেন অমুক জমি কিনে নেয়, অমুক বাড়ী বানিয়ে নেয়, অমুক সম্পদের মালিক হয়ে যায় তাহলে এমন ব্যক্তিকে কিছু দিন সময় দিয়ে তাকে ফেরৎ ডেকে নেয়া ছাড়া তার সাথে আর কি আচরণ হতে পারে? মানুষের প্রাণে খোদা লাভের জন্যে এক প্রকার ব্যথাবেদনা থাকা আবশ্যক। এর কারণে তার দৃষ্টিতে তিনি একটি মহা মর্যাদাবান সত্তায় পরিণত হয়ে যাবেন। তার অন্তরে যদি এ ধরনের ব্যথাবেদনা না থাকে আর কেবল পৃথিবীও এতে যা আছে এর জন্যে বেদনা থাকে তাহলে পরিশেষে সামান্য সুযোগসুবিধা ভোগ করে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। খোদাতাআলা এজন্যে সুযোগ দেন যে, তিনি পরম সহিষ্ণু। কিন্তু যে স্বয়ং সেই পরম সহিষ্ণুতা থেকে উপকৃত না হয় তার জন্যে তিনি কি করবেন? অতএব মানুষের সৌভাগ্য এতেই রয়েছে যে, সে তাঁর সাথে কিছু না কিছু সম্পর্ক অবশ্যই সৃষ্টি করে নেয়। সব ইবাদতের কেন্দ্র হলো অন্তর। ইবাদত যদি করেও নেয় কিন্তু অন্তর খোদার প্রতি ঝুঁকে না থাকে তাহলে ইবাদত কি কাজে আসবে? তাই তাঁর প্রতি হৃদয়ের বিনত হওয়া অতি আবশ্যকীয়' (মলফূযাত, ৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ২২১, ২২২ নতুন সংস্করণ)।

অতএব মানব জন্মের উদ্দেশ্য হলো এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করা। আর এসব আমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যে। নইলে আমাদের ইবাদতের আল্লাহ্‌তাআলার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি তো একটা উদ্দেশ্য আমাদের বলেছেন যে, সেই উদ্দেশ্য লাভের জন্য চেষ্টা করলে আমার নৈকট্য লাভ করবে। তা না হলে শয়তানের কোলে আশ্রয় নিবে। আর যে শয়তানের কোলে আশ্রয় নেয় সে কেবল খোদাতাআলা থেকেই দূরে চলে যাবে না বরং কোন না কোনভাবে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিরও কারণে পরিণত হবে। অতএব ইবাদত বান্দার কল্যাণের জন্যে নচেৎ যেভাবে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, কুল মা ইয়া'বাউবিকুম রব্বি লাউলা দু'আউকুম (সূরা ফুরকান ঃ ৭৮) অর্থাৎ এদের বলে দাও, আমার প্রভু-প্রতিপালক এর কি পরওয়া করেন যদি তোমরা দোয়া না কর। তাঁর ইবাদত না কর। তাঁর কাছে আশিস না চাও। আল্লাহ্‌তাআলা ইবাদত করার আদেশও তোমাদের উপকারার্থেই দিয়েছেন।

একবার হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে একটি দৃশ্য দেখানো হয়েছে যে, ভেড়াদের একটা বড় লাইন জবাই হয়ে পড়ে রয়েছে। আর শব্দ হচ্ছে কুল মা ইয়া'বাউ বিকুম রব্বি লাউলা দু'আউকুম। আর সাথে সাথে এটাও বলা হচ্ছে, তোমরা কি ছার, মল খাওয়ার ভেড়াই হবে হয়তো। আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের কি পরওয়া করেন?

অতএব এ স্বপ্নও যা হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে দেখানো হয়েছে এতেও আমাদের আহমদীদের আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদতকারী বান্দাতে পরিণত হওয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে যে, অন্যান্য লোক যারা আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদত করে না সেক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌তআলার পরওয়াই কি? তাঁর কোন পরওয়া নেই। কিন্তু তোমরা যারা এ দাবী করছো, যুগের ইমামকে আমরা মান্য করেছি তখন তোমাদের ইবাদতে অমনোযোগী হওয়া উচিত নয়। তোমরা তো সেই নূর ও আলো থেকে অংশ লাভ করার চেষ্টা করে থাক যা হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) নিয়ে এসেছেন। তোমরাও যদি ইবাদতে দুর্বলতা দেখাও তাহলে সেই নূর থেকে অংশ পাবে না এবং খোদা থেকেও দূরে থাকবে।

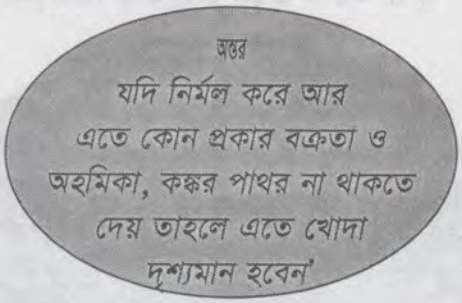

আর যে আল্লাহ্‌ থেকে দূরে থাকে আল্লাহ্‌ তার কোন পরওয়া করেন না।

অতএব আমরা যেন সেই ভেড়ায় পরিণত না হই খোদার যার কোন পরওয়া নেই। বরং আল্লাহ্‌তাআলার সেই নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি খোদাতাআলা যাদের হাত পা চোখ কান হয়ে যান। যাদের খাতিরে খোদাতাআলা যুদ্ধ করেন। যাদের নিজ রহমতে ভূষিত করেন। আমাদের প্রত্যেক কাজ এমন হোক যা খোদাতাআলার সন্তুষ্টি আকর্ষণ করে। এজন্যে প্রথমেও যেভাবে বলা হয়েছে, পরিশ্রমেরও প্রয়োজন। চেষ্টাপ্রচেষ্টার মাধ্যমে ইবাদতেরও প্রয়োজন। আল্লাহ্‌তাআলার খাতিরে যখন নিষ্ঠার সাথে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যে, তাঁর অনুগ্রহ ও আশিস কামনা করতে থেকে ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে তখন আল্লাহ্‌তাআলা নিশ্চিৎ সাহায্য. করবেন, ইনশাআল্লাহ্‌ । কিন্তু আমি যেভাবে বলেছি, শর্ত এটাই, নিষ্ঠার সাথে তাঁর ইবাদত যেন করা হয়।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এক স্থানে বলেছেন, অন্তর যদি নির্মল করে আর এতে কোন প্রকার বক্রতা ও অহমিকা, কঙ্কর পাথর না থাকতে দেয় তাহলে এতে খোদা দৃশ্যমান হবেন' (মলফূযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪৭, নতুন সংস্করণ)

অতএব আমাদের অন্তর থেকে কঙ্কর পাথর বের করে দেয়া এবং খোদার সত্যিকারের ইবাদতকারীতে পরিণত হওয়া উচিত। মানুষ যখন এভাবে চেষ্টাপ্রচেষ্টার মাধ্যমে খোদার দিকে এগুতে থাকে তখন আল্লাহ্‌তাআলা তার চেয়ে অধিক আগে এসে তাকে নিজ কোলে তুলে নিয়ে থাকেন।

একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার সাথে তেমন আচরণই করে থাকি যেভাবে সে আমার সম্বন্ধে ধারণা করে থাকে। আর আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে তাহলে আমিও মনে মনে তাকে স্মরণ করি। সে যদি আমাকে আসরে বসে স্মরণ করে তখন আমি এর চেয়ে উত্তম আসরে তাকে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত এগোয় তাহলে আমি তার দিকে একহাত এগোই। আর যে আমার দিকে এক হাত এগোয় আমি তার দিকে দুই হাত এগোই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই' (বুখারী, কিতাবুত্ তাওহীদ)

অতএব প্রত্যেক আহমদীর চেষ্টা করা উচিত যেন তার মাধ্যমে সেই কর্ম সাধিত হয় এবং সেসব ইবাদত করা হয় যা আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি লাভের কারণ হয়। যেভাবে আমি প্রারম্ভে বলেছিলাম, হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, এক-অদ্বিতীয় খোদাকে পরিচয় করিয়ে

দেয়া এবং আল্লাহ্‌তাআলার আদেশগুলোর ওপর আমল করানো আমার আগমনের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌তাআলার যেসব আদেশের প্রতি আমাদের আমল করতে হবে এসব কিভাবে জানা যাবে? এগুলো আমরা কুরআন করীমে পেয়ে থাকি। গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়লে ও বুঝলে এর জ্ঞান লাভ হবে।

অতএব এদিকেও প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে বলেন, যালিকাল কিতাবু লা রায়বা ফীহী হুদাল্লিল মুত্তাকীন (সূরা বাকারা ঃ প্রথম রুকূ) অর্থাৎ এ সেই পরিপূর্ণ কিতাব। এতে কোন সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের হেদায়াতদানকারী। অতএব যেভাবে প্রথমে বলা হয়েছে, **নিজ প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত কর তাহলে তাকওয়া বেড়ে যাবে। আর তাকওয়া বৃদ্ধি লাভ করার জন্যে খোদার কালাম কুরআন করীম পাঠ করা আবশ্যক। এর ওপর আমল করাও আবশ্যক।** অতএব তাকওয়া সেই সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ কুরআন করীম পাঠ করা আর এর ওপর আমল করা জীবনের অংশে পরিণত করে না নেয়া হয়।

হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, 'আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু কুরআন করীমের অবতরণের উদ্দেশ্যে মুত্তাকীদের হেদায়াত লাভ নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য মুত্তাকীদের জন্যে পথনির্দেশনা লাভ।' আর কুরআন করীম থেকে সঠিক পথ নির্দেশনা ও কল্যাণ লাভকারী বিশেষভাবে মুত্তাকীদের সাব্যস্ত করা হয়েছে' (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, রূহানী খায়ায়েন, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৯)।

অর্থাৎ বিশেষ করে যাদের মাঝে তাকওয়া বাড়বে এরাই কুরআন করীম থেকে পথ নির্দেশনা লাভ করবে।

একটি হাদীসে এসেছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন সম্প্রদায় যখনই কুরআন করীম পড়ার জন্যে একে অন্যকে পড়ানোর জন্যে খোদাতাআলার কোন এক ঘরে একত্রা হয়ে থাকে তখন এদের ওপর স্বস্তি অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আর রহমত ও কৃপা তাদের ঢেকে নেয় এবং ফিরিশ্‌তা তাদের আশে পাশে ছোট ছোট দল বানিয়ে নিয়ে থাকে' (সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল্ বিতর)।

কোন সম্প্রদায় যখনই কুরআন করীম পড়ার জন্যে একে অন্যকে পড়ানোর জন্যে খোদাতাআলার কোন এক ঘরে একত্রা হয়ে থাকে তখন এদের ওপর স্বস্তি অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আর রহমত ও কৃপা তাদের ঢেকে নেয় এবং ফিরিশ্‌তা তাদের আশে পাশে ছোট ছোট দল বানিয়ে নিয়ে থাকে'

অতএব আল্লাহ্‌তাআলার রহমত ও কৃপা আকর্ষণ করার জন্যে এবং ফিরিশ্‌তাদের দলে দলে আসার জন্যে এটা আবশ্যক যেন আমাদের প্রত্যেকে কুরআন করীম পাঠ করি আর একে হৃদয়ঙ্গম করি। নিজেদের সন্তানসন্ততিকে পড়াই। দৈনন্দিন কুরআন পড়ার জন্যে তাদের তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিতে থাকি। আরও স্মরণ রাখুন, যতক্ষণ মা বাবা এসব ব্যাপারে সন্তানসন্ততির মাঝে নিজেদের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা না করবে ততক্ষণ সন্তানসন্ততির ওপর প্রভাব সৃষ্টি হবে না। এজন্যে ফজরের নামাযের জন্যেও উঠেন। এরপর তেলাওয়াত নিজের ওপর অবশ্যকর্তব্য করে নেন যে, তেলাওয়াত করতেই হবে আর কেবল তেলাওয়াতই নয় বরং মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে হবে এবং সন্তানসন্ততিরও তত্ত্বাবধান হয় যেন তারাও পড়ে এবং তাদেরও পড়ান হয়। যারা ছোট শিশু তাদেরও যেন পড়ানো হয়। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের কুরআন করীম কিভাবে পাঠ করতে হবে সেই পদ্ধতিও শিখিয়েছেন। তিনি (সঃ) বলেছেন, কুরআন থেমে থেমে স্পষ্টভাবে পাঠ কর এবং এর আদেশাবলীর ওপর আমল কর (মিশকাতুল মাসাবীহ্)।

'আদেশাবলী' অর্থ সেসব আদেশ যা আল্লাহ্‌তাআলা ফরয করেছেন। আর সেসব আদেশও যা করতে আল্লাহতাআলা নিষেধ করেছেন। কুরআন করীম যখন এভাবে প্রত্যেক ঘরে পড়া হতে থাকবে, এর ওপর গভীরভাবে চিন্তা করা হবে, প্রত্যেক আদেশ যা পালন করার খোদাতাআলা আদেশ দিয়েছেন এর ওপর আমল করা হতে থাকবে এবং প্রত্যক সেই নিষেধাজ্ঞা আল্লাহ্‌তাআলা যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবে তখন একটি পবিত্র পরিবেশও প্রতিষ্ঠিত করতে থাকবে। ইবাদতের মানের সাথে আপনাদের চারিত্রিক মানও উঁচু হয়ে থাকবে। তাকওয়ার ওপর পদক্ষেপ রাখতে থেকে আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যেও আপনারা চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবেন। মিথ্যা আমিত্ব ও সম্মান থেকেও রক্ষা পেয়ে থাকবেন। এক ব্যক্তি যদি বাহ্যিকভাবে একজন নামাযী হন কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন করীমে যেসব আদেশনিষেধ দিয়ে দিয়েছেন এগুলোর ওপর আমল করেন না সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, তিনি এমন নামায নামাযীর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারবেন। এ নামাযই নামাযীদের জন্যে অভিসম্পাতে পরিণত হয়। অতএব আল্লাহ্‌তাআলাও এসব ইবাদতের উল্লেখ করেছেন যা তাকওয়া বাড়িয়ে দেয়। আর সেসব

আদেশনিষেধ পালনের পরই তাকওয়া বাড়িয়ে দেন যা কুরআন করীম বর্ণনা করেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এগুলোর সংখ্যা ৫০০ বা ৭০০ বলে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি (আঃ) বলেছেন, এসব আদেশের প্রতি যে আমল করে না আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব এ সাবধানতা বা চালাকী কোন কাজে আসবে না। কোন কোন লোকের নিজ জ্ঞানের ওপর বড় গর্ব হয়ে থাকে এবং অন্যদের জ্ঞানের অবমাননা করে থাকে। অথবা অন্য কোন বিষয়ে বড়ই গর্ব করে। এর ওপর ঠাট্টামস্কারা চলে থাকে, মজা করতে থাকে; হোক না তা কুরআন করীমের জ্ঞান বা অন্য কিছুর জ্ঞান কেননা, এই যে জ্ঞান এটা তো তাকওয়ার পরিপন্থী। তাই এ জ্ঞানের প্রতিও আল্লাহ্তাআলার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই যা সে আহরণ করেছে। অহেতুক জ্ঞান। অতএব আল্লাহ্তাআলা এটা বলেছেন, এসব আদেশের ওপর আমল করো। অন্যদের বলে দাও আর নিজে না কর তখন এসব লোকদের কুরআন পথনির্দেশনা দেয় না। পথনির্দেশনাও তাকওয়ার সাথে শর্তযুক্ত। আর ইবাদত করার জন্যে এ উদ্দেশ্যে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তোমরা তাকওয়ায় উন্নতি কর। অতএব প্রত্যেক আহমদীর তাকওয়া লাভের জন্যে ইবাদত করা অবশ্যকর্তব্য। তাকওয়া লাভের জন্যেই কুরআন করীম পড়ে এবং পড়ায়। কুরআন করীমের প্রতি আমলকারীতে পরিণত হয়।

এখন দৃষ্টান্তস্বরূপ, কুরআন করীমের একটি আদেশ হলো, নিজেদের মাঝে ভালবাসা ও সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং অন্যদের সাথে কোমলতা ও ভালবাসার সাথে কথা বলা। খোঁচা মারা ও কর্কশ কথা না বলার আদেশ দেয়া হয়েছে। এতে অন্যের অনুভূতিতে আঘাত লাগে। যেভাবে বলা হয়েছে, কূলূ লিন্নাসি হুসনা অর্থাৎ লোকদের সাথে কোমল ও প্রীতির সাথে কথা বল। এমন পন্থায় যেন অন্যের অনুভূতিতে আঘাত না লাগে। সমাজে অধিকাংশ ঝগড়া-বিবাদ জিহ্বার (অপব্যবহারের) কারণে হয়ে থাকে। এজন্যে হাদীসে এসেছে–এ অঙ্গকে শামলিয়ে রাখ তাহলে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে। এটাও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার একটি মাধ্যম। কোন কোন লোক খুবই কোমলতার সাথে কথা বলে দিয়ে থাকে। এটা কারও বড়াই প্রকাশ করে দেয়। অথবা খুবই মিহি সুরে নরম কথায় কোন কথা বলে দিয়ে থাকে। আর বলে দেয়, আমরা তো খুব নরম সুরে কথা বলেছিলাম। অন্য লোকটিই রাগান্বিত হয়েছে। সে জানতে পারে নি কি কষ্ট হয়েছিল। অতএব এসব চালাকি কারও সামনে করলে সম্ভবত দুনিয়ার বিচারকের দৃষ্টি তো এড়িয়ে গেল কিন্তু যে আল্লাহ্ অন্তরের খবর রাখেন তাঁকে ধোঁকা দেয়া যেতে পারে না।

> *'আসল এটাই যা কিছু আল্লাহ্তাআলা কুরআন শরীফে শিখিয়েছেন। মুসলমান যে পর্যন্ত কুরআন করীমের পুরোপুরি অনুসরণকারী ও অনুগত না হবে তারা কোন প্রকার উন্নতি করতে পারবে না।'*

অতএব একজন আহমদীর সূক্ষ্মতায় পৌঁছে নিজ সংশোধনের চেষ্টা করা আবশ্যক। আপনি যদি এটা করে নেন তাহলে এসব দেশেও আর বিশ্বের সব জায়গায় যেখানে আহমদীদের ছোট ছোট বিষয়ে ঝগড়া হয়ে থাকে, মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে থাকে, অন্তরে হিংসাবিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে এর সংশোধন হয়ে যাবে। অতএব নিজ সংশোধনের জন্যে কুরআন করীম গভীর দৃষ্টি দিয়ে পাঠ করুন। এর আদেশনিষেধ নিজ জীবনের অংশে পরিণত করুন। তা না হলে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এ ধারণার অধীনেও এসে যেতে পারেন। একটি বর্ণনায় রয়েছে। হযরত যেয়াদ বিন লাবীদ (রাঃ) বলেন, হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ ভয়াবহ বিষয়ের উল্লেখ করে বলেন, ধর্মের জ্ঞান যখন মিটে যাবে তখন এমন সময় হবে। আমি বল্লাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সঃ)! জ্ঞান কেন মিটে যাবে যখন আমরা কুরআন করীম পাঠ করছি এবং নিজ সন্তান সন্ততিকেও পড়াচ্ছি এবং আমাদের পুত্ররা নিজ সন্তানদের পড়াতে থাকবে? হুযূর সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, যেয়াদ তোমার জন্যে আফসোস! আমি তোমাকে মদীনার খুবই জ্ঞানী লোক বলে মনে করতাম। তুমি কি দেখছো না, ইহুদী ও খৃষ্টানরা তওরাত কত বেশি বেশি পাঠ করেছে? কিন্তু তারা এর শিক্ষার ওপর কোন আমল করছে না (সুনানে ইবনে মাজাহ্)।

অতএব এ যুগে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞান পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ আলো ও জ্যোতি আমরা আবার লাভ করেছি। আল্লাহ্তাআলা এ জ্যোতি ও আলো আমাদের আবার সরবরাহ করেছেন। আপনারা যদি আপনাদের মাঝে পরিবর্তন না নিয়ে আসেন তাহলে কুরাআন করীম পড়াতে কোন উপকার দিবে না। আবার এমন সব লোক যারা আমল করে না হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) তাদের বেলায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন আর বলেছেন, আমার সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এসব লোক সম্পর্কে বলেছেন, তাদের সম্পর্কচ্যুত করা হবে। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) এক জায়গায় বলেন। 'আসল এটাই যা কিছু আল্লাহ্তাআলা কুরআন শরীফে শিখিয়েছেন। মুসলমান যে পর্যন্ত কুরআন

করীমের পুরোপুরি অনুসরণকারী ও অনুগত না হবে তারা কোন প্রকার উন্নতি করতে পারবে না।' আর আজ দেখে নিন আজ তাদের এ অবস্থা যে, সব দিক থেকে মার খাচ্ছে। তাদের দেশে এসে অনেরা তাদের মারছে। এটা কেবল অনুগত না হওয়ার কারণে। [তিনি (আঃ)] বলেছেন, কুরাআন শরীফ থেকে তারা যতটা দূর সরে যাচ্ছে ততটাই উন্নতির সোপান ও পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কুরআন শরীফের ওপর আমলই উন্নতি ও হেদায়াতের কারণ (মলফুযাত, ৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৯, নতুন সংস্করণ)।

অতএব প্রত্যেক আহমদী নিজ নিজ হিসাব নিন, চিন্তা করুন, ঘরে নিজেদের স্ত্রীপুত্রদের হিসাব নিন। মায়েরা প্রথম থেকেই সন্তানসন্ততিকে এর গুরুত্ব বুঝান। প্রত্যেক দিন কুরআন তেলাওয়াতের পর হিসাব নেয়া আবশ্যক, এতে বর্ণিত যেসব আদেশ রয়েছে, আদেশ ও নিষেধ রয়েছে, করা বা না করা সম্বন্ধে যেসব বিষয় রয়েছে–আমরা এর কতটা পালন করছি। তখনই আমরা আমাদের সংশোধনের চেষ্টা করতে পারি। অতএব দোয়ার সাথে এর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আবশ্যক।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, 'এটা আমার উপদেশ। আমি একে সারা উপদেশের সারাংশ মনে করি। কুররআন শরীফের ৩০টি পারা রয়েছে। এর সবটাই উপদেশে ভরপুর। কিন্তু কোন উপদেশের ওপর এদের সুদৃঢ় হয়ে যাওয়া উচিত তা প্রত্যেক ব্যক্তি জানে না। এগুলোর ওপর পুরোপুরি মান্যকারী হলে কুরআন করীমের আদেশাবলী মান্য করা এবং এর নিষেধাজ্ঞা থেকে সুরক্ষার সৌভাগ্য লাভ হয়। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, সেই চাবি ও শক্তি হলো দোয়া।' অর্থাৎ এর চাবি ও সামর্থ্য দোয়া। 'সুদৃঢ়ভাবে দোয়াকে ধরে থাক। আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি, এবং নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, পরে আল্লাহ্‌তাআলা সব কষ্টকাঠিন্য সহজ করে দিবেন' (মলফূযাত, ৭ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩-১৯৪)।

আল্লাহ্ করুন আমরা যারা হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর জামাতের সম্পর্কিত বলে থাকি তাঁর (আঃ) আকাঙ্ক্ষানুযায়ী আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদতকারী বান্দাতে

'এটা আমার উপদেশ। আমি একে সারা উপদেশের সারাংশ মনে করি। কুরআন শরীফের ৩০টি পারা রয়েছে। এর সবটাই উপদেশে ভরপুর। কিন্তু কোন উপদেশের ওপর এদের সুদৃঢ় হয়ে যাওয়া উচিত তা প্রত্যেক ব্যক্তি জানে না। এগুলোর ওপর পুরোপুরি মান্যকারী হলে কুরআন করীমের আদেশাবলী মান্য করা এবং এর নিষেধাজ্ঞা থেকে সুরক্ষার সৌভাগ্য লাভ হয়। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, সেই চাবি ও শক্তি হলো দোয়া।'

পরিণত হই এবং তাঁর আদেশ পালনকারীও যেন হই। কুরআন করীম বুঝে পাঠকারীও যেন হই। তাঁর (আঃ) আদেশ পালনকারীও যেন হই আর যেখানে আমাদের জ্ঞানে ও আমাদের কর্মে বাধা সৃষ্টি হয় সেখানে খোদার সমীপে বিনত হয়ে তাঁর প্রকৃত দাসে পরিণত হয়ে তাঁর পথনির্দেশনা যেন চাই। তাঁর কাছে নিবেদন করি, হে খোদা! তুমিই বলেছো 'ঐকান্তিকভাবে আমার সমীপে, বিনত হলে আমি পথ দেখাবো এবং হেদায়াত দেবো"। আমরা হেদায়াতপ্রার্থী। এভাবে যখন দোয়া করা হবে তখন নিশ্চয় আল্লাহ্‌তাআলা সাহায্য করবেন।

এ জলসার দিনে খোদাতাআলা আপনাদের একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। এতে আপনাদের ইবাদতের মানকে উন্নীত করুন। প্রকৃত তাকওয়ার বোধ লাভ করার চেষ্টা করুন। বুদ্ধিমত্তা লাভ করার চেষ্টা করুন। বুঝার চেষ্টা করুন। জলসার এ দিনগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তৃতা হবে। এগুলোর মেরুদন্ডও সেই একই তাকওয়া। এথেকেও উপকৃত হোন। আপনি ছাড়াও আপনার স্ত্রীপুত্রকন্যাদেরও এ বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করুন যে, এ তিন দিন আমাদের আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করতে চেষ্টা করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, জলসা পার্থিব কোন মেলা নয়। আপনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন। কোন কোন ওয়াকফকারী দীর্ঘদিন পর একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তবে নিজেদের ছোট ছোট আসর জমিয়ে দল বানিয়ে আলাপআলোচনায় মগ্ন হয়ে জলসার উপকার থেকে বঞ্চিত হন এটা যেন না হয়। বরং যারা জলসায় এসেছেন তাদের প্রত্যেকে পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আর যখন পুরোপুরি উপকৃত হবেন তখনই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারীও হবেন। আল্লাহ্ করুন আপনারা সবাই এ জলসার কল্যাণরাশি থেকে আশিস লাভকারী হোন, আমীন (হ আল্লাহ্! তা-ই যেন হয়।) (আল ফযল ইন্টারন্যাশনালের ৭-১৩ অক্টোবর ২০০৫ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ– **আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

বায়তুল্লাহ্

অর্থাৎ পবিত্র কাবাগৃহ প্রতিষ্ঠার যাবতীয় উদ্দেশ্যসমূহ রসূল করীম (সঃ)-এর আগমনে পূর্ণতা লাভ করেছে

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহেঃ)
প্রদত্ত ১৬ জুন ১৯৬৭
স্থান ঃ মসজিদ মুবারক, রাবওয়া

* হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ফলে হযরত নবী আকরাম (সঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেছে।

* আল্লাহ্তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য, চিত্তের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য তোমাদের অব্যাহতভাবে সাধনা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

* বর্তমান প্রজন্মের সঠিক তরবিয়ত লাভ করা ইসলামের বিজয়ের জন্য অতি আবশ্যকীয় বিষয়।

* ইসলামের এই দ্বিতীয় নব উত্থানকালে আগামী কুড়ি-পঁচিশ বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সংগ্রাম মুখর এক যুগ।

* প্রথমে বড়দের তরবিয়ত করা জরুরী যাতে তাদের দ্বারা পরবর্তীতে ছোটদেরও তরবিয়ত করা যায়।

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর (রাহেঃ) বলেন ঃ-

গতকাল প্রায় সারা দিনই প্রচণ্ড মাথা ব্যথা ছিল। এখনও আমি যথেষ্ট দূর্বল বোধ করছি তথাপি আমি চাই, বায়তুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত তেইশটি (২৩) মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যে ধারাবাহিক খুতবা প্রদান শুরু করেছি তার চলমান ধারা বজায় রাখি। এতে শেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যার বর্ণনা প্রদান বাদ রয়ে গিয়েছিল সেই বিষয়ে আজকের খুৎবায় নিজস্ব ধারণা ও পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করব।

বায়তুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার তেইশতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ؕ
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(আল বাকারা আয়াত নং ১৩০) এ বর্ণিত হয়েছে এবং এ আয়াতে বলা হয়েছে যে এমন এক নবীকে এখানে আবির্ভূত করা হবে যিনি কেয়ামতকাল পর্যন্ত জীবিত থাকবেন আর তাঁর নিজস্ব আশীষ ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের প্রবহমান ধারাকে মৃত্যু কখনও স্পর্শ করবে না, কেয়ামতকাল পর্যন্ত তা জীবিত থাকবে। কালজয়ী জীবন তাঁকে দান করা হবে, এমন এক শরীয়ত তাঁকে দান করা হবে যা হবে কালোত্তীর্ণ, সর্বকাল-ব্যপ্ত। সেটি কখনও বাতিল হবে না, কেননা সেটি হবে 'আল কিতাব' পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণতাদানকারী শরীয়ত-বিধান এবং এমন এক উম্মত সৃষ্টি করা হবে যে উম্মত সুস্পষ্ট প্রমাণ ও সুগভীর প্রজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদেরকে হেকমত বুঝানো হবে, তাদেরকে যুক্তি-জ্ঞানে প্রসারতা দান করা হবে আর যিন্দা খোদা, জীবিত রসূল ও জীবন প্রদায়ী শরীয়তের সাথে তাদের সম্পর্ক থাকবে।

এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নবী করীম (সঃ)-এর আবির্ভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে, যেমনটি-কুরআন করীম নিজেই সে দাবী উপস্থাপন করেছে। যার প্রতি আমি এখন আলোকপাত করব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেন ঃ-

" লক্ষ্য কর, ইব্রাহীম (আঃ) এক দোয়া করেছিলেন, তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকে আরবে এক নবীর উদ্ভব হোক। সে দোয়া কী তৎক্ষণাৎ কবুল হয়ে গিয়েছিল? ইব্রাহীম (আঃ)-এর পর এক সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত হলে কারও খেয়ালই রইল না যে ওই দোয়ার কী পরিণতি হল! কিন্তু রসূল করীম (সঃ)-এর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ওই দোয়া পুর্ণ হল আর কতই না শান-শওকতের সাথে পূর্ণতা পেল।" (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৯৬ আল হাকাম ৭ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৮, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩)

এ আয়াতে করীমা'য় পাঁচটি (০৫) বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে ঃ

প্রথম ঃ পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী দাসের আবির্ভাব হওয়া।

দ্বিতীয় ঃ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীর অকাট্য ও অকর্তিত ধারা প্রবহমান থাকা।

তৃতীয় ঃ পূর্ণতাপ্রাপ্ত এক পরিপূর্ণ শরীয়তের প্রবর্তন ও কেয়ামতকাল পর্যন্ত সেই শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকা

চতুর্থ ঃ শরীয়ত প্রদত্ত নির্দেশসমূহের হেকমত বর্ণনা করা.....এবং

পঞ্চম ঃ এটি জানানো হয়েছে যে এর ফলশ্রুতিতে কেয়ামতকাল পর্যন্ত পবিত্রদের এক জামাত সৃষ্টি হওয়ার চলমান ধারা অব্যাহত থাকবে।

কুরআন করীমের বহু স্থানে এ দাবী করা হয়েছে যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ওই দোয়ার ফলে নবী আকরাম (সঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেছে। এখন আমি সূরা নমলের কয়েকটি আয়াত বন্ধুদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। আল্লাহ্তাআলা বলেছেন ঃ-

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي
حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾
وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ
الْمُنْذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا
رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

(সূরা নমল, আয়াত নং ৯২-৯৪)

আমরা যখন এই বিষয়টি যা পুর্বোল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ রাব্বানা ওয়াব আস ফিহিম রাসূলাম মিনহুম বিশ্লেষণ করি ও পূর্বাপর বিষয়গুলো সাজিয়ে এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব-দর্শন পর্যবেক্ষণ করি তখন এটার এ অথর্ই আমাদের বোধগম্যে আসে যে হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইমুস সালামের দোয়া 'রাব্বানা ওয়াবআস ফিহিম রাসূলাম মিনহুম' এর তাৎপর্য হলো এই যে-হে ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের প্রভু-প্রতিপালক যার কারণে তুমি নবরূপে কাবাগৃহ বিনির্মাণ করাচ্ছ আর তোমার পবিত্র গৃহের সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা প্রদান করছ, এ বায়তুল হারামে-পবিত্র নগরীতে বসবাসকারীদের মধ্য থেকে, সেই 'মহান আত্মা'কে দন্ডায়মান কর, তাঁকে তোমার নিজের লালন-পালনে নাও, তাঁকে পবিত্র করে দাও আর তাঁকে তোমার পরম সান্নিধ্য দান কর আর পূর্ণ ও পরিপূর্ণ শরীয়ত দিয়ে তোমার রসূল মনোনীত কর ও পরিপূর্ণ আনুগত্যকারীর মর্যাদায় উন্নীত করে তাঁকে জগতে প্রেরণ কর যাতে সে মানবজাতিকে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে এবং নিরংকুশ তৌহীদের উপর তাদের প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহ্তাআলা সেই দোয়া কবুল করলেন আর নবী করীম (সঃ)-এর কণ্ঠে জগতে এ ঘোষণা প্রদান করালেন যে-

ইন্নামা উমেরতু আন আ'বুদা রাব্বা
হাযিহীল বালাদাতিল্লাযী হাররামাহা

হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমুস্ সালামের দোয়া কবুল হয়েছে আর আমাকে রাব্বুল আলামীন নির্দেশ করেছেন যে-আমি এ পবিত্র নগরীতে, সম্মানিত জনপদে (বাল্দে হারামে), এ বায়তুল্লাহ্র প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদতকে পরিপূর্ণতার মার্গে পৌঁছিয়ে পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী এক দাসরূপে প্রকাশিত হয়ে মানবজাতিকে আল্লাহ্- কা'বার প্রভু

'রাব্বানা ওয়াবআস ফিহিম রাসূলাম মিনহুম' এর তাৎপর্য হলো এই যে-হে ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের প্রভু-প্রতিপালক! যার কারণে তুমি নবরূপে কাবাগৃহ বিনির্মাণ করাচ্ছ আর তোমার পবিত্র গৃহের সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা প্রদান করছ, এ বায়তুল হারামে-পবিত্র নগরীতে বসবাসকারীদের মধ্য থেকে, সেই 'মহান আত্মা'কে দন্ডায়মান কর, তাঁকে তোমার নিজের লালন-পালনে নাও, তাঁকে পবিত্র করে দাও আর তাঁকে তোমার পরম সান্নিধ্য দান কর আর পূর্ণ ও পরিপূর্ণ শরীয়ত দিয়ে তোমার রসূল মনোনীত কর ও পরিপূর্ণ আনুগত্যকারীর মর্যাদায় উন্নীত করে তাঁকে জগতে প্রেরণ কর যাতে সে মানবজাতিকে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে এবং নিরংকুশ তৌহীদের উপর তাদের প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রতিপালক, সম্মানিত জনপদের (বালদে হারামের) প্রভু প্রতিপালক-এর দিকে আহ্বান করি। ওই পবিত্র সত্তার প্রতি 'ওয়া লাহু কুল্লু শাইয়িন' যিনি মহাপরাক্রমাশালী ও যাবতীয় সুন্দর নাম সমূহের অধিকারী। ওই মহান সত্তা যা চান তা-ই করেন, দুনিয়ার কোন শক্তি তাঁর বিরুদ্ধে টিকে থাকতে বা তিষ্ঠিতে পারে না আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি 'আল মুসলিম' এর গন্ডিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে এক মুসলিমের পরিপূর্ণ আদর্শ ও নমুনা জগতের সামনে উপস্থাপন করি। ওখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের মুখ থেকে যে দোয়া নিঃসৃত হয়েছে রাব্বানা ওয়াবআস ফিহিম রাসূলাম মিনহুম তা কুরআন করীম সংরক্ষণ করেছে আর এখানে নবী আকরাম (সঃ)-এর কণ্ঠে দুনিয়া সমক্ষে এ ঘোষণা করানো হয়েছে যে-এই সম্মানিত জনপদের প্রভুর ইবাদত করতে আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে এবং হযরত ইব্রাহীমের দোয়ার ফল স্বরূপ আজ আমি দুনিয়ার হেদায়াতের জন্য, দুনিয়াকে পথ-প্রদর্শনের জন্য দন্ডায়মান হয়েছি।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ঃ যে সব বিষয়ের এখানে উল্লেখ রয়েছে তা ইয়াতলু আলাইহিম আইয়াতিকা ওয়া ইউ আল্লিমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা-এ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এক পরিপূর্ণ দাসের আবির্ভাব হবে এবং পরিপূর্ণ দাসের আগমনের সাথে জগত অকাট্যভাবে প্রমাণিত সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহের চলমান ধারা পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে। সে 'আল কিতাব' এর শিক্ষাদান করবে এবং যেসব নির্দেশ সমূহ সে ওই পরিপূর্ণ ও পূর্ণতাদানকারী কিতাব থেকে বর্ণনা করবে, তার সাথে সাথে সে সেগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও তাদের অবহিত করবে। লক্ষ্য কর-'ওয়া আন্ আতলু ওয়াল কুরআন' এর মধ্যে এই তিনটি বিষয়ই পাওয়া যায়। আয়াত বর্ণনা করা, কিতাব শেখানো ও অন্তর্নিহিত তত্ত্ব-দর্শন বুঝাতে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে আয়াতের উপর আলোকপাত করা। এ তিনটি বিষয়ই ওই দোয়ায় অন্তর্ভুক্ত ছিল যা ' আন আতলু ওয়াল কুরআন' এ পাওয়া যায়। কেননা কুরআন করীমের বাগধারায় তেলাওয়াত শব্দ দ্বারা আয়াত বর্ণনা করা ও তা শেখা, তা শেখানো ও তার প্রভাব গ্রহণ করা এবং সেই প্রভাব অনুযায়ী নিজ জীবন গড়া, এসব অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। আবার কিতাব ও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও তত্ত্ব দর্শন পাঠ করা, অপরকে পাঠ করে শুনানো ও এর উপর আমল করা বা তদনুযায়ী কর্ম করা এবং অন্যকেও অনুরূপ কর্ম করতে বলা এসব অর্থে 'তেলাওয়াত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মুফরাদাতে রাগিব (আরবী অভিধান) এ 'তেলাওয়াত'এর আভিধানিক অর্থ এই করা হয়েছে যে-আত্ তিলাওয়াতু তাখতাস্সু বি ইত্তিবায়ে কুতুবিল্লাহিল মুনায্যালাতি নারাতু বিল ক্বিরাআত ওয়া নারাতু বিল

ইরতিসায়ে লিমা ফিহা মিন আমরেও ওয়া নাহ্ ইয়ে তারগীবে ওয়া তারহীব (মুফরাদাতে রাগিব, কিতাবুল লিকা যেরে তা'লা)।

অর্থাৎ তেলাওয়াতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর তাৎপর্য যথাযথরূপে পালন করার জন্য এ কিতাবের অনুসরণ করা হোক যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ অনুসরণ দু'ভাবে হয়ে থাকে, উচ্চারণের সাথে পাঠ করা এবং প্রদত্ত নির্দেশানুযায়ী কর্ম পালনকারী হয়ে আগ্রহের সাথে নির্দেশাবলী গ্রহণ করে এতে বর্ণিত করণীয় আদেশগুলো- অনুজ্ঞা এবং অকরণীয় নির্দেশগুলো-নিষেধাজ্ঞা যথাযথভাবে পালন করা 'তেলাওয়াত'-এ অন্তর্ভুক্ত। উৎসাহিত হয়ে নিজ আগ্রহ বাড়িয়ে উজ্জীবিত হয়ে ওই কিতাব যে প্রভাব সৃষ্টি করতে চায় ঐ প্রভাব গ্রহণ করে নেয়া অর্থাৎ যে প্রজ্ঞাপূর্ণ আদেশ ও নিষেধাবলী বর্ণিত হয়েছে তার তত্ত্বদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অর্থও 'তেলাওয়াত' শব্দে নিহিত রয়েছে।

কুরআন করীমে সূরা আনফালে আল্লাহ্তাআলা বলেন ঃ-

ওয়া ইযা তুলেইয়াত আলাইহিম আইয়াতুহু যাদাতহুম ঈমানান.....(আনফাল ঃ ০৩)

অর্থাৎ মুমেন তারা যখন তাদের উদ্দেশ্যে ঐশী নিদর্শনপূর্ণ আয়াতগুলো তেলাওয়াত করা হয় তখন কৃত অসংলগ্ন ক্রিয়া কর্মের জন্য তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে এবং নিজেদের ঈমানের ভিত্ ক্রমান্বয়ে গড়তে থাকে। এখানে আমি এটা বুঝাতে চাচ্ছি যে আয়াতের ব্যাপারেও তেলাওয়াত' শব্দ কুরআনের বাগধারায় ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে কিতাব পাঠ করা আর যা কিছু তাতে বর্ণনা করা হয়েছে সেই অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা আর জগতের সামনে নিজের উত্তম আদর্শ উপস্থাপন করার ব্যাপারেও তেলাওয়াত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ্তাআলা কুরআন করীমে বর্ণনা করেনঃ-

উত্লু মা উহেইয়া ইলাইকা মিনাল কিতাবে.....(সূরা আন কাবুত ঃ ৪৬)

অর্থাৎ তোমার প্রভুর কিতাব থেকে যে ওহী তোমার উপর অবতীর্ণ হচ্ছে (ওহী অবতরণের ধারা তখন চলমান ছিল) তা তেলাওয়াত করো অর্থাৎ সে অনুযায়ী কর্মপালন করো অর্থাৎ-সেই কাজে লেগে থাকো এবং তা পাঠও করতে থাকো। মানুষ যা কিছু নিজে পড়ে তা যেমন নিজের উপকারার্থে পড়ে তেমনি অন্যদের শোনানোর জন্যও পড়ে। যেহেতু এ নির্দেশের সম্বোধিত প্রথম ব্যক্তি হলেন নবী আকরাম (সঃ), এজন্য এর অর্থ এ হবে যে, কর্ম সম্পাদনকারী হয়ে জনগণের জন্য অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হও। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এর ব্যাপারে কুরআন করীম সর্বদা এ বর্ণনাই প্রদান করে যে তাদের প্রত্যেকের দাবী ও স্বকণ্ঠ ঘোষণা এ হয়ে থাকে যে আমি 'আউয়ালুল মুসলিমীন' অর্থাৎ সর্বাগ্রে আমিই এ আদেশ ও নিষেধাবলী পালনকারী, আমি আমার ঘাড় খোদার হুকুমের নীচে পেতে রাখছি আর এরূপে তোমাদের জন্য নেতা হিসেবে এক নমুনা উপস্থাপন করছি। আমি একথা বলছি না যে এ পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছায় তোমরা এ পথে চলো, বরং আমি এ কথা বলি যে এ রাস্তা খোদার দিকে পৌঁছানোর রাস্তা। আমি এ পথ ধরে চলছি আমার পিছন পিছন আস যেন তোমরাও খোদা পর্যন্ত পৌঁছে যাও। অতএব আভিধানিক দৃষ্টিকোণে জ্ঞানতঃ ও কর্মে অনুসরণ ও অনুগমণ করা মুফরাদাতে রাগেব অনুযায়ী তেলাওয়াত'এর অর্থে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জ্ঞানতঃ অনুসরণ করো-, এ আদেশটিকে হেকমতের কথা প্রজ্ঞার বিষয় জেনো, আর কর্মে আজ্ঞানুবর্তী হও, এসব নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের জীবন গড়। আল্লাহ্তাআলা নবী আকরাম (সঃ)-এর মুখ দিয়ে সংক্ষেপে এ কথা নির্গত করিয়েছেন যে 'ওয়া আন আত্ লু ওয়াল কুরআন' আমার প্রতি আল্লাহ্তাআলার এ হুকুম রয়েছে যে-আমি এই কুরআন তোমাদের পাঠ করে শুনাবো। কুরআন শব্দটি আয়াতের বেলাতেও কুরআনেই ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন বলা হয়েছে- বাল হুওয়া আয়াতুম্ মুবীন (আন কাবুত ঃ ৫০) অর্থাৎ এই আয়াত অকাট্য প্রামাণিক দলীল আর এজন্য 'আন আত্লুওয়াল কুরআন' এর অর্থ এই হবে যে আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী পূর্ণ অকাটরূপে প্রমাণিত আয়াতগুলো তোমাদের সামনে পাঠ করে শোনাই। এভাবে কুরআন করীমের এ দাবীও রয়েছে যে সে আয়াতগুলো পরিপূর্ণ শরীয়ত এজন্য 'আন আত্লুওয়াল কুরআন' এর অর্থ এই হবে যে খোদা আমাকে এ হুকুম দিয়েছেন যে তোমাদের সামনে পরিপূর্ণ শরীয়ত কিতাব আকারেও আর 'আউয়ালুল মুসলেমীন' এর অবয়বেও উপস্থাপন করি। কেননা যখন তাঁর (সঃ)-আচার-ব্যবহার স্বভাব চরিত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হল তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন তোমরা কুরআন পাঠ করে জেনে নাও (কানা খুলুকুহু কুরআন)।

আর ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ-ও দোয়া ছিল 'ইয়াত্লু আলাইহিম আইয়াতিকা' সেই নবী সুস্পষ্ট নিদর্শনমূলক অকাট্য দলীল প্রমাণ জগতে উপস্থাপন করতে থাকবে আর নবী করীম (সঃ) বলেন যে সেই দোয়াটি গৃহীত হয়েছে। খোদাতাআলার নির্দেশে আমি 'আত্লু ওয়াল কুরআন'-কুরআন করীমের স্পষ্ট নিদর্শনমূলক অকাট্য দলীলপূর্ণ আয়াতসমূহ দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করছি।

আবার ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ দোয়াও ছিল যে 'ইউ আল্লিমু হুমুল কিতাব' আর নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ 'আতলু ওয়াল কুরআন'-পরিপূর্ণ ও পূর্ণতা দানকারী এ শরীয়ত (বিধান) ওই দোয়া কবুল হওয়ার কারণেই জগতের সামনে রাখছি।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর আরও দোয়া ছিল '....ওয়াল হিকমাহ-সে প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়াদি শিখাবে'। আর নবী করীম (সঃ) বলেন ঃ 'আত্লু ওয়াল কুরআন'এ কুরআন যা হলো হেকমতে পরিপুর্ণ ও হেকমাতান বালেগা'পূর্ণতাপ্রাপ্ত হেকমত-তাকে দুনিয়ার সামনে রাখছি।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এর ব্যাপারে কুরআন করীম সর্বদা এ বর্ণনাই প্রদান করে যে তাদের প্রত্যেকের দাবী ও স্বকণ্ঠ ঘোষণা এ হয়ে থাকে যে আমি 'আউয়ালুল মুসলিমীন' অর্থাৎ সর্বাগ্রে আমিই এ আদেশ ও নিষেধাবলী পালনকারী, আমি আমার ঘাড় খোদার হুকুমের নীচে পেতে রাখছি আর এরূপে তোমাদের জন্য নেতা হিসেবে এক নমুনা উপস্থাপন করছি। আমি একথা বলছি না যে এ পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছায় তোমরা এ পথে চলো, বরং আমি এ কথা বলি যে এ রাস্তা খোদার দিকে পৌঁছানোর রাস্তা। আমি এ পথ ধরে চলছি আমার পিছন পিছন আস যেন তোমরাও খোদা পর্যন্ত পৌঁছে যাও।

এভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ওই তিনটি দোয়াই গৃহীত হওয়ার ফলশ্রুতিতে নবী করীম (সঃ)-এর মুখ থেকে একটি-দু'টি বাক্য নিঃসৃত করিয়ে আল্লাহ্তাআলা ওই তিনটি বিষয়েরই পূর্ণতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। উপরন্তু আরবী অভিধানও এই অর্থসমূহ সমর্থন করে।

পঞ্চম বিষয় এই ছিল যে 'ইউযাককিহীম' সে তাদের পবিত্র করবে। নবী করীম (সাঃ) 'ইউযাককিহীম'এর পাশাপাশি এই বলেন যে 'ফামানেহ্ তাদা ফা ইন্নামা ইয়াহ্ তাদী লি নাফসিহী (ইউনুস ঃ ১০৯) অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ভাব ও বিষয় অপেক্ষা গভীরতর ভাব ও বিষয় তিনি জগত সমক্ষে রেখেছেন। 'ফামানেহ্ তাদা' আমি এই ঘোষণা দিচ্ছি যে আমি 'তাযকিয়ায়ে নফস' এর আত্মশুদ্ধির সব উপকরণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। এজন্য ইউযাক্ কিহীম সংশ্লিষ্ট দোয়া পূর্ণতা লাভ করেছে।

তবে আমি তোমাদের বলছি যে, তোমাদের চিত্তের শুদ্ধতা কোন প্রকারের বল প্রয়োগ করে বা জোর খাটিয়ে করা হবে না। আত্মশুদ্ধির সব উপকরণ এখানেই রয়েছে যা আমি তোমাদের সমক্ষে রাখছি। 'ফামানেহ্ তাদা ফাইন্নামা ইয়াহতাদী লি নাফসিহী'

এখন তোমাদের নিজেদের সাধ্য-সাধনা করে প্রচেষ্টা চালিয়ে, তোমাদের নিজেদের আত্মাত্যাগ করে, তোমাদের নিজেদের একনিষ্ঠ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়ে, খোদার পথে নিজেদের জীবন লুটিয়ে দিয়ে নিজেদের মধ্যে পবিত্রতা সৃষ্টি করতে হবে। উপকরণ তো আমি নিয়ে এসেছি কিন্তু চিত্তের এ পবিত্রতা জোর করে তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না বরং তোমাদের প্রকাশ্য স্বাধীনতা রয়েছে। পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ বিদ্যমান তা থেকে উপকার গ্রহণ কর ও এর দ্বারা আল্লাহ্তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পাক-পবিত্রতার পূর্ণতায় পৌঁছতে তোমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বাহিরের ভিন্ন কোন শক্তি তোমাদের বশীভূত করে তোমাদের চিত্তের শুদ্ধতা এনে দিবে না আর তা করা সম্ভবও নয়। অতএব 'ফামানেহ তাদা ফাইন্নামা ইয়াহ্ তাদী লিনাফসীহি' হেদায়াতের উপকরণ এসে গিয়েছে, আত্মশুদ্ধির উপকরণ এসে পড়েছে। যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির এ উপকরণ থেকে কল্যাণ লাভ করতে নিজের জন্য হেদায়াতের পথ খুঁজে ও বেছে নেয় সে নিজ আত্মার মঙ্গল সাধন করে। 'ওয়ামান যোয়াল্লা ফা ইন্নামা ইয়াযেল্লু আলাইহা (ইউনুস ঃ ১০৯) আর যে ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির উপকরণসমূহ থেকে উপকার গ্রহণ করে না এবং হেদায়াতের পথের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না বরং হেদায়াতের বদলে ভ্রষ্টতার পথে চলতে থাকে আর নিজের সৃষ্টি কর্তা প্রভু প্রতিপালকের পরিবর্তে শয়তানের দিকে মুখ করে ওর অনুসরণ করতে থাকে, এজন্য আমি তাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে তোমাকে এ পথভ্রষ্টতা থেকে বিরত রাখতেও জোর খাটানো হবে না। আরবী 'ইন্না মা আনা মিনাল মুন জেরীন, (সূরা নমল ঃ ৯৩)

ইসলামের পুনরুত্থান ও পুণর্বিজয়ের যুগে একে একে সমগ্র জগদ্বাসী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কোলে তাঁর (সঃ) রহমতের ছায়ায় এসে যাবে। আর সে সময়ে খোদাতাআলার প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হবে, যে প্রতিশ্রুতি বায়তুল্লাহ প্রতিষ্ঠার সূচনাকালে তিনি দিয়েছিলেন, যাতে সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহ্তাআলার মনোনীত ও প্রিয় একই উম্মত–উম্মতে ওয়াহেদায় পরিণত করে দেয়া হবে বলে অঙ্গীকার রয়েছে।

আমি তো সাবধানকারী, ভয় প্রদর্শনকারী রসূলদের মধ্যে এক রসূল। এটি সঠিক যে সবার থেকে বড়, সবার থেকে উৎকৃষ্ট, সবার চেয়ে মহান, আল্লাহ্তাআলার নিকটতম, তবে আমার মর্যাদা সতর্ককারী ব্যতিরেকে ভিন্ন কিছু নয়। আমি তোমাদের উপর বল প্রয়োগ করছি না, জোর খাটিয়ে ভ্রষ্টতার পথ থেকে তোমাদের ফিরানো যেমন আমার কাজ নয় তেমনই বল প্রয়োগে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসাটাও আমার কাজ নয়। 'ওয়া কুলিল হামদুলিল্লাহ' এ কথা বলে দাও যে সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি ইসলাম'এ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও অকাট্য দলীল প্রমাণ পূর্ণ আয়াত ও 'আল কিতাব' ও 'আল হিকমাহ' আর পবিত্র করার উপকরণসমূহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং এক এমন রসূল প্রেরণ করেছেন যিনি পরিপূর্ণ ও পূর্ণতাদানকারী নমুনা জগত সমক্ষে উপস্থিত করেছেন। যার অনুগমন ও অনুসরণের ফলে মানুষ নিজ প্রভু প্রতিপালকের ভালবাসা পেয়ে যায় আর তাঁর পুরস্কার লাভের যোগ্য হয়ে উঠে। 'আলহামদুলিল্লাহ্' সকল প্রশংসার অধিকারী সেই খোদা। 'সা ইউরীকুম আ ইয়াতিহী ফাতাআ'রেফুনাহা' যিনি ইসলামের দ্বিতীয় বিজয়োত্থান কালে পুণর্বার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, অকাট্য দলিল প্রমাণ পূর্ণ আয়াত ও কুরআন করীমের তত্ত্ব জ্ঞানের বিকাশ ঘটাবেন। এর প্রজ্ঞা ও তত্ত্বদর্শন বর্ণনা করবেন আর এমন উপকরণসমূহ সৃষ্টি করে দিবেন যে দুনিয়াতে ধর্মের জন্য পথ চলা সহজতর হয়ে উঠবে ও মানুষ প্রফুল্লচিত্তে নিজ প্রভু প্রতিপালকের জন্য আত্মত্যাগ ও কুরবানী করতে থাকবে। আর ধর্মের পূর্ণ প্রচারকালে অর্থাৎ ইসলামের পুনরুত্থান ও পুণর্বিজয়ের যুগে একে একে সমগ্র জগতদ্বাসী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কোলে তাঁর (সঃ) রহমতের ছায়ায় এসে যাবে। আর সে সময়ে খোদাতাআলার প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হবে, যে প্রতিশ্রুতি বায়তুল্লাহ প্রতিষ্ঠার সূচনাকালে তিনি দিয়েছিলেন, যাতে সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহ্তাআলার মনোনীত ও প্রিয় একই উম্মত–উম্মতে ওয়াহেদায় পরিণত করে দেয়া হবে বলে অঙ্গীকার রয়েছে।

এ আয়াতে করীমা–'রাব্বানা ওয়াবআস ফীহিম রসূলাম মিনহুম-এ পাঁচটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

প্রথম, উদ্দেশ্য ও দোয়া তো এ ছিল যে, তাদের মাঝে এমন এক রসূল আবির্ভূত হোক, যার এমন সব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলী হবে যা এখানে বর্ণিত হয়েছে; যিনি হবেন পরিপূর্ণ উত্তম আদর্শ, যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক কল্যাণ সর্বদা প্রবহমান থাকবে।

দ্বিতীয়, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীতেপূর্ণ অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা সত্য দৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত হয়ে অপরিবর্তনীয় ও অনন্য ব্যবস্থাপনা জগত লাভ করুক।

তৃতীয়, পরিপূর্ণ ও পূর্ণতাদানকারী এমন এক বিধান প্রবর্তিত হোক যাতে কখনও কোন প্রকারের ফাঁক দৃষ্টিগোচরে না আসে, বৈকল্য বা বৈসাদৃশ্যও দেখা না দেয়।

চতুর্থ, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ক্রমোন্নতি লাভ করে পূর্ণতার শীর্ষে যখন পৌঁছাবে সে সময় তাদেরকে হেকমতের কথাগুলো জানাও,

অবশ্যই জানাও। দলীল প্রমাণ দিয়ে জানাও যে এসব নির্দেশনা এজন্য দেয়া হচ্ছে। এবং পঞ্চমতঃ এ সবের কার্যকর পরিণতিতে 'তাযকিয়ায়ে নফুস' এর অর্থাৎ তাদের আত্মশুদ্ধির উপকরণ সৃষ্টি হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে, আয়াত বাইয়্যেনাত–স্পষ্ট নিদর্শনাবলীপূর্ণ অকাট্য দলীল প্রমাণ ছাড়া আর শরীয়ত প্রদত্ত নির্দেশাবলী যা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে আর যেসব হেকমত বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া তাযকিয়ায়ে নফুস-আত্মশুদ্ধি সম্ভবই নয়। আসল উদ্দেশ্য এই-ই ছিল যে 'উম্মতে মুহাম্মদীয়া'কে সৃষ্টি করা ও প্রতিষ্ঠা দেয়া। এটাই ছিল মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেন তা পূর্ণ হয়। আর যে ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর উত্তম আদর্শ অনুধাবন করে এবং তার অনুগমন ও অনুসরণ করে, যে ব্যক্তি আয়াত বাইয়্যেনাত থেকে উপকার ও কল্যাণ গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ শরীয়তের আদেশ ও নিষেধগুলোর ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করে আর এসবের দর্শন ও তত্ত্ব জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায় ও তার উপর আমল করে আর এভাবে সেই ব্যক্তি তাযকিয়ায়ে নফস–আত্মশুদ্ধি-চিত্তের শুদ্ধতা লাভ করে। ওই ব্যক্তি বা জাতি হচ্ছে সে-ই যার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াতের সূচনা হয়েছে "বুযেআ লিন্নাস" দিয়ে আর এতে কুনতুম খায়েরা উম্মাতিন উখরিযাতি লিন্নাসও বলা হয়েছে। বর্ণিত আয়াতের শুরু হয়েছে 'ইন্না আউয়ালা বাইতে বুযেআ'লিন্নাস' দিয়ে আর শেষ বিষয় যা রয়েছে তা 'রাব্বানা ওয়াবআস ফিহিম রাসুলাম মিনহুম'–এ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রাব্বানা ওয়াব আস ফিহিম রাসূলাম মিনহুম–এ যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা বাদ দিয়ে বাকী উদ্দেশ্য সফল হতেই পারে না, যার উল্লেখ এ আয়াতে রয়েছে আর যে সবের প্রতি কিছুটা আলোকপাত আমি পূর্বে করে এসেছি। যদ্দিন নাগাদ ওইসব উদ্দেশ্য সফল না হয় তদ্দিন উম্মতে মুসলেমা 'খায়রে উম্মত' কল্যাণকর ও কল্যাণকামী জাতিতে পরিণত হতে পারে না। কুরআন করীমের 'আল কিতাব' হওয়ার বিষয় এবং কুরআন করীমে বর্ণিত হেকমত প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর দু'টি উদ্ধৃতি আমি এখন বন্ধুদের শুনাতে চাই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ–

"আজ এ বিশ্বজগতে সকল এশী কিতাবসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র 'ফুরকানে মাজীদ'(সত্য মিথ্যার পার্থক্য নিরূপনকারী পবিত্র কুরআন)-ই হল কালামে ইলাহী অর্থাৎ যার ঐশী বাক্য হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত...

এতে রয়েছে সত্যতা প্রতিপন্নকারী বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী দলীল ও প্রত্যুৎপন্ন ক্ষুরধার যুক্তি যা এর সত্যতা সাব্যস্ত করে। এতে বর্ণিত নির্দেশমালা সম্পূর্ণভাবে সত্যের উপর প্রমাণপুষ্ট হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত।.....এতে এ সৌন্দর্য রয়েছে যে..... এটি কোন ধর্ম-বিশ্বাস

"আজ এ বিশ্বজগতে সকল এশী কিতাবসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র 'ফুরকানে মাজীদ'(সত্য মিথ্যার পার্থক্য নিরূপনকারী পবিত্র কুরআন)-ই হল কালামে ইলাহী অর্থাৎ যার ঐশী বাক্য হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত...

জবরদস্তি করে কাউকে মানাতে চায় না বরং যে শিক্ষাই দেয় প্রথমে তার সত্যতার সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখায়, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও স্বার্থ চিহ্নিত করে, অকাট্য দলিল ও প্রমাণ দ্বারা সত্যতাকে সাব্যস্ত করে এবং নীতিগত প্রতিটি বিষয়ের উপর প্রামাণিক দলীলসমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে ইয়াকীনে কামেল ও মারেফাতে তাম–দৃঢ় ও পরিপূর্ণ ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মতত্ত্বের সূক্ষ-জ্ঞান ও ধর্ম-দর্শনের নিগুঢ় রহস্যকে উন্মোচিত করে সম্মানিত মর্যাদায় উন্নীত করে দেখায়। আর যে সমস্ত দূষণ ও অপবিত্রতা, বিপর্যয় ও বৈপরীত্য জনগণের আকীদা ও আমলে অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস ও কর্মে, কথায় ও কাজে পরিলক্ষিত হয়, এই যাবতীয় ভ্রষ্টতা ও বিপথগামীতাকে প্রখর ও সূক্ষ্ম যুক্তির উজ্জ্বল ও আলোকময় দ্যুতি দ্বারা বিদূরীত করে। যাবতীয় শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, যা জানা মানুষকে 'মানবে' পরিণত করতে নেহায়েতই জরুরী। আর প্রতিটি বিশৃংখলাপূর্ণ ভ্রষ্টতাকে প্রবল ও সার্থকভাবে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করে দেয়, যা আজকাল ছড়িয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় কেবলমাত্র সে শিক্ষাই যথাযথ মজবুত ও সুদৃঢ়, প্রভাব বিস্তারী ও পরাক্রমশালী।" [বারাহীনে আহমদীয়া ২য় খন্ড (মোকদ্দমা), রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৯১, ৯২]

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ–

"মা'রেফে দাকীকা অর্থাৎ সূক্ষ্ম তত্ত্ব-জ্ঞান সেটিই, যাকে 'ফুরকান মজীদ'-এ 'হেকমত' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে–

ইউতিল হিকমাতা মাইইয়াশাউ ওয়া মাই ইউতাল হিকমাতা ফাকাদ উতিইয়া খায়রান কাছীর (আল বাকারা ঃ ২৭০)

অর্থাৎ খোদা যাকে চান হেকমত দান করেন। আর যাকে হেকমত প্রদান করা হয়েছে তাকে খায়রে কাছীর প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ হেকমত বা প্রজ্ঞা খায়রে কাছীরের বা অধিকতর ভাল এর স্থলাভিসিক্ত অর্থাৎ শ্রেয়তর' এর উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কেউ হেকমত লাভ করেছে সে খায়রে কাছীরও পেয়ে গিয়েছে। অতএব এই হচ্ছে আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের গূঢ় রহস্য যা অন্য কথায় 'হেকমত' নামে আখ্যায়িত। এটি খায়রে কাছীরের স্থলাভিসিক্ত হওয়ার কারণে শ্রেয়তর যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল পরিবেষ্টনকারী মহাসমুদ্র সদৃশ (বাহরে মুহীত) এক বিশালত্ব নিয়ে বিদ্যমান রয়েছে যা ঐশী নির্দেশনা পালনকারীদের 'কালামে ইলাহী'র অনুসারীদের দেয়া হয়ে থাকে এবং তাদের ধ্যান-ধারণা ও কর্মপ্রচেষ্টায় এমন এক বরকত নিহিত থাকে যা উঁচু মার্গের। চিরন্তন সত্য, সূক্ষ্ম তত্ত্ব-জ্ঞান, (হাকায়েকে হাক্কা) তাদের স্বচ্ছ হৃদয়ের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হতে থাকে আর এভাবে পরিপূর্ণ সত্যতা তাদের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে।"

(বারাহীনে আহমদীয়া চতুর্থ খন্ড, টীকা, পাদটীকা নং ০৩, রূহানী খাযায়েন, পৃষ্ঠা ৫৩৩)

নবরূপে সংস্কার করে বায়তুল্লাহ্ বিনির্মাণের দর্পণে তেইশটি উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করা শেষ হল। এটি বর্ণনা করা এজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যে আল্লাহ্তাআলা একদিন প্রবলভাবে আমার দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ করলেন যে: বর্তমান প্রজন্ম যাকে আহমদীয়াতের তৃতীয় প্রজন্ম বলা যেতে পারে এদের সুষ্ঠু ও সঠিক তরবিয়ত (প্রশিক্ষিত) করা অত্যন্ত

জরুরী। আহমদী, যাদের বয়স ২৫ (পঁচিশ) বছরের মধ্যেই রয়েছে অথবা যাদের আহমদীয়াতে অন্তর্ভুক্তির পর ১৫ (পনরবছর) অতিক্রান্ত হয় নাই, ঐ অংশকে যদি সুষ্ঠু ও সঠিক তরবিয়ত না করা হয় তবে ওই মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে বড় বড় বাধা সৃষ্টি হবে, যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করতে আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে 'জারী ইউল্লাহে ফী হুলালেল আম্বীয়া' রূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং সেই একই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে আল্লাহ্‌তাআলা আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা আমার মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করালেন যে, কোন্ কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত যার বিবরণ বর্ণিত এই আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে; যেগুলোর উপর আমি ধারাবাহিক খুতবা প্রদান করে চলছি। যদি এ মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী সঠিকভাবে বুঝানো ও হৃদয়ঙ্গম করানো যায় আর তা অর্জন করতে প্রচেষ্টা চালানো হয় তাহলে আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে ও অনুকম্পায় আমাদের এ চারাগাছগুলো সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে তরবিয়ত পেয়ে ওই মহান দায়িত্বাবলী পালনে সক্ষম হয়ে উঠবে, যে কর্তব্য ও দায়িত্ব অদূর ভবিষ্যতে তাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হতে যাচ্ছে। আমার মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করা হয়েছে কেননা আগামী ২০ (কুড়ি)-২৫ (পঁচিশ) বছর ইসলামের পুনর্বিজয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সংগ্রামমুখর কাল। ইসলামের বিজয়ে বড় বড় বিশাল উপকরণ সৃষ্টি করা হবে এবং দুনিয়া দ্রুততার সাথে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করবে। সেই সময়ে একই ধারায় তাদের জন্য মুরব্বী ও মোয়াল্লেমের চাহিদা দেখা দেবে, এত অধিক সংখ্যায় মোয়াল্লেম মুরুব্বী জামাত তখন কোথা থেকে যোগাবে যদি আজ সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা না হয়। এজন্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে সে বিষয়টি ভাবো যার উল্লেখ এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ওই উদ্দেশ্যসমূহ ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার পবিত্র কালামের আলোকে যে উত্তম মানের তরবিয়তের প্রয়োজন ঐ মানের তরবিয়ত নিজেদের যুবকদের দাও। কারণ সময় যখন আসবে ওদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় মুরব্বী ও মোয়াল্লেম হিসেবে দ্রুততার সাথে জীবন উৎসর্গকারী যেন মজুদ থাকে, যাতে সমগ্র মানবজাতিকে এক মহান ধর্মে একত্রিত করে দেয়া যায়। ধারাবাহিকভাবে খুতবাগুলো প্রদানকালে আল্লাহ্‌ভক্ত সম্মানিত এক ব্যক্তি আমাকে লিখেছেন যে, আপনার যে খুতবাগুলো প্রদান করা হচ্ছে সেগুলোর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এক ইলহামের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে যা তাযকেরার ৪র্থ সংস্করণ এর ১০৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে ঃ

এর কথাগুলো হল–'যে ব্যক্তি কাবার ভিত্‌কে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-দর্শনের এক পাদপীঠ বলে জানে সে-ই বড় বুদ্ধিমান, কেননা, ঐশী তত্ত্ব-জ্ঞানের অংশ সে লাভ করেছে।'

আমার মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করা হয়েছে কেননা আগামী ২০ (কুড়ি)-২৫ (পঁচিশ) বছর ইসলামের পুনর্বিজয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সংগ্রামমুখর কাল। ইসলামের বিজয়ে বড় বড় বিশাল উপকরণ সৃষ্টি করা হবে এবং দুনিয়া দ্রুততার সাথে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করবে।

অতএব, আমি মনে করি মহান আল্লাহতাআলা যিনি আমার দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ করিয়েছেন, খোদা চাহেন যে জাতির সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও যুবকেরা, জাতির পুরুষেরা ও নারীরাও এ ঐশী প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় বুঝে উঠুক, যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-দর্শনের সাথে পবিত্র কাবাগৃহের ভিত্ বিনির্মাণের সম্পৃক্ততা রয়েছে, যেন তারা আল্লাহ্‌তআলার কাছে উলুল আলবাব–অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলে পরিগণিত হয়। তারা যেন তাঁর আহ্বান, তাঁর প্রদত্ত নির্দেশাবলী ও উক্ত নির্দেশাবলীর গুঢ় রহস্য বুঝতে সক্ষম হয়ে যায় এবং ঐ পবিত্র অনুসারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যাদের উপর আল্লাহ্‌তাআলার সর্বপ্রকার করুণা ও কল্যাণ বর্ষিত হয়।

এখন যে কর্মসূচী বা পরিকল্পনা আমি জামাতের উদ্দেশ্যে রাখব তার প্রকৃত মর্ম ঐসব যুবকদের তরবিয়ত করা–যাদের বয়স তারা আহমদীয়াতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকলে ২৫ বছরের মধ্যে হবে, আর যদি তারা আহমদীয়াতে নব যোগদানকারী হয়ে থাকে তবে আহমদীয়াতে তাদের অন্তর্ভুক্তির সময়সীমা হবে ১৫ (পনর) বছরের মধ্যে। আমাদের তরবিয়ত করতে হবে মূলতঃ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ও যুবকদের। তবে তাদের বড়দের তরবিয়ত করাও জরুরী যাতে যারা এ নব প্রজন্মের তরবিয়ত করতে পারে। অতএব আমার পরবর্তী সম্বোধিতরা হলো জামাতের ওই সব পুরুষ ও জামাতের ওই সব বোনেরা যাদের বয়স এখন ২৫ (পঁচিশ) বছরের উর্ধ্বে। কেননা এই লক্ষ লক্ষ যুবক যাদের বয়স ২৫ বছরের কম বা অন্যভাবে বললে ১৫ বছরের কম বয়সের তাদের তরবিয়ত কেবলমাত্র আমি একা বা আমার কতিপয় সাথীর দ্বারা করা সম্ভব নয়। প্রতিটি গৃহের সহযোগিতা করতে হবে যাতে প্রতিটি গৃহের লালিত-পালিতরা খোদাতাআলার সৈনিকে পরিণত হয় আর তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়। আমাদেরকে প্রতিটি মহল্লা, প্রতিটি ওয়ার্ড, প্রতিটি নগর ও জনপদে পবিত্রতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে ঐ সমাজে সেই প্রজন্মের জন্ম হয় যারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সুনাম, সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের জীবন ও সময়, সম্মান ও সম্পদ ব্যয় করে সর্বতোভাবে জীবন উৎসর্গকারী হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন প্রথমে বড়দের তরবিয়ত করা আবশ্যক যাতে পরবর্তীতে তাদের দ্বারা ছোটদের তরবিয়ত করা যায়। যাদের উপরে অদূর ভবিষ্যতে অনেক বড় বড় দায়িত্ব এসে পড়বে। স্মরণ রেখো, যদি আমরা এতে অবহেলা দেখাই আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি নিপতিত হবে। অন্য এক জাতি সৃষ্টি করা হবে যারা খোদাতাআলার প্রতিশ্রুতি পূরণের ভাগীদার হবে। অতএব, নিজ জীবনের উদ্দেশ্য অনুধাবন কর আর ওইসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পূরা করতে প্রস্তুত হয়ে যাও যা ঐশী ইচ্ছা অনুযায়ী এক পরিকল্পনার অধীনে তোমাদের উপর অর্পন করতে যাচ্ছি। আর এ প্রসঙ্গে ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা তাঁরই দেয়া সামর্থ্য অনুযায়ী পরবর্তী খুতবাগুলোতে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা উপস্থাপন করব। (উৎস ঃ রাবওয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক আলফযল, ২৫ জুন ১৯৬৭ 'খুতবাতে নাসের' থেকে অনুদিত)

অনুবাদ–মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠিপত্র

(মকতুবাতে আহ্‌মদীয়া, ৫ম খন্ড)

সংকলক- হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ)

(১৬শ কিস্তি)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এর নামে

পত্র নং ৮২

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়ে জনাবের অসুস্থতা সম্পর্কে জেনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছি। রাতে আপনার আরোগ্যের জন্য অনেক দোয়া করা হয়েছে। আশা করি আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু নিজ কৃপায় ও অনুগ্রহে সুস্থতা দান করবেন। প্রথমে প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী আব্দুল করীমের চিঠিতে আপনার অসুস্থতা সম্পর্কে জেনে বেশি মর্মাহত হই। গতকাল জনাবের সাক্ষরযুক্ত চিঠি না আসলে জানি না মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবের চিঠির দরুন হৃদয় জুড়ে কত যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা গড়াতো! খোদাতাআলা অতিসত্বর আপনাকে আরোগ্য দিন। সমস্ত দুঃখবেদনা আরাম ও আনন্দে বদলে যাবে। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু উভয়ের মাঝে কল্যাণ, স্বস্তি ও সৌহার্দ স্থিতিশীল করুন এবং আপনাকে সুস্বাস্থ্য, সাচ্ছন্দ্য এবং দীন ও দুনিয়ার সৌভাগ্য মন্ডিত দীর্ঘায়ু দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন। (এ দোয়া কবুল হয়ে যায়-ইরফানী)।

আব্দুল হক্ ও আব্দুর রহমান সৃষ্ট ফেৎনা বিলুপ্ত হবে

মিয়া আব্দুল হক ও মৌলবী আব্দুর রহমানের লেখাগুলো (অর্থাৎ তাদের ইলহাম সম্পর্কীয় প্রচারলিপির কুপ্রভাব-অনুবাদক) সম্বন্ধে আপনি একটুও দুশ্চিন্তা করবেন না। এটা এক পরীক্ষা। খোদাতাআলা স্বয়ং এটাকে উধাও করে দেবেন। লক্ষ্যণীয় যে, আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সত্য নবুওয়াত প্রচার করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র কালাম অবতীর্ণ হচ্ছিল, তখন মুসায়লামা কায্‌যাব ও আসওয়াদ আন্‌সি কত রকম ফেৎনার ঝড় তুলেছিল! এক দিকে কুরআন করীমের এসব সূরা নাযেল হচ্ছিল ঃ 'আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বি-আসহাবিলফীল।' আর এর মোকাবিলায় মুসায়লামা তার এই (মিথ্যা) 'ওহী' শোনায় ঃ 'আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বিল হুবলা আখরাজা মিনহা।' স্পষ্ট যে, এরূপ 'কায্‌যাব'-এর উত্থানে কত কী ফেৎনার উদ্ভব ঘটে থাকবে! যখন সরলমনা লোক একদিকে কুরআনী ওহী শুনতো, আর অন্যদিকে মুসায়লামার শয়তানী আবোল-তাবোল ছন্দ তাদের কানে আসতো, তখন তারা কতো না পরীক্ষার সম্মুখীন হতো! তেমনি ইবনে সাইয়াদ ফেৎনা ঘটিয়েছিল। আর এসব ব্যক্তি সহস্র সহস্র লোকের (আধ্যাত্মিক) মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে খোদাতাআলা সত্যের জ্যোতি প্রকাশ করে দিলেন এবং মু'মিনদের ওপর স্বস্তি ও প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন। অতএব তাঁর হুকুমের জন্য অপেক্ষমান থাকা উচিত এবং ধৈর্যসহকারে পথ পানে চেয়ে থাকা উচিত। "ওয়া হুয়া আলা কুল্লি সায়ইন ক্বাদীর।" যখন আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং একটি উপত্যকাকে ভরে দেয়, এবং সজোরে প্রবাহিত হতে চায়। তখন প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী এর ওপর এক প্রকার ফেনার উৎপত্তি হয়। সে ফেনা বাহ্যত এক প্রকার প্রাধান্য লাভকারী হয়ে থাকে। পানি এর নীচে থাকে এবং এটি নিজে পানির উপরে ভাসমান থাকে। বরং প্রায়শঃ এত বৃদ্ধি পায় যে, পানির উপরটা ছেয়ে ফেলে। কিন্তু অতি শীঘ্র বিলীন হয়ে যায় এবং পানি যে মানুষের পক্ষে লাভজনক হয়ে থাকে, তা অবশিষ্ট থেকে যায়। আব্দুর রহমান নওমুসলিম ছেলেটি এখানেই আছে। আর সম্ভবত জনাবের পক্ষে শারীরিক দুর্বলতা বশত এখনও সফর করা সমীচীন নয়। যদি ইঙ্গিত দান করেন, এ ছেলেটিকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয়া যায়।

বিনীত

গোলাম আহমদ

নোট ঃ নওমুসলিম আব্দুর রহমান সেই বালক, যিনি আজ কয়েকখানা পুস্তকের রচয়িতা শেখ আব্দুর রহমান মাষ্টার, বি. এ। (ইরফানী)

পত্র নং ৮৩

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জানি না, এখন জনাবের শারীরিক অবস্থা কেমন। খোদাতাআলা নিজ কৃপায় ও অনুগ্রহে

যথাশীঘ্র আরোগ্য দান করুন। এ অধমের কাছে জনাব কাদিয়ানের পথে লেখরামের কবিতা দিয়েছিলেন। সেদিকে লক্ষ্য করার বিষয়টি একেবারে ভুলে গিয়েছি। কখনও স্মরণই হয়নি। জনাব দু'এক বার লিখেছেনও। কিন্তু আবার ভুলে যাই। এখন ইনশাআল্লাহ্ লেখার অবশিষ্টাংশ শেষ করে এদিকে মনোযোগ দেব। শারীরিক অসুস্থতা ও রোগের পুনরাবৃত্তি বশত স্মরণ শক্তির অনেক ত্রুটি ঘটেছে। দু'তিন দিন যাবত রোগের পুনরাবৃত্তির দরুন দুর্বলতা বেশি হয়ে গেছে। এতে কোন (পরিশ্রমের) কাজ করা সম্ভব নয়। মুদ্রণালয় থেকে বারবার অবশিষ্ট লেখা পাঠাবার জন্য তাগাদা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু লিখার (উপযোগী) শক্তি নাই।

মির্যা ফযল আহমদের সুপারিশ এবং একটি আয়াতের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ঃ

ফযল আহমদের চিঠি এসেছিল। এতে সে অতি বিনয়ের সাথে অনুরোধ জানিয়ে লিখেছে, 'মৌলবী সাহেবের খিদমতে সুপারিশ করুন, যেন আমার সংসার চলার মত কোন চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। বিশ টাকায় আমার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের খরচ পোষায় না।' অতএব সময়ের চাহিদা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে যদিও জনাবের ভাল জানা থাকবে। তবে কোন ক্ষতির আশঙ্কা ও বৈধ আপত্তি না থাকলে এবং জনাবের পক্ষে তার জীবিকার জন্য এর চেয়ে কোন উত্তম উপায়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে তা করে দিন। এখনও তার আচার-আচরণ যদিও আপত্তিকর, তবুও সম্ভবত ভবিষ্যতে সুধরে যেতে পারে। পুণ্যবান ব্যক্তিদের যারা আল্লাহ্‌র চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে থাকেন তাঁরা কখনও 'ওয়া কানা আবু হুমা সালেহান' (–সেই উভয় বালকের পিতা একজন সৎ-সাধু ব্যক্তি ছিল–অনুবাদক) এ আয়াতে করীমা অনুযায়ী তাঁরা অনুশীলন (আমল) করে থাকেন। এ আয়াতে করীমার মর্মবাণী সম্বন্ধে গভীর দৃষ্টিপাতে জানা যায়, যে দুই বালকের (যত্ন নেয়ার) জন্য হযরত খিযির কষ্ট স্বীকার করলেন তারা প্রকৃতপক্ষে ভাল শিষ্টাচার হবার ছিল না। বরং তারা আল্লাহ্‌র জ্ঞান-পটে সম্ভবত অসদাচরণ ও মন্দ অবস্থার ভাগী ছিল। কাজেই খোদাতাআলা তাঁর 'সাত্তারীয়ত' গুণের সুবাদে তাদের চাল-চালন গোপন রেখে তাদের পিতার সাধুতাকে প্রকাশিত করলেন। আর তাদের অবস্থা যা প্রকৃতপক্ষে ভাল ছিল না খুলে বললেন না এবং এক আপনজনের কারণে দুই অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন।

আশা করি, রওয়ানা হবার আগে এ অধমকে অবশ্যই অবগত করবেন। এ পর্যন্ত (এ চিঠি) লিখার পরে পরেই ফযল আহমদের অতি বিনয়ের সাথে লেখা চিঠি এসেছে ঃ 'মৌলবী সাহেবের খিদমতে আমার বিষয়ে অবশ্যই লিখুন।' জনাবে আলী তাকে ডেকে অবহিত করুন, 'তোমার সম্পর্কে সেখান থেকে সুপারিশ লিখেছেন।' যদি সমীচীন মনে করেন কারও কাছে তার বিষয়ে সুপারিশ করে দিন। সে অত্যন্ত বিমুঢ় অবস্থায় আছে। তার এক স্ত্রী আমার কাছে এখানে রয়েছে এবং আর একজন কাদিয়ানে রয়েছে।

বিনীত

গোলাম আহমদ (উফিয়া আনহু)

লুধিয়ানা, মহল্লা ইকবালগঞ্জ

নোট ঃ এ চিঠিতে তারিখ নেই কিন্তু লুধিয়ানার ঠিকানা থেকে জানা যায়, এটি ১৮৯১ সালের। (ইরফানী)

পত্র নং ৮৪

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন সাহেবের মারফত (আপনার পাঠানো) নগদ তেত্রিশ টাকা পেয়েছি। এটা আপনার পরম আন্তরিক নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিক ভালবাসারই পরিচয় যে, হাতে কোন টাকা-কড়ি না থাকা সত্ত্বেও আপনি ঋণ করে এ টাকা পাঠালেন। আর আমি অন্য উপায়ে জানতে পেরেছি, পূর্বেও আপনি দু'এক বার এমনটিই করে ছিলেন। "জাযাকুমুল্লাহু কামা আমিলতুম" (আপনি যেমনটি করেছেন, আল্লাহ্ যেন আপনাকে এর তেমনই (উত্তম) প্রতিদানে ভূষিত করেন–অনুবাদক)। আপনি লিখেছিলেন সাহচর্যে থেকে সঙ্গদান এবং বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে (আমার সাথে) আপনার ফারুকী'(–উমর ফারুক সুলভ) সম্পর্ক। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে বরং 'সিদ্দীক' (–আবু বকর সিদ্দিক) সুলভ সম্পর্ক রয়েছে। কেননা উদার চিত্ততায়, আর্থিক ত্যাগ স্বীকার এবং সাহচর্য ও সঙ্গদানের জন্যও স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়া–এটা ছিল সিদ্দীক সুলভ উদ্যম। আর আমি যে নিয়্যতে আপনাকে কষ্ট দেই তা খোদাতাআলা জানেন। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

লুধিয়ানা, মহল্লা ইকবালগঞ্জ

নোট ঃ এ চিঠিতে কোন তারিখ লেখা নেই। কিন্তু লুধিয়ানার ঠিকানা থেকে জানা যায়, এটি ১৮৯১ সনের। (ইরফানী)

পত্র নং ৮৫

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমি আপনাকে অবগত করছি, মিঃ জন ওয়েট-এর সুযোগ্য পুত্র সরদার ওয়েট খান, যিনি একজন মার্জিত, সদাচারী (তরবিয়ত প্রাপ্ত) ইংরেজ বংশীয় প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ ও ইংরেজী শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তি এবং মাদ্রাজের অন্তর্গত কার্ণোলে বিচারক পদে নিযুক্ত, তিনি আজ অতি খুশী মনে শ্রদ্ধাভক্তি ও আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে বয়াত করে জামাতভুক্ত হয়েছেন। তিনি একজন উদ্যমশীল সাহসী ব্যক্তি এবং ইসলাম-প্রেমিক। ইংরেজী ভাষায় হাদীস এবং কুরআন করীম মোটামুটিভাবে পড়েছেন। ছুটি কম ছিল বিধায় আজ ফিরে গেছেন। পুনরায় তিন মাসের ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক এখানে অবস্থান করার ইচ্ছা রাখেন। তিনি প্রত্যেক দেশে প্রচারক পাঠানো উচিত বলে পরামর্শ দেন এবং বলেন, 'মাদ্রাজে একজন প্রচারক পাঠানো হোক, তার বেতন আদায়ে আমি সওয়াবের ভাগী হবো।' মোট কথা, তাকে সজীব হৃদয়ের অধিকারী বলে মনে হয়। ঈমান ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় সব শিক্ষা শুনে 'আমান্না' বলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন ও সাদরে গ্রহণ করেন। কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি। তিনি বলেন, 'মুসলমান ও মৌলবী বলে আখ্যায়িত হয়েও যারা আপনার বিরোধী, তারা আপনার বিরোধী নয়, বরং (প্রকৃতপক্ষে) তারা ইসলামের বিরোধী। ইসলামের সত্যতার সুরভি (আপনার দেখানো) এ পথে আসে।' মোট কথা তিনি গবেষক সুলভ চিত্তের অধিকারী এবং আধুনিক

জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী। অধিকতর আনন্দের বিষয় হলো, নামাযে (তিনি) খুবই যত্নবান। বড়ই নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায আদায় করে থাকেন। যাওয়ার বেলায় মসজিদের ইমাম হাফেযকে দু'টাকা দিলেন এবং এ অধমের কাজের লোকদেরকে গোপনীয়ভাবে কিছু টাকা দিতে চাইলেন। কিন্তু আমার ইঙ্গিতে তারা (নিতে) অস্বীকার করলো। (তিনি) কাজী খাজা আলীর মত বরং তার চেয়ে কিছু বেশি দোহাড়া গোছের একজন মজবুত সুঠাম ব্যক্তি। খোদাতাআলা তাকে ইস্তেকামাত (দৃঢ়তা) দান করুন। মাদ্রাজের অন্তর্গত কার্ণোলে তিনি বিচারক (পদে রয়েছেন)। জনাবও তার সাথে পত্রালাপ করুন। তার ঠিকানা সম্বলিত কার্ড পাঠাচ্ছি। তবে কার্ডে 'বিল্লোর' লিখা আছে। সম্ভবত সেখান থেকে (অন্যত্র) বদলি হয়ে থাকতে পারে। ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ১৩ জানুয়ারী ১৮৯২ইং

পুণঃ ওয়াদা করে গেছেন যে তিনি 'ইযালা আওহাম পুস্তকের কোন কোন অংশের ইংরেজী ভাষায় তরজমা করে পাঠাবেন। তা ছেপে প্রকাশ করতে (অনুরোধ করেছেন)। আর দু'কপি ইযালা আউহাম পুস্তক নিয়ে গেছেন। জোর করে দাম পরিশোধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেয়া হয়নি।

পত্র নং ৮৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী সাহেব (সল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

গতকাল নিজ অসুস্থতা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছিলাম। গত রাত প্রায় আঠারো বার প্রস্রাব করতে হয় এবং সারা রাত অস্থিরতা ও অনিদ্রায় কেটেছে। প্রায় চারটার সময় সামান্য কিছু ঘুম হয়েছে। আশা করি, বিশেষ মনোনিবেশে (রোগ নিরাময়ের জন্য) কোন ব্যবস্থাপত্র পাঠাবেন। দুর্বলতা হয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত হৃদপিন্ডের দুর্বলতার উপসর্গের মাঝে এ-ও একটি যে, বহুল পরিমাণে প্রস্রাব হয়। এবং প্রস্রাবের দরুন দুর্বলতা হয়ে যায়। আশা করি মহাকৃপালু খোদা নিজ অনুগ্রহে আরোগ্যদান করবেন। এভাবেই দেখা গেছে, যখন কোন কঠিন রোগ হয় তখন মহাকৃপালু খোদা নিজ পক্ষ থেকে আরোগ্য দান করেন। এভাবেই একবার তীব্র জ্বর ও রক্তসহ দাস্ত জনিত কঠিন রোগ হয়ে যায়। পরিশেষে বাহ্যিকভাবে সম্পূর্ণ নিরাশা দেখা দেয়। আর এক ব্যক্তি যে আমার সাথে একইভাবে অসুস্থ হয়েছিল সে মারা যায়। কিন্তু এ শোচনীয় অবস্থায় আমাকে খোদাতাআলা নিজ পক্ষ থেকে এক অতি বিস্ময়করভাবে আরোগ্য দান করেন। আর এ ইলহাম অবতীর্ণ হয় ঃ "ওয়া ইন কুনতুম ফি রাইবিম মিম্মা নায্‌যালনা আলা আব্দিনা ফা'তূ বিশিফায়িম মিম মিস্ লিহি।" (–আমরা আমাদের এ বান্দার ওপর যা নাযেল করেছি সে সম্পর্কে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরাও অনুরূপ আরোগ্যের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে দেখাও তো দেখি'–অনুবাদক)। তেমনি দ্বিতীয় বার একই রকম অসুস্থতায় মৃত্যুর কাছাকাছি অবস্থা হয়ে গেলে খোদাতাআলার পক্ষ থেকে এ ইলহাম অবতীর্ণ হয় ঃ "আল-ইবরা" (–আরোগ্য দান–অনুবাদক)।

ফযল আহমদ জম্মু থেকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে চিঠি লিখেছে, 'হযরত মৌলবী সাহেব খুবই চেষ্টাপ্রচেষ্টা ও মনোযোগ সহকারে আমার চিকিৎসা করেছেন।' সেই সাথে সে অনুরোধ জানায়, মৌলবী সাহেব যেন 'কটুয়া'য় তার নিযুক্তি করিয়ে দেন। তাকে লিখা হয়েছিল সে যেন দু'চার দিনের জন্য দেখা করে যায়। জানি না, কেন সে আসলো না! আর সাহেবযাদা ইফতেখার আহমদ সাহেবের মা অতি মিনতির সাথে অনুরোধ করেন, ইফতেখার আহমদের বোন (খলীফা আওওয়ালের স্ত্রী–অনুবাদক) যেন কয়েকদিনের জন্য তাঁর (মায়ের) সাথে দেখা করে যান। সেই সাথে সিয়ালকোট থেকে মুখতারও যেন দেখা করে যায়। তারপর তারা যেন একত্রে ফিরে যায়। অতএব খোদ জনাবের যদি সুযোগ হয় তাহলে দীর্ঘদিনের বিরতির পর জনাবের সাক্ষাৎ লাভ অত্যন্ত খুশীর কারণ হবে। তাদের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে এবং আমাদেরও। ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

লুধিয়ানা, ৭ এপ্রিল ১৮৯৩ইং

পত্র নং ৮৭

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী সাহেব

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

শেখ মোহাম্মদ আরবের পত্র এসেছিল। তা আপনার খিদমতে পাঠানো হলো। সমীচীন মনে হয়, কম হোক বা বেশি যে সময়টুকুই পাওয়া যায় সামর্থ্যানুযায়ী আপনি তাকে কিছু সময় দিন। সময় কম হলে, নম্রতার সাথে তার মনোরঞ্জন করে দিন। এ অধম আজ শারীরিকভাবে খুব অসুস্থ বোধ করছে। হাত, পা, জিহ্বা এবং কথাও ভারী হয়ে আসছে। রোগের প্রবল আক্রমণে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি। জনাব আমাকে একবার কিছু পরিমাণ কস্তুরী দিয়েছিলেন। সেটি অতি খাঁটি ছিল এবং সেটিতে আমার খুবই উপকার হয়েছিল। এবার আমি কিছু দিন আগে লাহোর থেকে কস্তুরী আনিয়েছিলাম এবং ব্যবহারও করেছিলাম কিন্তু খুব কম উপকার হয়। বাজারজাত জিনিসে ধোঁকা থাকে। এতে খুঁত থাকে। বিশেষত কস্তুরী। এটা তো ধোঁকা ও খুঁত মুক্ত হয়-ই না। যেহেতু আমার স্বাস্থ্য- শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে। অথচ মাথার ওপর এক কঠিন শ্রমলব্ধ কাজের বোঝা রয়েছে। এ কারণে কষ্ট দিচ্ছি, যেন আপনি এদিকে এক বিশেষ দৃষ্টি দানে আবশ্যকীয়ভাবে কস্তুরী সংগ্রহ করেন। তা যেন বাজারের কস্তুরী না হয়। কেননা বাজারেরটি তো কয়েকবার অভিজ্ঞতায় এসে গেছে। শুষ্ক দুই কি তিন মাশা হলেও যথেষ্ট হবে। তবে উত্তম হতে হবে। আসল কস্তুরী (যা কৃত্রিম নয়) পাওয়া গেলে খুবই ভাল হয়। কিন্তু শীঘ্র চাই। বই ছাপা হচ্ছে। সম্ভবত প্রায় তিন ভাগ ছেপে গেছে। আপনার অধিকতর কুশল কামনা করি। ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ২৪ আগষ্ট ১৮৯২ ইং

পত্র নং ৮৮

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী সাহেব (সল্লামাহুতাআলা)!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

খোদাতাআলার প্রীতির প্রকারভেদ ঃ

কালকের ডাকে জনাবের মহব্বত ভরা পত্রটি পেয়ে তা পড়া মাত্র মানবিক কারণে হৃদয় এক বিস্ময়ে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই সাথে হৃদয় আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। এটি মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহানুভব খোদাতাআলার পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা (মাত্র), ইনশাল্লাহুল ক্বাদীর কোন ভয়ের উপক্রম নয়। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর প্রীতির প্রকারভেদে এটিও (তাঁর) এক প্রকার প্রীতি ও ভালবাসা যে তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর পরীক্ষা অবতীর্ণ করেন।

একটি স্বপ্ন ঃ তিন-চার দিন হলো, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। এর বিবরণ হলো ঃ আমাদের এক বন্ধুকে শত্রু আক্রমণ করে, এবং কিছু ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু মনে হলো, শত্রুও নিপাত হয়েছে। আমি রাত্রে জনাবের জন্য যে পরিমাণ দোয়া করেছি এবং যে সকরুণ অন্তঃকরণে দোয়া করেছি, তা খোদাওন্দ-করীম জানেন। আর এখনও তাঁরই অনুগ্রহে সেটুকুতেই ক্ষেন্ত হইনি। বরং আমি মহানুভব খোদার কাছ থেকে হৃদয় জুড়ানো আনন্দদায়ক কোন কথা শুনতে চাই। খোদাতাআলা যদি চান, কয়েক দিনের মধ্যে অবহিত করবো, এবং ইনশাআল্লাহ্ আপনার জন্য সেই দোয়া করবো যা কখনও কখনও খোদাতাআলার অনুগ্রহে একজন অনুপম বন্ধুর জন্য করা হয়। আমাদের যে মহাপরাক্রমশালী, চিরজীবিত চিরস্থায়ী 'হাঈ ও কাইউম' (খোদা) আমাদের বাদশাহ্ ও হাকিম মওজুদ রয়েছেন, যার আস্তানায় আমরা (সবিনয়ে) পড়ে আছি, যার কৃপা ও অনুগ্রহে, বিস্ময়াতীত কুদরত ও ক্ষমতায় এবং যাঁর সবিশেষ দৃষ্টি ও অনুকম্পায় আমাদের যে ভরসা ও আস্থা রয়েছে তা বর্ণনাতীত। দোয়ারত অবস্থায় আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে এ কথাগুলো (আমার) মুখে জারী হয়, "লাওয়া আলাইহি (আও) লা ওলিয়া আলাইহি" (-তার প্রতি তিনি সদয় হলেন (অথবা) তাঁর মোকাবেলায় কোন বন্ধু নেই-অনুবাদক)। এ ছিল খোদাতাআলার বাণী এবং তাঁরই পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

আজ রাতে স্বপ্নে দেখি যে, কোন ব্যক্তি বলছে, ছেলেরা বলছে, ঈদ আগামী কাল তো নয়, তবে পরশু হবে। জানিনা, 'কাল এবং পরশু' এর ব্যাখ্যা (ও প্রকৃত অর্থ) কী। আমি বুঝতে পারলাম না, এমন উত্তেজনাপূর্ণ আদেশ কোন্ উত্তেজনাবশতঃ দেয়া হয়েছে। এমন 'মুবারক কদম'-আশিসমন্ডিত মর্যাদাবান, সৌভাগ্যশালী ও প্রকৃত হীতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে যে রাজ্য থেকে বের করে দেয়া হয় তা কত না হতভাগ্য এবং জানা নেই ভবিষ্যতে কী ঘটবে (এর ভবিতব্যে কী আছে)। সব অবস্থা আমাকে যথাশীঘ্র সবিস্তারে অবগত করুন। আর এ অধম 'ইনশাল্লাহুল ক্বাদীর' তাঁরই কৃপায় ও অনুগ্রহে দোয়ালব্ধ সুস্পষ্ট ফলাফল অবহিত করবে। মসীহ্ সম্পর্কে ঘটনাবলী শুনে আমার খুবই আফসোস হয়েছে। কটু কথায় নিজ ইহসানকারীর (উপকারকারীর) মন ব্যথিত করার চেয়ে বেশি অযোগ্যতা আর কী হতে পারে! খোদাতাআলা তাদেরকে লজ্জিত করুন। এবং হেদায়ত দান করুন।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ২৬ আগষ্ট ১৮৯২ইং

পত্র নং ৪২

(৬৪ পৃষ্ঠার পর)

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সল্লামাহুতাআলা)!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সব প্রশংসা আল্লাহ্র ও তাঁরই অনুগ্রহ যে, গতকাল আপনার পত্র মারফত মঙ্গলমত ও নিরাপদে আপনার ফিরে আসার সুসংবাদ জানতে পারলাম। বশীর আহমদ (শিশু পুত্র) ক্রমাগত তিন মাস অসুস্থ থাকে। তিনচার বার তার অবস্থা এত নাজুক হয়ে পড়ে যে, মাত্র কয়েক নিঃশ্বাস বাকী আছে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কী বিস্ময়কর কুদরত যে, অতি আশঙ্কাজনক সে সব অবস্থায় উপনীত করার পর আবার এথেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এখনও কিছুটা অসুস্থতা বাকী আছে। কিন্তু লক্ষণাবলী ভয়াবহ নয়। নিঃসন্দেহে এরকম (নাজুক) অবস্থায় অত্যন্ত পরীক্ষার মুহূর্ত হয়ে থাকে এবং এ প্রকার মুহূর্তগুলোতে দোয়াও আশ্চর্য রকম দোয়া হয়ে থাকে। সুতরাং সব প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহ্রই, অনুরূপ সময়ে আপনার কথা স্মরণ হয়। ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ২ জুলাই ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৪৩

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী সাহেব (সল্লামাহুতাআলা)!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আগে একটি চিঠি আপনার খেদমতে পাঠিয়েছি। আবার এখন কষ্ট দেয়ার কারণ হলো, আমার ছেলে বশির আহমদ, যার বয়স প্রায় এক বছর, দৈহিকভাবে শুকিয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। পূর্বে টাইফয়েড ধরনের জ্বরে সে ভুগেছিল। এ থেকে খোদাতাআলা আরোগ্য দান করেছেন। এরপর জ্বর কিছুটা উপষম হলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে শুকিয়ে কঙ্কাল সার হয়ে পড়েছে। শারীরিক শক্তির এতো অবনতি ঘটেছে যে, হাত-পা অকেজো ও নিষ্ক্রিয়বৎ মনে হয়। কোথায় তাকে দেখতে বেশ মোটাসোটা ও স্বাস্থ্যবান বলে মনে হতো। এতে প্রতীয়মান হয়, জ্বরের রেশ ভেতরে অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এখন অনুগ্রহপূর্বক সবদিক চিন্তা করে এমন কোন ব্যবস্থা-পত্র লিখে পাঠান, যাতে খোদাতাআলা যদি চান, তার গায়ে যেন শক্তি হয় এবং দেহ সজীব (রিষ্টপুষ্ট) হয়। এত দুর্বলতা ও দৈহিক শক্তির অবনতি ঘটে গেছে যে শরীর অন্তঃসার শুন্য ও জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েছে। এ-ও প্রকাশ করা সমীচীন বলে মনে করি, তার দাঁত বেরুচ্ছিল। চারটি দাঁত বের হবার পর সে মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত হয়, এখন চরম দুর্বলতা ও শীর্ণতার দরুন দাঁত বেরুনো বন্ধ হয়ে গেছে। এই তার অবস্থা, যা আমি তুলে ধরেছি। অনুগ্রহপূর্বক খুব শীঘ্র উত্তরদানে সুখী করবেন। ওয়াসসালাম

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ১৯ জুলাই ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৪৪

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা হযরত মৌলবী সাহেব (সল্লামাহুতাআলা)!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়েছি। বশির আহমদ এখন আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে সম্পূর্ণ সুস্থ। কেবল তার গুরুতর অসুস্থ থাকা অবস্থায় আমি আপনাকে আসার কষ্ট দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন খোদাতাআলা নিজ ফযল ও করমে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই আর কষ্ট করবেন না। ইনশাআল্লাহতাআলা অন্য কোন সময় সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। আর হেকীম ফযল দীন সাহেবকে তাগিদের সাথে লিখুন, এখন তিনি যেন অনতিবিলম্বে লুধিয়ানা চলে যান। কেননা এখন আর বেশি দেরী করা ভাল নয়। ফযল আহমদ তার আত্মীয়দেরকে পৌঁছাবার জন্যে যে টাকা জনাবকে দিয়েছিল, এখন যেহেতু সেখানে তার আত্মীয়দের এমন অবস্থা (দাঁড়িয়েছে) যা বলে প্রকাশ করা যাবে না। এ লোকদের বিস্তারিত অবস্থা ইনশাআল্লাহ্‌ অন্য কোন সুযোগে আপনার খিদমতে লিখে জানাব। তারা কেবল আমার প্রতিই শত্রুতা পোষণ করে না, বরং তারা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্‌ ও রসূলের বিদ্রোহী। কাজেই টাকা পৌঁছানোর জন্য আপনার বা আমার মধ্যস্থতাকারী হওয়া কখনও সমীচীন নয়। বরং কোন সময় ফযল আহমদ দেখা করলে তার টাকা তার কাছে সোপর্দ করুন, যেন সে তার ইচ্ছামত নিজস্বভাবে পৌঁছায়। মোট কথা, আপনি এ টাকা নিজ মারফতে কখনও পৌঁছাবেন না। কোন সময় তার সাথে দেখা হলে সে টাকা তাকে গছিয়ে দিন এবং ওজর (অপারগতা) স্পষ্ট করে জানিয়ে দিন। অধিকতর কুশল কামনায়। ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান,জিলা গুরুদাসপুর ১৮ আগষ্ট, ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৪৫

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বাবু মুহাম্মদ বখশের নামে লেখা জনাবের একখানা চিঠি হুবহু তিনি আমার কাছে পাঠিয়েছেন। কাজেই আপনার খিদমতে প্রকাশ করতে চাই, এ অধমের সাহায্যের জন্য খোদাতাআলা আপনাকে ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের যে উদ্দীপনা দান করেছেন তা এমন এক বিষয় যে, এর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা সম্ভব নয়। "আলহামদু লিল্লাহি-ল্লাযী আ'তানি মুখলেসান কামিস্‌লিকুম মুহিব্বান কামিস্‌লিকুম নাসেরান ফি সাবীলিল্লাহি কামিসলিকুম ওয়া হাযিহী কুল্লুহু ফয্‌লুল্লাহি" (-সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাকে আপনার মত একজন নিষ্ঠাপরায়ন, আপনার মত একজন প্রেমিক এবং আল্লাহ্‌র পথে আপনার ন্যায় একজন সাহায্যকারী দান করেছেন। আর এসব কিছুই আল্লাহ্‌র ফযল (অনুগ্রহ) বটে-অনুবাদক)।

বাবু মুহাম্মদ বখ্‌শ সম্পর্কে আপনি যা কিছু শুনেছেন, তা কিন্তু ভুল সংবাদ (যা) কেউ আপনাকে দিয়েছে। বাবু মুহাম্মদ বখ্‌শও একজন নিষ্ঠপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি এ অধমের সাথে অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবসার সম্পর্ক রাখেন। এবং তিনি একজন অতি ভাল মানুষ। তাঁর পক্ষ থেকে আমি সর্বদা আর্থিক সাহায্য পেয়েছি। আপনি আমাকে এ সম্পর্কেও লিখবেন, লুধিয়ানার ব্যাপারটিতে কোন্‌ দুরদর্শিতামূলক কারণে (বা কী পরিপ্রেক্ষিতে) বিলম্ব করা হয়েছে। আমার মতে এ ব্যাপারটি শীঘ্র পাকাপোক্ত করা হলে বেশি ভাল হতো। অধিকতর কল্যাণ কামনায়। ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৪৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ও প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমার শিশুপুত্র বশির আহমদ তেইশ দিন অসুস্থ থাকার পর আজ মহামান্বিত প্রভু প্রতিপালক আল্লাহ্‌তাআলার 'কাযা ও কদর' (নিয়তি) অনুযায়ী ইন্তেকাল করেছে। "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।" এই ঘটনায় বিরুদ্ধবাদীরা যে কত সমালোচনা-মুখর হবে এবং সমর্থক ও মান্যকারীদের মনেও সন্দেহ-সংশয়ের উদ্রেক হবে তা কল্পনাতীত। "ওয়া ইন্না রাযূনা বিরিযায়িহী ওয়া সাবিরূনা আলা ইবলাইহি ইয়ারযা আন্না হুয়া মাওলানা ফিদ্‌দুনিয়া ওয়াল্‌ আখিরাহ্‌ ওয়া হুয়া আরহামুর রাহেমীন" (-আমরা তাঁর সন্তোষে সন্তুষ্ট এবং তাঁর দেয়া পরীক্ষায় ধৈর্য ধরে আছি ও থাকবো। ইহকাল ও পরকালে যিনি আমাদের বন্ধু ও অভিভাবক। তিনি আমাদের প্রতি রাজী হোন'-অনুবাদক)

বিনীত

(গোলাম আহমদ)

৪ নভেম্বর ১৮৮৮ইং

নোট ঃ এ পত্রটি হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর ঐশী নিয়তির প্রতি সন্তুষ্ট থাকার পরম অভিব্যক্তি। এ কঠিন পরীক্ষায় তাঁর দুশ্চিন্তা কেবল এটাই যে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের বিরোধিতায় খোদাতাআলার থেকে দূরে ছিটকে পড়বে এবং কিছু মান্যকারীর মনে সন্দেহ-সংশয় দানা বাঁধবে। কিন্তু তিনি (নিজে) সর্বাবস্থায় খোদাতাআলার সন্তুষ্টির অভিলাষী এবং খোদাতাআলার এ কাজটিকেও পরম দয়ারই ফলশ্রুতি বলে মনে করেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণে সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত। এরপর হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ:) বশিরের মৃত্যু সম্পর্কে এক সুবিস্তৃত চিঠি লিখেছিলেন। সেটির বিষয়বস্তু সে একই বিষয়বস্তু ছিল যা 'হক্কানী তাকরীর' ইস্তেহারে প্রকাশিত হয়েছে বিধায় সে চিঠি আর উপস্থাপন করা হলো না। (ইরফানী)*(চলবে)*

অনুবাদঃ-মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

[সিংগাপুরে উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পরিবারদের সাথে সাক্ষাতকার]

সিংগাপুর সফর

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)

২য় খন্ড

৭ এপ্রিল ২০০৬

সকাল সোয়া ছয়টায় হুযূর আনোয়ার (আইঃ) 'বায়তে ত্বাহাতে' গিয়ে ফযরের নামায পড়ান। এরপর হুযূর নিজের অবস্থানে স্থলে চলে আসেন। সকালে হুযূর আনোয়ার ডাক দেখেন এবং বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত থাকেন।

আজ পবিত্র জুমুআর দিন। হুযূর আনোয়ার (আইঃ)-এর ইমামতীতে জুমুআ আদায়ের জন্য ইন্দোনেশিয়া ও মালোয়েশিয়া থেকে এক বড় সংখ্যায় আহমদী বন্ধুরা আসেন। ইন্দোনেশিয়া থেকে আগত বন্ধুদের সংখ্যা সাতশ'র বেশি ছিল। মালেয়েশিয়া এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড এবং পাপুয়া নিউগিনি থেকে প্রায় পোনে তিন শ' বন্ধু সিংগাপুর পৌঁছান। বায়তে ত্বাহার প্রাঙ্গন ও খোলা ঘেরার মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক মারকী লাগিয়ে জুমুআর নামায পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। মসজিদও পূর্ণ ছিল।

হুযূর আনোয়ার (আইঃ) কর্মসূচী অনুসারে দেড়টায় বায়তে ত্বাহাতে আসেন। খুতবা জুমুআ দেন। (এ খুতবার বিস্তারিত দৈনিক আল ফযল ১২ মার্চ ২০০৬তে প্রকাশ হয়েছে)

হুযূর আনোয়ারের এ খুতবা আড়াইটা পর্যন্ত জারী থাকে। খুতবার পরে হুযূর নামাযে জুমুআ ও আসর জমা করে পড়ান। নামাযের পর হুযূর আনোয়ার তাঁর আবাসস্থলে ফেরত যান।

আজকের দিনটা সিংগাপুরের ইতিহাসে এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ দিন। সিংগাপুরের ভূখন্ডে প্রথমবার কোন খলীফাতুল মসীহ এর খুতবা MTA থেকে প্রচারিত হয়। সিংগাপুরের এই দেশে যেখানে জামাতের আওয়াজকে দমিয়ে রাখার জন্য বিরোধীরা তাদের সব শক্তি লাগায়। আর জামাতকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এখানের প্রথম মুরব্বী গোলাম হোসেন আইয়াজ সাহেব মরহুমকে বিরোধীরা তাদের নিজেদের মসজিদ সুলতানে মেরে মেরে বেহুশ করে দেয়। আর মসজিদের উঁচু জানালা দিয়ে তাকে নিচে রাস্তার ওপর ফেলে দেয়। যার ফলে তিনি ভয়ংকরভাবে আহত হন এবং আধ ঘন্টা বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকেন। কোন আহমদী পুলিশকে খবর দিলে তাঁকে বেহুঁস অবস্থায় ওখান থেকে উঠিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আরো একবার বিরোধীরা তাঁকে চলন্ত বাস থেকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দেয়। যাতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। প্রাথমিক সময়ের আহমদীদের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বিরোধীরা তাদের এ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়। আর জামাতের চারাগাছ ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। আজ আল্লাহ্তাআলার ফযলে এখানে শক্তিশালী ও কর্মঠ জামাত প্রতিষ্ঠিত। আর জামাতের দুতলা সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করার তৌফিক হয়েছে।

সিংগাপুরের এ ভূখন্ড যেখান থেকে আহমদীয়াতকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করা হয়। আজ সেই ভূখন্ড থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর আওয়াজ আর সু-সংবাদ দুনিয়ার কোনায় কোনায় পৌঁছে যাচ্ছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর সিংগাপুরের এ সফর অনেক নিদর্শন নিয়ে এসেছে। আর পদে পদে আল্লাহ্তাআলার সমর্থন ও সাহায্যের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

মিশন হাউজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ঃ

কর্মসূচী অনুসারে পাঁচটা পঁচিশ মিনিটে হুযূর আনোয়ার হোটেল থেকে মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সাড়ে পাঁচটায় বায়তে ত্বাহার সংলগ্ন স্থানে সিংগাপুর জামাতের মিশন হাউজের ভিত্তি প্রস্তর রাখেন। হুযূর আনোয়ার (আইঃ) দোয়ার সাথে প্রথমে বুনিয়াদী ইট রাখেন। এরপর ক্রমানুসারে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের এক একটা ইট রাখার সৌভাগ্য হয়।

(১) প্রেসিডেন্ট জামাতে আহমদীয়া, সিংগাপুর (২) সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্, সিংগাপুর (৩) সদর মজলিস লাজনা ইমাইল্লাহ্, সিংগাপুর (৪) এডিশনাল উকিলুত তবশীর লন্ডন (৫) হুসেন বসরী সাহেব, মুরব্বী ইনচার্জ সিংগাপুর।

আযানের পর ওয়াকফে নও বাচ্চাদের প্রতিনিধিত্বে আজিজা নাজিরা কমরুদ্দিন ও আজিজম মবরুর আহমদ জাবেরের ইট রাখার সৌভাগ্য হয়। পরে হুযূর আনোয়ার (আইঃ) দোয়া করান।

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা সিংগাপুরের সাথে মিটিং ঃ

ভিত্তি প্রস্তর রাখার পরে পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে বায়তে ত্বাহাতে ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা, সিংগাপুর ও ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা মালেয়েশিয়া, ফিলিপাইন, পাপুয়া নিউগিনি, থাইল্যান্ড আর কম্বোডিয়া থেকে আগত কর্মকর্তাদের সাথে হুযূর আনোয়ার (আইঃ)-এর মিটিং শুরু হয়।

হুযূর আনোয়ার দোয়া করান, আর সর্বপ্রথমে ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা সিংগাপুরের সাথে মিটিংয়ের সূত্রপাত হয়, হুযূর আনোয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব কর্মকর্তার পরিচয় নেন এবং তাদের কাজের রিপোর্ট

নেন। হুযূর আনোয়ার সিংগাপুরের সদর সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, এখানের সদস্য সংখ্যা কত। আর এখানে কি একটাই জামাত? আহমদী বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ কিভাবে করা হয়। যোগযোগের জন্য কিভাবে ভাগ করা হয়েছে।

হুযূর আনোয়ার নির্দেশ দেন যে মজলিসে আমেলা জরিপ করবেন কেমনভাবে সমগ্র শহরকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, আহমদীদের আবাদী হিসেবে হালকা ভাগ করা যায়। আর হালকাতে স্থানীয় সদর এবং তার আমেলা তৈরী করা যেতে পারে। হুযূর আনোয়ার নির্দেশ দেন যে, মজলিসে আমেলা রিপোর্ট পাঠাবেন। সেক্রেটারী মালের কাছ থেকে হুযূর আনোয়ার জামাতের বাজেট, চাঁদা আম এবং ওসীয়্যতের বিষয় বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি বলেন, চাঁদা দাতাদের সংখ্যা এবং জামাতের বন্ধুদের ব্যক্তিগত চাঁদা দেয়ার মাপকাঠি আরও বাড়তে পারে, যেখানে চাঁদা দেয়ার মাপকাঠি উঁচু সেখানে চাঁদা দাতার সংখ্যা বাড়ান। এদিক খুব দুর্বল। জামাতের সদস্যদের মধ্যে এরূপ রূহ সৃষ্টি করুন যেন তারা খোদাতাআলার পথে নির্ধারিত পরিমাণে কুরবানী করতে অনুপ্রাণিত হয়। তারা নির্ধারিত হারে চাঁদা দিতে অসমর্থ হলে নিয়মমাফিক অনুমতি নেবেন। যারা চাঁদা দিতে না পারে তারাও নিয়মানুসারে অনুমতি নেবেন। আর এ সমস্ত বিষয় আপনাদের রেকর্ডে থাকতে হবে।

সেক্রেটারী উমুরে খারেজার নিকট হুযূর আনোয়ার জানতে চান, এখানের পার্লামেন্টের কতজন সদস্য। হুযূর আনোয়ার বলেন আপনাদের যেমন সরকার পক্ষের সংসদ সদস্যদের সাথে ভাল সম্পর্ক আছে। সেভাবে বিরোধী সাংসদদের সাথে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক থাকতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের সকলের সাথে ভাল সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আর আহমদীয়াতের পয়গাম পৌঁছাতে হবে।

হুযূর আনোয়ার বলেন, আমাদের জামাত কোন রাজনৈতিক সংগঠন নয়। এজন্য সকলের সাথে ভাল সম্পর্ক থাকা উচিত। তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করুন এবং তাদের তবলীগ করুন। আল্লাহ্‌তাআলা ভাল জানেন এসব লোকদের মধ্যে কারা সত্যের ওপর আছেন। আর কারা আপনাদের সাথে মিলিত হবেন। এজন্য প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগ রাখুন।

হুযূর আনোয়ার আরও বলেন, এমনভাবে সকলের সাথে থাকুন যেন সকলের সাথে যোগাযোগ ও সম্বন্ধ থাকে, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের সকলের কাছে সু-সংবাদ পৌঁছাতে হবে।

হুযূর আকদাস এ বছর তবলীগ কার্যক্রমের কর্মসূচী সম্পর্কে তবলীগ সেক্রেটারী সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জানতে চান এ সম্পর্কে পরিকল্পনা করা হয়েছে কিনা। তিনি বলেন, আপনি আপনার ব্যক্তিগত জনসংযোগ ও সম্পর্ক বাড়িয়ে দিন। আহমদী বন্ধুদের সংগঠিত করুন। তারা লোকজনের সাথে সাক্ষাত করবেন আর তাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবেন। এভাবে আস্তে আস্তে সংবাদ পৌঁছানোর পরিবেশ সৃষ্টি হবে। তিনি আরো বলেন, খোদাই কেবলমাত্র জানেন কে আহমদীয়াতে দাখিল হবে। এজন্য প্রত্যেকের সাথে জনসংযোগ করুন এবং ব্যক্তিগত পরিচিতি সৃষ্টি করুন। মজলিসে আমেলার সদস্যরা একসাথে বসে চিন্তা করুন। এ পরিস্থিতিতে কিভাবে আল্লাহ্‌র আহ্বানের কাজ করা যায়।

হুযূর আনোয়ার বলেন, নিজেদের প্রতিবেশীদের সাথে মেলামেশা করুন। তারা যেন জানতে পারে আপনি আহমদী। তখন তারা জানতে পারবে আহমদী ও আন্যদের মধ্যে পার্থক্য কি। এভাবে তাদের সাথে কথা বলুন এবং সম্পর্ক বাড়ান।

ইশায়াত দপ্তর সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার উপদেশ দেন এবং বলেন, জামাতের বই পুস্তক বিভিন্ন বইয়ের দোকানে রাখুন। এ সম্পর্কে আগেও বলা হয়েছে। এতে বাধা কি? হুযূর আনোয়ার কে জানানো হয় যে, বইয়ের দাম বেশি এ সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার বলেন, আমার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দাম কমিয়ে দিন। হুযূর (আইঃ) বলেন, আমি অনুমতি দিয়ে দিয়েছি। দাম কমিয়ে দিন। এখন এর উপর কাজ হওয়া উচিত। আর জামাতের বই মানুষের কাছে পৌঁছানো উচিত। সেক্রেটারী জায়েদাদকে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আপনার কাছে কেবল মাত্র মসজিদই একমাত্র সম্পত্তি। মিশন হাউস তৈরী করে নিন। হুযূর আনোয়ার সেক্রেটারী যিয়াফতকে তার দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাস করেন।

সেক্রেটারী তালিমকে হুযূর আনোয়ার বলেন, আপনার দায়িত্ব হল ধর্মীয় এবং পার্থিব উভয় শিক্ষা দেয়া। হুযূর তার কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে ইউনিভার্সিটি, কলেজ ও স্কুলে কত আহমদী ছাত্র/ছাত্রী পড়াশুনা করছে তার বিবরণ নেন। তিনি (আইঃ) বলেন, আহমদী ছাত্র/ছাত্রীদের কমপক্ষে বার ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করতে হবে।

হুযূর আনোয়ার বলেন, আপনারা জামাতের তালিকা প্রস্তুত করুন। আপনাদের জামাত আদর্শ হতে পারে। আপনাদের দেশ ছোট, সকলের সাথে যোগাযোগ করা সহজ। আপনাদের কাছে সরঞ্জাম আছে। আপনারা পরিশ্রম করলে অন্য জামাতের জন্য আদর্শ হতে পারেন।

এডিশনাল সেক্রেটারী মালের কাছে হুযূর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কাছে অতিরিক্ত কি দায়িত্ব আছে। উত্তরে তিনি বলেন কম্পিউটারে জামাতের সকল হিসাব নিকাস রাখছি। ওসীয়্যত সেক্রেটারী সাহেবকে হুযূর আনোয়ার নির্দেশ দেন ও বলেন ২০০৮ সালের মধ্যে চাঁদাদাতা সদস্যদের পঞ্চাশ শতাংশ ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চেষ্টা করুন। বেশি বেশি মুসী বানান।

সেক্রেটারী তরবিয়ত সাহেবকে হুযূর আনোয়ার বলেন, যে সব বন্ধুরা বয়াত করেন তাদের তরবিয়তের জন্যে তো কর্মসূচী আছে। কিন্তু যারা বয়াত করছে না কিম্বা আপনাদের সাথে যোগাযোগ নেই তাদের তরবিয়তের জন্য কি পরিকল্পনা আছে'?

হুযূর আনোয়ার বলেন,তাদের তরবিয়তের জন্যেও কর্মসূচী তৈরী করুন। এসব লোকদের বাপ/দাদারা আহমদী ছিলেন। কিন্তু তাদের বংশধরদের সাথে যোগাযোগ নাই। তাদের সাথে যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখুন।

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা, মালেয়েশিয়ার সাথে মিটিং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা সিংগাপুরের মিটিং এর পরে হুযূর আনোয়ার (আইঃ)-এর সাথে ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা মালেয়েশিয়ার মিটিং শুরু হয়।

হুযূর আনোয়ার (আইঃ) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত দপ্তরের জরিপ করেন এবং নির্দেশ দেন। মালেয়েশিয়া জামাতের ন্যাশনাল সদর সাহেব, আমেলার সকল সদস্যের পরিচয় করান। হুযূর আনোয়ার জামাতের তাজনীদ, জামাতের সংখ্যা এবং তাদের পরস্পর দূরত্ব সম্পর্কে শোনেন। হুযূর (আইঃ) ওখানের জামাতের অবস্থার বিস্তারিত জরিপ করেন এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেন।

হুযূর আনোয়ার মালেয়েশিয়া জামাতের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সাহেবকে হিউম্যানিটিফাষ্টের রেজিষ্ট্রেশন করানোর বিষয়ে উপদেশ দেন। এ সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার কথা বলেন। তিনি আশা করেন হিউম্যানিটি ফাষ্টের মধ্যমে কাজ হতে পারে।

হুযূর আনোয়ার মসজিদ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। আর মুরব্বী ও মোয়াল্লেমীন সাহেবদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যে তারা কতজন এবং কোন স্থানে কাজ করেন। আর তাদের অধীন কতগুলো জামাত আছে। এক স্থান সম্পর্কে জানানো হয় যে সেখানে ১০জন আহমদী আছেন, কিন্তু কোন জামাত প্রতিষ্ঠা হয়নি। হুযূর আনোয়ার বলেন, এখানে জামাত কায়েম করুন। যেখানে তিনজন আহমদী আছেন সেখানে জামাত প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কোন কারণে জামাত তৈরী করার অসুবিধা থাকলে সে সব লোকদের নিকটবর্তী জামাতের সাথে একত্রিত করে দিন।

হুযূর আনোয়ার জেনারেল সেক্রেটারী সাহেবকে হেদায়াত দেন যে, সব জামাত থেকে নিয়মিতভাবে মাসিক রিপোর্ট নেবেন। আপনার কাছে ফ্যাক্স ও ই-মেইলের সুবিধা আছে। আপনি সব জামাত থেকে রিপোর্ট নিতে পারেন। যদি জামাতগুলো থেকে রিপোর্ট না নেন তাহলে ঐ সব জামাতের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সম্পর্কে কিভাবে জানবেন। মুরব্বী ইনচার্জকে সম্পৃক্ত করুন। আর স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যেন তারা রিপোর্ট নিয়মিত পাঠান। হুযূর (আইঃ) সেক্রেটারী তবলীগকে নির্দেশ দেন যে, স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে এককভাবে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করুন এবং সম্পর্ক গড়ে তুলুন। আর নিজের এলাকায় তবলীগ করুন।

হুযূর (আইঃ) সেক্রেটারী যিরায়াত (কৃষিকার্য) এর কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট চান। সেক্রেটারী মালের কাছ থেকে হুযূর আনোয়ার জামাতের বাজেট, চাঁদা দাতাদের সংখ্যা, চাঁদার মাপকাঠি সম্পর্কে জানেন এবং হেদায়াত দেন যে নিজেদের চাঁদার পরিমাণ বাড়ান এবং চাঁদা দাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। আর বাজেট পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সহকারে তৈরী করুন।

ওসীয়্যত দপ্তর সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে হুযূর আনোয়ার ওসীয়্যতকারীর সংখ্যা বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আর বলেন, বর্তমানে ওসীয়্যতকারীরর সংখ্যা যত আছে তার থেকে কমপক্ষে ১৫০জন বাড়ান। তিনি (আইঃ) সেক্রেটারী তালীমকে জিজ্ঞাস করেন। বর্তমানে কত ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। তিনি বলেন যেসব গরীব ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে যায় এবং তাদের সাহায্য করা হয়। তাদের পরিসংখ্যান থাকা উচিত।

সিংগাপুরের সাথে মালেয়েশিয়াকে একটি সেতুর দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। সেতুটির দৈর্ঘ এক কিলোমিটার। হুযূর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, সেখান থেকে মালেয়েশিয়ার সব থেকে নিকটবর্তী জামাতের দূরত্ব কত এবং এখানের আহমদীর সংখ্যা কত। জামাতের সদর সাহেব বলেন সেতুর এক কিলোমিটার দূরে ঐ জামাত অবস্থিত। এখানে সাতটি পরিবার বাস করে।

সকল জামাতের কর্মকর্তাদের সাথে মিটিং

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলার সাথে মিটিং করার পর হুযূর আনোয়ার ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, পাপুয়া নিউগিনি এবং থাইল্যান্ড থেকে আগত জামাতের কর্মকর্তাদের ঐ সব দেশের জামাতের রিপোর্ট দিতে বলেন। আর বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেন এবং সাথে সাথে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

ফিলিপাইনের জামাতের সদর এবং মুরব্বী সিলসিলা সবত আহমদ হোসেন সাহেবকে হুযূর আনোয়ার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বই নিয়মিত পড়ার জন্য উপদেশ দেন। হুযূর বলেন উর্দু ভাষা ভুললে হবে না। আপনি দৈনিক আল ফযল পান তা পড়ুন। তাহলে উর্দু ভুলবেন না। হুযূর (আইঃ) ফিলিপাইনে তবলীগ ও তরবিয়তী কার্যক্রম সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেন এবং বলেন সিংগাপুর ও মালেয়েশিয়ার আমেলাকে উপদেশ দিয়েছি। অনুরূপভাবে আপনারা কর্মসূচী তৈরী করুন এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ করুন।

কম্বোডিয়ার মুরব্বী ইনচার্জের কাছে সেখানে বিগত কয়েক বছরের বয়াত এবং তাদের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন যাদের সাথে যোগাযোগ নেই তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করুন। তাদেরকে ব্যবস্থাপনার অংশ বানান। ফিরে গিয়ে আপনাদের সকলের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও জামাতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কম্বোডিয় থেকে চারজন মোবাল্লেগীন এসেছিলেন। তারা প্রত্যেকের সাথে পরিচিত হন।

ফিলিপাইনের জামাতের সদর ও মুরব্বী ইনচার্জ খায়রুদ্দিন বারুজ সাহেবের কাছে হুযূর আনোয়ার ওখানের জামাতের সংখ্যা ও

তাজনীদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আর নও-মোবাইনদের সম্পর্কে উপদেশ দেন। থাইল্যান্ডের জামাতের সদর উং করনিয়া সাহেবের কাছে হুযূর আনোয়ার সেদেশের কোন কোন এলাকায় জামাত আছে তা জানতে চান। সদর সাহেব বলেন, বর্তমানে সেখানের তিনটি এলাকায় জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে। আর সকলের সাথে যোগাযোগ আছে।

সবশেষে হুযূর আনোয়ার ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, পাপুয়া নিউগিনি ও থাইল্যান্ড থেকে আগত কর্মকর্তাদের সম্বোধন করে বলেন, আমি সিংগাপুর ও মালেয়েশিয়ার মজলিসে আমেলাকে যে সব নির্দেশনা দিয়েছি তা আপনারা শুনেছেন। আপনারা নিজেদের দেশে গিয়ে সে অনুসারে কর্মসূচী তৈরী করেন। আর কাজ করেন।

বিভিন্ন দেশের মজলিসে আমেলা এবং জামাতের কর্মকর্তাদের সাথে এ মিটিং সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এর পর ঐ সব দেশের মজলিসে আমেলার প্রত্যেকে হুযূর আনোয়ারের সাথে ছবি ওঠানোর সৌভাগ্য পান। এ সুযোগে মালেয়েশিয়ার ও সিংগাপুরের খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেবদ্বয় এক সাথে হুযূর আনোয়ারের সাথে ছবি তোলার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

সিংগাপুরের আনসারুল্লাহ এর মজলিসে আমেলার সাথে মিটিং ঃ

কর্মসূচী অনুসারে এরপরে সাড়ে সাতটার সময় ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা আনসারুল্লার সাথে হুযূর আনোয়ারের মিটিং শুরু হয়। হুযূর আনোয়ার দোয়া করান। তিনি সকল কায়েদীনদের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে তাদের কাজের জরিপ করেন এবং নির্দেশনা দেন।

হুযূর সদর আনসারের সাথে আনসারদের তাজনীদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আর নায়েব সদর সফে দোওমকে বিস্তারিত ভাবে বোঝান যে কত বয়স পর্যন্ত আনসারগণ সফে দোওমে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। আর নায়েব সদর সফে দোওম কত বয়স পর্যন্ত নির্বাচিত হবেন। হুযূর আনোয়ার বলেন যে ৫৫ বছর বয়সের পরে আনসারগণ সফে আওয়াল হয়ে যান। হুযূর আনোয়ার নায়েব সদর সফে দোওমকে নির্দেশনা দেন এবং বলেন, সফে দোওম আনসারদের কর্মসূচী তৈরী করুন। পদব্রজে ভ্রমণ করা উচিত, সাইকেলিংও হবে, তাদের জন্য খেলাধুলা কর্মসূচী থাকবে। কায়েদ মালের সাথে হুযূর আনোয়ার আনসারদের বাজেট এবং চাঁদার স্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আনসারদের চাঁদার মরকযের অংশ ঠিকমত মরকযে আদায় হচ্ছে কিনা তাও অনুসন্ধান করুন।

কায়েদ সেহেতে জিসমানীর সাথে হুযূর আনোয়ার আনসারদের খেলাধুলার কর্মসূচী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং বলেন আনসারদের জন্য খেলাধুলা হওয়া উচিত।

কায়েদ তবলীগকে হুযূর আনোয়ার হেদায়াত দেন যে ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা সিংগাপুরের মিটিংয়ে সেক্রেটারী তবলীগকে বিশেষ অবস্থা ও আইন অনুসারে তবলীগ করা সম্পর্কে যে হেদায়াত দেয়া হয়েছে সে অনুসারে আপনিও কাজ করুন। আর নিজের তবলীগী পরিকল্পনা তৈরী করুন। কায়েদ তালীম ও তরবিয়তকে হুযূর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, আনসারুল্লাহ্ নিজেদের তরবিয়তের জন্য এবং তাদের বাচ্চাদের তরবিয়তের জন্য কি প্রোগাম তৈরী করেছেন। হুযূর আনোয়ার বলেন, "আপনার দায়িত্ব হল–আনসারদের মনোযোগ আকর্ষণ করা তারা যেন তাদের বাচ্চাদের তরবিয়ত করে, তাদের বাচ্চারা যেন নামাযী হয়। কুরআন করীম তেলাওয়াত করে। আর সময় নষ্ট না করে।

তালীম দপ্তর সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদের বইয়ের কি পরীক্ষা নেন? হুযূর হেদায়েত দেন যে হযরত সমীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বই থেকে কোন অংশ নির্বাচন করুন। আর তার ওপর নিয়মিতভাবে সব আনসারদের পরীক্ষা নিন।

কায়েদ উমুমীর কাছ থেকে হুযূর আনোয়ার তার দপ্তরের কার্য সম্পর্কে খোজ নেন। আর হেদায়েত দেন যে নিয়মিত মাসিক রিপোর্ট পাঠান, কায়েদ ইশায়াত (প্রকশনা) সাহেবকে হুযূর (আইঃ) জিজ্ঞাসা করেন আনসারুল্লাহ্র কোন পত্রিকা বা বোলেটিন আছে কিনা। হুযূর তাকে তার কাজ সুসংগঠিত করার কথা বলেন।

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা আনসারুল্লাহ্ সিংগাপুরের সাথে এ মিটিং সাতটা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত চলে। মিটিং এর শেষে মজলিসে আনসারুল্লাহ্র সদস্যরা হুযূর আনোয়ারের সাথে ছবি তোলার সৌভাগ্য লাভ করেন।

এরপর হুযূর আনোয়ার নিজের দপ্তরে চলে আসেন। এখানে কর্মসূচী অনুসারে সিংগাপুর আহমদীয়া জামাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত দুটো পরিবার হুযূর আনোয়ারের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করে। এই দুই পরিবারকে পরের দিন সকালে জরুরীভাবে রওনা হতে হত। হুযূর আনোয়ার মেহেরবানী করে তাদের সাক্ষাতের সম্মান দান করেন।

এরপর রাত আটটায় হুযূর আনোয়ার বায়তে ত্বাহাতে মাগরিব ও এসার নামায জমা করে পড়ান। নামায শেষে হুযূর নিজের অবস্থান স্থলে যাওয়ার জন্য বায়তে ত্বাহা থেকে বাইরে চলে আসেন। এ সময় মরিশাস থেকে আগত একজন খাদেম হুযূর আকদাসের সাথে মোসাফা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হুযূর এ খাদেমের সাথে আলাপ করেন এবং মরিশাসের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞসা করেন। আর স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ তাকে একটি আংটি দান করেন। এরপর হুযূর আনোয়ার আবাসস্থলে চলে যান।

(সৌজন্যে ঃ– দৈনিক আলফযল ১৯ এপ্রিল ২০০৬)

রিপোর্ট–আব্দুল মজিদ তাহের
অনুবাদ–কওসার আলি মোল্লা

প্রফেসার আব্দুল লতিফ

এক বড়ে বুযুর্গ থে

(৩য় কিস্তি)

১৯২২ সালে কলেজ পূজার বন্ধ হলে আব্দুল লতিফ সাহেব এক মাসের জন্য কাদিয়ান যান। উদ্দেশ্য যুগ ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিশিষ্ট বুযুর্গ সাহাবীদের সংস্পর্শে নূরের আলোতে আরও অধিক আলোকিত হওয়া। তখন ঐশী জ্ঞানী হুযূর সানী (রাঃ) ১লা আগষ্ট থেকে একমাস পবিত্র কুরআন শরীফের তত্ত্বজ্ঞান ও তফসীরের উপর তাৎপর্যপূর্ণ সারগর্ভ দরস প্রদান করেন। এ দরস প্রোগ্রামে বিশিষ্ট সাহাবী ও কাদিয়ানের বড় বড় আলেমরা অংশ নেন। তাদের মধ্যে হযরত মাওলানা শের আলী (রাঃ), হযরত চৌধুরী ফাতেহ মোহাম্মদ সায়্যাল (রাঃ) ও হযরত মৌলভী আব্দুর রহিম দর্দ (রাঃ)সহ অনেক বুযুর্গ ছিলেন। বঙ্গদেশের প্রফেসার আব্দুল লতিফ, আল্লামা জিল্লুর রহমান, সুফি মতিউর রহমান ও মৌলভী রহমত আলী সাহেবেরও অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়। হুযূর সানী (রাঃ) প্রত্যহ দরস প্রদানের পর নিজে প্রশ্ন করে পরীক্ষা নিতেন। এক মাসের ফলাফলের ভিত্তিতে হযরত শের আলী (রাঃ) প্রথম এবং প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেব দ্বিতীয় স্থান অধিকারের গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখেন। তৃতীয় স্থান অলংকৃত করেন হযরত আব্দুর রহিম দর্দ (রাঃ)। বিশিষ্ট সাহাবী ও অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী হযরত শের আলী (রাঃ) হুযূর সানী (রাঃ)-এর লিখিত তফসীরে কবীর অবলম্বনে পবিত্র কুরআন শরীফের উৎকৃষ্ট ইংরেজী অনুবাদকারী ব্যক্তি। তিনি কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানে, চারিত্রিক মাধুর্যে ও ব্যক্তিত্বে ফিরিশ্তার মত মানুষ ছিলেন। অনুরূপ সাহাবী ও জামাতের বড় বড় আলেমদের সাথে মহাসমুদ্র কুরআনের তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আমাদের বাঙ্গালী আব্দুল লতিফ সাহেবের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করা যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টির ঘটনা। তিনি কুরআন শরীফের তত্ত্বজ্ঞানে বাংলার মুখকে উজ্জ্বল করেন। তখনকার আল ফযল পত্রিকায় এ কুরআন ক্লাস ও পরীক্ষার ফলাফলের উপর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এবং তারীখে আহমদীয়াতে আব্দুল লতিফ সাহেবসহ অন্যান্যদের নাম স্বর্ণাক্ষরে উল্লিখিত হয়ে আছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি প্রসিদ্ধ ইলহাম–শাতানে তুয বাহানে ওয়া কুল্লুমান আলায়য়া ফানিন অর্থাৎ দু'টি ছাগল জবাই করা হবে এবং বিশ্বের সব কিছুই ধ্বংসশীল (তাযকেরা)। এ ইলহামের পূর্ণতায় আফগানিস্থানের আমীর হাবিবুল্লাহ্ খানের রাজত্বকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর দুজন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ (রাঃ) ও হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) কে নির্মম পাশবিকভাবে শহীদ করা হয়। অপর একটি ভবিষ্যদ্বাণী–তিন বকরে যবাই কিয়ে জায়েঙ্গে অর্থাৎ তিনটি ছাগল যবাই করা হবে (তাযকেরা)-এর মর্মানুসারে ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে আমীর আমানুল্লাহ্ খানের শাসনামলে জামাতে আহমদীয়ার আরও তিনজন সাহাবীকে প্রস্তারাঘাতে মর্মান্তিকভাবে শহীদ করা হয়। তাঁরা হলেন (১) হযরত মৌলভী নিয়ামত উল্লাহ্ খা (রাঃ), (২) হযরত মৌলভী আব্দুল হালিম (রাঃ) এবং হযরত মোল্লা নূর আলী (রাঃ)। তন্মধ্যে হযরত মৌলভী নিয়ামত উল্লাহ্ খা (রাঃ) কাদিয়ান থেকে মৌলভী ফাজেল পাশ করে আফগানিস্থানে মোবাল্লেগের দায়িত্ব পালন করছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে তাদেরকে সরকারী যাতাকলের মাধ্যমে নিঃশেষ করা হয়। ফলে আফগানিস্থানে ইসলামের শান্তির বাণী প্রচার ও ধারণ করা দুরূহ হয়ে যায়। কিন্তু ধর্মজগতের ইতিহাসের অমোঘ বিধানে নিপীড়নেই জাগরণ সৃষ্ট হয়। ভবিষ্যদ্বাণীর নিদর্শন প্রদর্শনের মাঝেই সফলতার দ্বার

প্রফেসার আব্দুল লতিফ

উন্মোচন ঘটে। তাই এ ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝেই ঐশী নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) আফগানিস্থানে দুর্বার তবলীগের প্রয়োজনে কে কে শাহাদত বরণের জন্য প্রস্তুত তাদের নাম প্রেরণের জন্য আহ্বান জানান। এ তাহ্রীকে জামাতের দশ/এগার জন খোদার আশেক জীবন বিসর্জন দিতে লাব্বায়েক বলে বীরবিক্রমে এগিয়ে যান। এবং নিজকে খলীফার নিকট সোপর্দ করেন, তাদের মধ্যে আমাদের বীর বাঙ্গালী আব্দুল লতিফ সাহেব একজন। তিনি সেদিন পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্তাআলার অবিনশ্বর বাণী–যারা পরকালের জন্য পার্থিব জীবনকে বিক্রয় করে তাদের আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা উচিৎ এবং যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অত:পর নিহত হয় অথবা জয়লাভ করে অচিরেই আমরা তাকে মহা পুরস্কার দান করব (৪:৭৫)–পালনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আহমদীয়াতের ইতিহাসে এ ঘটনায় আব্দুল লতিফ সাহেবের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বঙ্গীয় প্রথম আমীর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেবকে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী মনে করতেন। তাই তিনি পরপারে পাড়ি দেয়ার প্রাক্কালে তাঁর নামাযে জানাযা

লতিফ সাহেবকে পড়ানোর জন্য ওসীয়্যত করে যান। ফলে মাওলানা ওয়াহেদ সাহেবের ১৮ মার্চ ১৯২৬ তারিখ ওফাত হলে আব্দুল লতিফ সাহেব পরদিন ট্রেন যোগে চট্টগ্রাম থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়ে তাঁর জানাযা পড়ান। তাঁকে তাঁর বাড়ীতে দাফন করা হয়। পরে ঐশী নির্দেশে চালিত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেবকে বঙ্গীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দ্বিতীয় আমীর নিযুক্ত করেন। এবং তাঁকে বয়াত গ্রহণের অনুমতি দেন। ফলে আব্দুল লতিফ সাহেব মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে বঙ্গীয় জামাত পরিচালনার হাল ধরেন।

তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কেন্দ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এবং অত্র অঞ্চলে অধিকাংশ জামাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে জামাতের কর্মকান্ডে আমীর আব্দুল লতিফ সাহেব প্রায়ই ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে যেতেন। তাঁর পরিবার পরিজন ও পার্থিব কর্মস্থল সাগর পাড় চট্টগ্রাম হলেও মনটা পড়ে থাকতো বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আহমদীদের অন্তঃকরণে। তাই আহমদী সদস্যদের তালিম, তরবিয়ত, তবলীগি অনুষ্ঠানে পথহারা মানুষকে সত্য গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা এবং জামাতের মোখালেফাতকে প্রতিহত করার কাজে তিনি বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। তাঁর ইমারতকালের বর্ণনায় প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব বলেন–

প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেবের ইমারতের সময় ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে জামাতের প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়। জামাতের কার্য নির্বাহের জন্য ইমামের স্থলে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নিয়মানুযায়ী নির্বাচন দ্বারা প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী নিয়োগ প্রথা প্রচলিত হয়। প্রত্যেক মেম্বারের আয়ের উপর বাজেট ধার্য করা আরম্ভ হল। কেন্দ্রের বিজ্ঞাপন ও প্রচার পত্র বাংলায় ছাপা হতে লাগল। বইপুস্তকাদির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লাগল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা চশমায়ে মসীহ্, ইমামুজ্জামান এবং ফার্সী ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতাদি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হল। এতদ্ব্যতীত বিরোধী পক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রচারিত আপত্তিসমূহের জওয়াব ইশতাহার এবং পুস্তক পুস্তিকা আকারে দেয়া হতে লাগল। আল হেদায়াত নামে একটি মাসিক পত্রিকা কিছু কাল যাবত প্রকাশিত হয়। (পূর্ব পাকিস্তানে আহমদীয়াত পৃঃ ২০-২১)।

তাঁর এমারতের সময় জামাতে আহমদীয়ার অনেক বিশিষ্ট বুযুর্গ আলেম কাদিয়ান থেকে বাংলায় আগমন করেন। বাংলার মাটিতে আহমদীয়াতের রোপিত চারা গাছকে ফুলে ফলে সৌরভীত করে তুলতে তাদের পর্দাপণ হয়। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন–হযরত সাহেবযাদা মিয়া শরীফ আহমদ (রাঃ), হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রাঃ), হযরত মৌলভী আব্দুর রহিম দর্দ (রাঃ), হযরত হেকিম মোহাম্মদ হোসেন কোরাইশী (রাঃ), হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানি (রাঃ), খান সাহেব ফরজন্দ আলী সাহেব এবং মৌলভী আব্দুল মুগনী সাহেব প্রমুখ।

বঙ্গীয় আমীর আব্দুল লতিফ সাহেব তাদের শুভাগমন উপলক্ষে হৃদয়গ্রাহী অনেক তবলীগি অনুষ্ঠান, বিভিন্ন জামাতে সালানা জলসা এবং জামাতকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য তালিম তরবিয়ত কর্মসূচী সম্পন্ন করেছেন। তখন মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের মৃত্যুজনিত কারণে তার শূন্যতা পূরণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) সাহাবী হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানি (রাঃ)কে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোবাল্লেগ হিসেবে নিয়োগ করেন। আল্লাহ্‌র ওলী বিশিষ্ট বুযুর্গ নোমানী সাহেব ১৯২৭ সাল হতে ১৯৩০ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর আব্দুল লতিফ সাহেবের সাথে সারা বাংলা চষে বেড়িয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য তবলীগি সেমিনার করেন। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম টাউন হলে অনুষ্ঠিত একটি তবলীগি অনুষ্ঠান ধর্ম জগতের ইতিহাসকে কলংকিত করে রেখেছে।

বার আওলিয়ার দেশ চট্টগ্রামের বার রঙ্গের মানুষকে একশ্বরবাদের শিক্ষায় একই ইমামুজ্জামানের অধীনে এক রঙ্গে রঙ্গীন করার লক্ষ্যে বঙ্গীয় আমীর আব্দুল লতিফ সাহেব ১৯২৮ কিংবা ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম টাউন হলে একটি তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করেন। এ মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী (রাঃ)। তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে যুগ ইমামের আবির্ভাবের সত্যতা অকাট্য যুক্তি প্রমাণে উপস্থাপন শুরু করলে আখেরী জামানার নিকৃষ্ট জীবে পরিণত একদল মোল্লা সভায় প্রচন্ড আক্রমণ করে। ঝড়ের বেগে ইট পাথড় নিক্ষেপ করতে থাকে। এক পর্যায়ে আল্লাহ্‌র ওলী নোমানী সাহেব প্রচন্ড আঘাতে মাটিতে লুটে পরে যান। রক্তে রঞ্জিত হয় সাহাবীর পবিত্র দেহ ও চট্টগ্রামের মাটি। হযরত রসূল করীম (সঃ) ইসলামের শান্তির বাণী তায়েফবাসীদের নিকট প্রচার করতে গিয়ে শারীরিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত হলে তাঁর পবিত্র দেহের পবিত্র রক্তে তায়েফের মাটি যেমন রক্তাক্ত হয়েছিল, তেমনি তাঁর মসীহেজ্জামানের এক সাহাবী খোদাপ্রেমিক ইসলামের শান্তির পরশ বিলিয়ে দিতে এসে বাংলার মাটিতে রক্তাক্ত হন। লতিফ সাহেবও আঘাত প্রাপ্ত হন। এ ঘটনায় নোমানী ও লতিফ সাহেব বুযুর্গদ্বয় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে নিরাশ হননি এবং বিষন্নও হননি। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর আদর্শানুসারে এটাকে বিজয়ের সোপান হিসেবেই বরণ করে নেন। কেননা আল্লাহ্‌তাআলার বিধানে নিপীড়নেই জাগরণ এবং বিরোধিতার মাঝে সফলতার দ্বার উন্মুচন হয়। মাটি আগুনে দগ্ধ হয়ে যেমন ইটে পরিণত হয় তেমনি মোখালেফাতের ফলে মোমেন ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উৎকৃষ্ট মোমেন হয়। জামাতের মজবুতী আসে। মোখালেফাতের মাঝে যারা সত্যকে গ্রহণ করে তারা হয় পাহাড়ের মত দৃঢ় এবং পাথরের মত মজবুত। এ পাথর যার উপর পতিত হয় তাকে চুর্ণ বিচুর্ণ করে দেয়, আবার ঐ পাথরের উপর যা পড়ে তাও খান খান হয়ে যায়। ঐশী জামাতে এর নিদর্শন ভুরিভুরি বিদ্যমান। বঙ্গদেশে মুখালেফাতের প্রেক্ষিতে কোন আশেকে মসীহের রক্ত ঝরার ঘটনা সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের এ ঘটনাই প্রথম। (চলবে)

–মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ

(২য় কিস্তি)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, খোদাতাআলা দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি) প্রকাশ করেন। প্রথমত, নবীগণের দ্বারা তাঁর শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ত, অপর হস্ত এরূপ সময়ে প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয়। এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করে থাকে যে, এখন নবীর কার্য ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে, তখন তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে এখন জামাত (ধরা পৃষ্ঠ থেকে) বিলুপ্ত হয়ে যাবে এমনকি জামাতের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তাদের ক'টি দেশ ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুর্তাদ হয়ে যায়। তখন খোদাতাআলা দ্বিতীয় বার আপন মহা কুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করে তারা খোদাতাআলার এ মোযেযা প্রত্যক্ষ করে, যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ) সময় হয়েছিল। তখন আঁ হযরত (সঃ) এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হয়েছিল এবং সাহাবাগণও শোকাভূত হয়ে উন্মাদের ন্যায় হয়ে পড়েছিলেন। তখন খোদাতাআলা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে দাড় করিয়ে পুনরায় তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন। এইরূপে তিনি ইসলামকে বিলুপ্তির পথ হতে রক্ষা করেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন যা তিনি করেছিলেন। (আল ওসীয়্যত পৃঃ ১৪)

আর তাই আজ থেকে একশত বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্তাআলা সেই কল্যাণ সেই সুপ্রভাত উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য নিয়ে আসলেন এবং 'লিইউজহিরাহু আলাদ্দীনে কুল্লিহী'এর আর একটি দৃশ্য সমস্ত জগদ্বাসীকে উন্মোচন করে দেখালেন। শুধু তাই নয় একশত বছর পূর্বে হিন্দুস্তানের পূর্ব পাঞ্জাবে এক অদ্ভুত ঘটনা তিনি ঘটিয়েছেন। তিনি মানব ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেছেন তিনি ইসলামী ইতিহাসের ধারাকে পাল্টে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি সেই মুসলেহে আখেরুজ্জামান অর্থাৎ আমি সেই সংস্কারক যার এই শেষ যুগে আবির্ভাবের কথা ছিল, এবং তিনি আরও উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, আমি সেই খলীফাতুল্লাহ্ যার সম্বন্ধে আজ থেকে পনের শত বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। কিন্তু কত হতভাগ্য এই মানবজাতি, কত দূর্ভাগ্য এই মুসলমান জাতির তারা বিরোধিতা শুরু করে দিল। চতুর্দিকে বিরোধিতার ঝড় বয়ে যেতে লাগলো। আর অপরদিকে খোদার সেই সুন্নত অনুযায়ী "ইয়া হাসরাতান আলাল ইবাদী মাইয়াতিহিম মীর রাসূল ইল্লা কানু ইয়াসতাহ্ জিউন।" হায় পরিতাপ বান্দাদের জন্য, যখনই আমার তরফ থেকে কোন সতর্ককারী এসেছে, যখনই আমার তরফ থেকে কোন প্রেরিত ব্যক্তি এসেছে তারা তাঁকে গ্রহণ করেনি। তিনি বলেন, হে জগদ্বাসী, তোমরা শুনে রাখ যে আমি দৃঢ়সংকল্পের সাথে বলছি, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। খোদার কৃপায় এই ময়দানে আমিই বিজয় লাভ করবো। তোমরা এই বিজয় মিছিলে এসে যোগ দাও আর অনন্ত জীবনের অধিকারী হও। যে অনন্ত জীবনের কথা আজ থেকে পনের শত বছর পূর্বে আমাদের মহানবী (সঃ) বলে গিয়েছিলেন।

"যদি তোমাদের এই শক্তি থাকে তাহলে খোদার এই বাণীকে টলিয়ে দেখিয়ে দাও, নতুবা এই মাহদীর হাতে বয়াত কর।

এই দায়িত্ব তিনি যা আল্লাহ্তাআলা তার উপর অর্পিত করেছিলেন তা নির্দিষ্ট সময়ে পালন করে খোদার সেই সুন্নত অনুযায়ী ফিরে গেলেন। তারপর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়াতের ইতিহাসে একটি নতুন বসন্ত , একটি নতুন সূর্য উদিত হয়েছিল। যার নাম আলহাজ্জ হযরত মাওলানা হেকিম নূরুদ্দীন (রাঃ)। তাঁর মাধ্যমেই খোদার এক বাক্যকে পূর্ণ করে সমস্ত দুনিয়াকে দেখালেন এবং রহস্যটিকে উদঘাটন করালেন। "ওয়ালা ইউমাক্কি নান্না লাহুম দ্বীনা হুমুল্লাজির তাজালাহুম।"

অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য যে ধর্মকে মনোনীত করেছি তা অবশ্যই আমি সুদৃঢ় করবো। তাঁর খিলাফতের যে সময়টি তিনি অতিবাহিত করেছিলেন যেমন ছিল হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর খিলাফতের সময়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্তাআলা তাঁকে অনেক অনেক বিপদের মুখ থেকে বাঁচিয়ে তার সেই অঙ্গীকারকে পূর্ণ করলেন। তাকে এবাদগুজার বান্দা দান করলেন। তার দোয়াসমূহকে কবুল করে নিলেন। তারপর এমন একটি জামাত তাঁকে দান করলেন যে, ইয়াদুল্লাহে ফাওকা আয়দিহিম' যে তাদের হাতের উপর আল্লাহ্র হাত ছিল। তারপর খোদার আশীসমন্ডিত হয়েই জামাত সমস্ত দুনিয়াতে ছড়িয়েছিল, সেদিন তিনি দাড়িয়ে এই ঘোষণা দিলেন, আমি খলীফাতুল মসীহ্ খোদা আমাকে অভিষিক্ত করেছেন এই মর্যাদায়।

তিনি বলেন,

"কাউকে খলীফা বানানো মানুষের কাজ নয় এটা স্বয়ং খোদাতাআলার কাজ।"

"যে ব্যক্তি বলে যে সে আমাকে খলীফা বানিয়েছে সে মিথ্যা বলে, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করাতে চাই যে, কুরআন করীমে পরিষ্কার ঘোষণা করা আছে, আল্লাহ্-ই খলীফা নিযুক্ত করেন। মনে রাখবেন আদমকে খলীফা করেছিলেন খোদা এবং বলেছিলেন ইন্নি জায়িলুন ফিল আরদি খলীফা"

"যদি কেউ বলে যে আঞ্জুমান আমাকে খলীফা বানিয়েছে তবে সে মিথ্যা বলে"।

"খোদাতাআলা আমাকে খলীফা বানিয়েছেন, এখন না তোমরা কেউ আমাকে সরাতে পারবে, না আমাকে সরাবার কারো কোন ক্ষমতা আছে। তিনি জোরে শোরে এ কথা বলেন, আমার সাথে লড়াই করার অর্থ খোদার সাথে লড়াই করা।" খোদার রীতি অনুযায়ী তিনি ইন্তেকাল করলেন। তারপর খোদাতাআলা তাঁর সেই ওয়াদা অনুযায়ী দ্বিতীয় খলীফা নিযুক্ত করলেন হযরত মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)-কে। দুনিয়া ঠাট্টা করল এবং বলতে লাগলো এই বালকের দ্বারা ইসলাম কখনো বিজয় লাভ করতে পারবে না। চতুর্দিকে শত্রুর প্রচন্ড আক্রমণ, অপরদিকে এই দাবী কাদিয়ানের প্রতিটি ইট খসিয়ে নিবো এবং আহমদীয়াতকে মিটিয়ে দিব। কিন্তু রসূলে করীম (সঃ)-এর সেই কথা 'ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম' যেহেতু খোদার হাত তাঁর পিছনে ছিল তিনি দাড়িয়ে এই ঘোষণা দিলেন–এখন খোদাতাআলার ঢংকা পূর্ণতম বাজতে প্রস্তুত, হা তোমাদেরকে হাঁ তোমাদেরকে হা তোমাদেরকে খোদাতাআলা আবার তাঁর ঢংকা বাজানোর দায়িত্ব অর্পন করেছেন। হে ঐশী রাজত্বের বংশীবাদকগণ! হে ঐশী রাজত্বের বংশীবাদকগণ! হে ঐশী রাজত্বের বংশীবাদকগণ! এ ঢংকায় আবার এত জোরে আঘাত হানো যেন দুনিয়ার কর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যায়। আরও একবার নিজেদের ধমনী রক্তের এ সিংগায় ভরে দাও যেন আরশের স্তম্ভগুলি কেঁপে উঠে, যাতে করে তোমাদের এ বেদনাদায়ক চিৎকার এবং নারায়ে তাকবীর নারায়ে শাহাদতের শ্লোগানের কারণে খোদাতাআলা পৃথিবীতে অবতরণ করেন, যাতে করে খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সোজা এসো আর খোদার সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে যাও। মুহাম্মদ (সঃ)-এর রাজত্ব আজ মুসায়ী মসীহ কেড়ে নিয়েছে। তোমরা মুসায়ী মসীহ থেকে কেড়ে নিয়ে এ রাজত্বকে মুহাম্মদ (সঃ) এর সামনে পেশ কর আর মুহাম্মদ (সঃ) এ রাজত্বকে খোদাতাআলার সামনে পেশ করবেন। (সায়ারে রূহানী ৩য় খন্ড ২৮৪)

তাঁর এই ডাকে সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ হৃদয় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল, আর তাঁর খিলাফতের কল্যাণে আহমদীয়াত ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তারপর খোদা সেই অঙ্গীকার আবার পূর্ণ করে জগদ্বাসীকে দেখালেন এবং তৃতীয় খলীফা নিযুক্ত করলেন হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহেঃ) কে। তাঁর যুগে এই ঐশী খিলাফতকে মিটানোর জন্য বিরুদ্ধবাদীরা ১৯৭৪ সনে সরকারীভাবে 'নট মুসলিম' ঘোষণা দেয় এবং ভূট্টো সাহেব উচ্চস্বরে বলে উঠলো আহমদীদের হাতে ভিক্ষার পাত্র ধরিয়ে দিব। কিন্তু!দেখুন আল্লাহতাআলা আবার তাঁর মনোনীত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর জামাতকে কোথায় নিয়ে গেলেন। এখন কোথায় জুলফিকার আলী ভুট্টো! কোথায় আজ জামাতে আহমদীয়া। আর তা একমাত্র খিলাফতের কল্যাণের কারণেই হয়েছে। পূর্বের ন্যায় আবার আল্লাহ্তাআলা তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের সাথে আরেক অলৌকিক ব্যবহার করলেন। হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহেঃ)। খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। আর তাঁর যুগে আবার ঐ ফেরাউনের যুগে আল্লাহ্র প্রদর্শিত আচরণের দৃশ্য জগদ্বাসীর সামনে ভেসে উঠল। যে আচরণ হযরত মুসা (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের সাথে করেছিল। ১৯৮৪ সনে ২৯৫–ঈ অর্ডিন্যান্স পাকিস্তান সরকার জামাতে আহমদীয়ার উপর জারি করলো। উচ্চস্বরে এই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, আহমদীরা কলেমা, নামায, সালাম, কোন ইসলামী আচার অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে না। আরও জোরে সোরে ঘোষণা দিতে শুরু করল আহমদীয়াত ক্যান্সার, এই দুনিয়া থেকে এর মূল উৎপাটিত করে দেয়া হবে। তখন অত্যন্ত শক্তিশালী ক্ষমতাদর জেনারেল জিয়াউল হক এর মোকাবেলায় জামাতে আহমদীয়ার খলীফার হাতে কিছুই ছিল না। কিন্তু তিনি বুঝলেন খোদা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে বর্জন করবেন না। ইয়াদুল্লাহি ফাওকা আইদিহিম'-এর জামাত ঐশী হাত দ্বারা রক্ষা পাবে। তখন সাথে সাথে তিনি উচ্চস্বরে এই ঘোষণা দিলেন "আজ যখন এই পবিত্র কলেমার উপর এই নাপাক হামলা করা হয়েছে, তখন আমি মুসলিম জাহানকে সম্বোধন করে বলছি, আজ প্যালেষ্টাইনের প্রশ্ন নয়, আজ জেরুজালেমেরও প্রশ্ন নয় এবং মক্কা মোকাররমারও প্রশ্ন নয়, আজ ঐ এক অদ্বিতীয় খোদার ইজ্জতের ও প্রতাপের প্রশ্ন, যাঁর নামের দরুন এই মাটির শহরগুলিও মর্যাদা লাভ করেছিল। আজ তাঁর তৌহীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। আজ আমাদের প্রভু মক্কার মওলার ও বাদশার মান মর্যাদার প্রশ্নে আহমদীরা কলেমা হিফাযতের জন্য তাদের নিজেদের সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত রয়েছে ও তারা এটা হতে এক ইঞ্চিও পিছু হবে না। এর সাথে আরও ঘোষণা দিলেন–দৃঢ় সংকল্প ও পরম আনন্দের সাথে অগ্রসরমান হও। তবলীগের যে জ্যোতি আমার খোদা আমার অন্তরে জ্বেলেছেন আজ সহস্র সহস্র শিখা যে অন্তরে প্রজ্জ্বলিত তা নিভতে দিব না। এর শিখা উন্নতর ও উচ্চতর হতে থাকবে বিস্তার লাভ করবে। এক হৃদয় থেকে আরেক হৃদয়ে ক্রমাগত করে আলোকিত করে বাড়তে থাকবে সমস্ত ভূপৃষ্ঠকে ঘিরে ফেলবে। সমস্ত অন্ধকার আলোকমালায় পরিবর্তিত হবে।" (১০ মে, ১৯৮৫) তাঁর এই আওয়াজ চতুর্দিকে ঘোষিত হতে থাকলো। এবং তিনি বীরত্বের সাথে আগালেন এবং দুনিয়ার সামনে সাব্যস্ত করে দেখিয়ে ছিলেন খোদার শক্তি কার সাথে রয়েছে। তাঁর খেলাফতের আমলে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখন্ডে লক্ষ লক্ষ হৃদয় হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পতাকা তলে একত্রিত হতে লাগলো। যেমন,

সন		বয়াত
১৯৯৩	সন	২০,৪৩০৮ জন
১৯৯৪	সন	৪,১৮২০৬ জন
১৯৯৫	সন	৮,৩৫২৯৪ জন
১৯৯৬	সন	১৬,৬৭২১ জন
১৯৯৭	সন	৩০,৩৪৫৮৪ জন
১৯৯৮	সন	৫০,৪০০৬ জন
১৯৯৯	সন	১,৮,২০,২২৬ জন
২০০০	সন	৪,১৩,৮,৩৭৬ জন
২০০১	সন	৮,১০,৬৭২১ জন
২০০২	সন	২,৬,৫৪,০০০ জন

সুতরাং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)-এর খেলাফতের আমলে ইসলাম তথা আহমদীয়া জামাত এ উন্নতি ও অগ্রগতি একমাত্র খেলাফতের কল্যাণে লাভ করলো। আজ আমরা যারা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আধ্যাত্মিক সৈনিক। এবং খেলাফতের মাধ্যমে যে নেয়ামত আমরা লাভ করেছি, আমাদের উচিত এই নেয়ামতের ধারাকে সমুজ্জ্বল রেখে নিজেদের জীবনকে খেলাফতে মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করা। যদি আমাদের জীবনে ঈমান এবং আমলে সালেহ্কে ধরে রাখতে পারি তাহলে নিশ্চিত এ নেয়ামত আমাদের জন্যই। পবিত্র কুরআনে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া হলো, যদি তোমাদের মধ্যে ঈমান এবং আমলে সালেহ্ থাকে পৃথিবীতে আমি তোমাদের মাঝে খেলাফত কায়েম রাখবো। অর্থাৎ খলীফা নিযুক্ত করব। তাই আমাদের উচিত খলীফার পিছন থেকে সার্বিক সহযোগিতা করা। কেননা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, ইমাম সেই ঢাল, খলীফা সেই ঢাল যার পিছনে থেকে যুদ্ধ করা হয়। চতুর্থ খলীফা ইন্তেকাল করলেন, তারপর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) জামাতে আহমদীয়ার পঞ্চম খলীফা নিযুক্ত হলেন।

সুতরাং আমরা সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যাদের মাথার উপর এমন এক নেতা রয়েছেন যিনি ঢাল হয়ে আমাদের হেফাযত করছেন। এবং বিপদের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের জন্য দোয়া করছেন। শত্রুর আক্রমণ তিলে তিলে নিজের বুকে নিয়ে নিচ্ছেন। আর আমাদের জন্য কাঁদছেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলছি–একবার এক ব্যক্তি এসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-কে বললেন, হুযূর! আমার স্ত্রীর বাচ্চা হবে, বেদনায় সে অস্থির, আপনি দোয়া করুন যেন আল্লাহ্তাআলা ফযল করেন। এই বলে লোকটি বাড়ীতে চলে গেল। পরের দিন সকালে ফজরের নামাযের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) লোকটিকে ডেকে বললেন, তোমার বিবির অবস্থা কেমন সংবাদ তো পৌঁছালে না, তারপর লোকটি বলল, আলহামদুলিল্লাহ্ তার তো বাচ্চা হয়েছে। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) লোকটিকে বললেন, তুমি আমাকে কেন সাথে সাথে খবর দিলে না? খবরটা দিলে তো আমি একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতাম। এখানে একটু চিন্তা করুন, খলীফা আমাদের জন্য কত অপরিহার্য একটি বিষয়। আর কি রকম ব্যথা ছিল তাঁর এক আহমদী ভাইয়ের জন্য। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন, "আমি আমার জামাতের মুবাল্লেগীন এবং নসিহতকারীদেরকে বলছি, তারা যেন খেলাফতের কথা জামাতে আহমদীয়ার সদস্যদেরকে বারবার বলতে থাকে এবং এতবার বলে যেন তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে খেলাফত প্রবিষ্ট হয়ে যায়। খেলাফতের মোকাবেলায় যদি তাদের কাছে দুনিয়ার হাজারো বাদশা আসে তখন তারা যেন এই কথা বলে, আমরা বাদশাদের মুখে থু থু ফেলি, খেলাফতের মধ্যেই আমাদের জীবন।"

আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত খলীফার আনুগত্যে এবং তাঁর ছায়ার নীচে থেকে এই ধরাধম ত্যাগ করতে পারি। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সবাইকে এই তৌফীক দান করুন। আমীন

– হাসেম উল্লাহ সিকদার

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

সার্কুলার

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ৭ বছর মেয়াদী কোর্স আরম্ভ হচ্ছে ইনশাআল্লাহ্।

যারা জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ভর্তি হতে চান তারা ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিত পরীক্ষা দিবেন। ০১/০৯/২০০৬ ইং তারিখ সকাল ৯টায় দারুত তবলীগ মসজিদ ঢাকায় উক্ত লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ইনশাআল্লাহ্।

যারা পরীক্ষা দিবেন তারা বিশেষভাবে–

১) শুদ্ধ তেলাওয়াত ২) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর যতগুলো বই বঙ্গানুবাদ হয়েছে সবগুলো পড়ে আসবেন ৩) ইসলামী ইবাদত ৪) পাক্ষিক আহমদী ও আহ্বানের দু'বছরের সব সংখ্যাগুলো পড়ে আসবেন।

যারা পরীক্ষা দিবেন তারা স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের পক্ষ থেকে লিখিত পরিচয় পত্র সঙ্গে আনবেন।

যারা জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হতে চান তারা ১) উপরোক্ত লিখিত পরীক্ষায় পাশ হতে হবে। ২) ওয়াকফে যিন্দিগী করতে হবে। ৩) স্বাস্থ্যবান হতে হবে। ৪) শারিরীক ও চারিত্রিক দিক থেকে রোগমুক্ত হতে হবে।

আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন।

ওয়াস্সালাম

প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

মহানবী (সঃ)-এর রাজনৈতিক দূরদর্শীতা ও কয়েকটি চিঠি

মানবতার মুক্তির ধর্ম ইসলাম। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের রয়েছে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। আর ইসলাম এর ধারক, বাহক, ও প্রচারক আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক। যদিও সেই যুগে কুটনৈতিক সম্পর্ক তেমন ছিল না তথাপিও মহানবী (সঃ) সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং তৎকালীন রাজা বাদশাহ্দের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি তাদের নিকট দূত মারফত পত্র প্রেরণ করতেন। সিলমোহর ছাড়া কোন পত্র বিদেশীরা গ্রহণ করেন না জেনে নবী করীম (সঃ) "মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্" খচিত একটি সিলমোহর তৈরী করলেন। আরবের প্রতিবেশী অধিকাংশ রাজা বাদশাহ্ ছিলেন খৃষ্টান। তাই তিনি যে সকল পত্র খৃষ্টান রাজাবাদশাহ্দের নিকট লিখতেন, তাতে ঐ সকল আয়াত উল্লেখ থাকত যেগুলোতে আহলে কিতাবদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছে।

আঁ হযরত এর লেখা এ রকম কয়েকটি চিঠির বিষয়ে এখানে উল্লেখ করা হলো। হযরত দাহাইয়া কালবী (রাঃ)-এর মাধ্যমে নবী করীম (সঃ) রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে ইসলামে দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন, প্রতিটি পত্র লেখা হয়েছিল এভাবে–

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"

"আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ এর পক্ষ থেকে রোমের প্রধান পুরুষ হিরাক্লিয়াস সমীপে হিদায়াতের অনুসারীগণের প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে নিস্কৃতি পাবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করবেন। যদি আপনি এতে অসম্মত হন, তবে আপনার প্রজা সাধারণের পাপের জন্যও আপনি দায়ী থাকবেন। হে আহলুল কিতাব, এমন সত্যের দিকে আস, যার সত্যতা আমাদের ও তোমাদের নিকট সমভাবে স্বীকৃত। তা এই আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে পূজা-ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করব না। এবং আল্লাহ্কে ত্যাগ করে আমাদের মধ্য হতে কোন মানুষই অন্য কোন মানুষকে প্রভু বানাব না। যদি তোমরা অমান্য কর তবে তোমরা সাক্ষী থাকিও আমরা তা মান্য করছি।"

এই পত্রের ফলাফল দাঁড়াল এই যে, সম্রাট মহানবী (সঃ) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং বলেন, "যদি সুযোগ হতো তবে নিশ্চয়ই তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে পবিত্র পদযুগল ধৌত করে দিতাম।" তবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা সুস্পষ্ট নয়।

পারস্য সম্রাটের উপাধি ছিল "কিসরা"। সে সময় পারস্য সম্রাট ছিলেন খসরু পারভেজ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অহংকারী, নবী করীম (সঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুজায়ফা (রাঃ) মারফত ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তার নিকট যে পত্রটি প্রেরণ করেন তা হিরাক্লিয়াসের অনুরূপই ছিল পার্থক্য ছিল যে, এতে অগ্নী পূজারকদের কথা ছিল। সম্রাট খসরু সগর্বে চিৎকার করে বল্লেন, 'একি একজন নিরক্ষর মরুবাসীর পত্র আমার নিকট। পত্রের প্রারম্ভে আল্লাহ্র নাম, অতঃপর পত্রের পুরোভাগে মর্যাদার ভঙ্গিতে প্রেরকের নাম এর পরে সম্রাটের নাম। এত বড় অপমান, সম্রাট ক্রোধে ফেটে পড়লেন, তেলে-বেগুণে জ্বলে উঠলেন। অতঃপর তিনি পত্রটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন এবং ইয়েমেনের শাসনকর্তাকে হুকুম দিয়ে পাঠান, যে, "অচিরেই মুহাম্মদকে গ্রেফতার করে আমার নিকট হাজির কর।"

নবী করীম (সঃ) এই সংবাদ শুনে মন্তব্য করেন, "আল্লাহ্ যেন তার সাম্রাজ্যকে তদ্রূপ টুকরো টুকরো করেন যেমন সে আমার পত্রখানাকে করেছে।" কিছুদিন পরেই খসরু পারভেজ তার পুত্রের হাতে নিহত হয় এবং হযরত উমরের (রাঃ) শাসনামলে পরস্য সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

তৎকালীন মিশরের শাসনকর্তা মোকাউকিসের নিকট নিয়ে যান হাতেব ইবনে আবি বরতা (রাঃ)। মোকাউকিস পত্র পেয়ে প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তিনি হযরতের দূতের এবং তাঁর পত্রের প্রতি খুবই সম্মান প্রদর্শন করেন। সাথেসাথে রসূলের নিকট দুই জন দাসী, কিছু উপঢৌকনসহ চিঠির উত্তর পাঠালেন। উত্তর ছিল এই, "মিশরের কিবতি জাতির প্রধান মোকাউকিসের তরফ হতে আব্দুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ (সঃ)এর নিকট সালামান্তে নিবেদন এই যে, আমি আপনার পত্রটি পড়েছি। আপনি যা লিখেছেন এবং যে ধর্মের দিকে আহ্বান করেছেন তা বুঝেছি। একথা আমি পূর্বেই জানতাম যে, একজন রসূলের আবির্ভাব হবে। কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে, সিরিয়াতে তার আবির্ভাব হবে। আমি আপনার প্রেরিত দূতকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেছি। আপনার নিকট দু'জন কুমারী প্রেরণ করলাম। কিবতি জাতির তারা অত্যন্ত মর্যাদাশালিনী। আর আপনার জন্য উপঢৌকন স্বরূপ কিছু পোশাক এবং আরোহনের জন্য একটি খচ্চর প্রেরণ করলাম।

"আবিসিনিয়া" বর্তমানে ইথিওপিয়ার সম্রাটের উপাধি ছিল নাজ্জাসী। তার নাম ছিল "আসহাস"। হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) এর মাধ্যমে মহানবী (সঃ) নাজ্জাসীর নিকট পত্র প্রেরণ করেন। পত্র পেয়ে নাজ্জাসী ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং উত্তরে লিখে পাঠালেন, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র নবী, এতে কোন সন্দেহ নাই।"

ওমানের বাদশাহ্ "জাইফার" ও "আব্দুল্লাহ্‌র" নিকট পত্র নিয়ে যান হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)। আরও ব্যক্তিগত তদন্ত এবং অতীতের কিতাবাদীর মাধ্যমে সত্যতা যাচাই করে ইসলাম গ্রহণ করেন। বাহরাইন তখন পারস্য সম্রাজ্যের অধীনে ছিল। নবী করীম (সঃ) তখন বাহরাইনের শাসক মুনসের ইবনে সাবীর নিকট হযরত আলা ইবনে হাযরাসীকে (সঃ) পত্রসহ পাঠান। হিজর নামক স্থানে তিনি নবী করীম (সঃ) এর পত্র পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুহাজির ইবনে উমাইয়াকে পাঠিয়েছিলেন ইয়েমেনের বাদশাহ্ হারেছ হিলাইয়ারীর নিকট। তিনি তাঁর অনুসারীসহ ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইয়ামামার সরদার হাউজা ইবনে আলীর নিকট ইসলামের আহ্বানপত্রসহ হযরত সালিত ইবনে আস (রাঃ) কে প্রেরণ করেন। হাউজা ইবনে আলী রাজত্বের অংশীদারের ভিত্তিতে ইসলাম গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন হারিস গাসসানী ওরফে সুরাহবিল। তিনি রোমের অধীনস্থ শাসনকর্তা ছিলেন। নবী করীম (সঃ) তার নিকট হযরত ওজা ইবনে ওয়াহাব আসাদী (রাঃ)কে প্রেরণ করেন। পত্র পাঠে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে মুসলিম দূতকে হত্যা করে ফেলেন এবং সৈন্যদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। যার ফলে পরবর্তী মুতা ও তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর কৌশল ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে (আল কুরআন) আর সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রসূল (সঃ) পৃথিবীর বিভিন্ন সম্রাটদের কাছে লিখেছেন পত্রাবলী। আর দূত মারফত সে সকল পত্রাবলী বিভিন্ন রাজাবাদশাহ্ ও সম্রাটদের নিকট পাঠিয়েছেন। যার ফলে ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেক যুদ্ধবিগ্রহ থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়েছে। আর এসবই সম্ভব হয়েছে মহানবী (সঃ) এর রাজনৈতিক দূরদর্শীতার কারণে।

মোহাম্মদ মোস্তফা আল আমীন

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

(১) আমার নাতনী অর্থাৎ আমার ছোট মেয়ে আমাতুল মতীন নাসেরা ও জামাতা মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন-এর একমাত্র কন্যা আমাতুন নাসের তমা আল্লাহ্‌তাআলার বিশেষ অনুগ্রহে এ বছর ২০০৬ ঢাকা বোর্ড থেকে এস এস সি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ভবিষ্যতে পরীক্ষাগুলোতে সে এভাবে যাতে সফলতা লাভ করতে পারে এবং তার পার্থিব ও পারলৌকিক জীবন যাতে সুন্দর ও সফল হয় সেজন্য সকলের কাছে দোয়ার বিশেষ অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

সাবেক নির্বাহী সম্পাদক–পাক্ষিক আহমদী

পাক্ষিক আহমদী

(২) মোহাম্মদ শাফি হোসাইন পিতা ইব্রায়েতুল হাসান, মাতা জাহানারা হাসান, সে ঢাকা বোর্ড থেকে এবার এস এস সি

পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। তার দাদা মরহুম মুন্সী ওয়াহেদ উল্লাহ, নানা ব্রহ্মণবাড়ীয়ার উলচাপাড়া গ্রামের একমাত্র আহমদী মরহুম মাজহারুল ইসলাম। সে ওয়াকফে নও। তার ওয়াকফে নও নম্বর ৫৯৪৬-A সে এ ভাবে যাতে ভবিষ্যতে সফলতা লাভ করতে পারে এবং তার পার্থিব ও পারলৌকিক জীবন যাতে সুন্দর ও সফল হয় সেজন্য সকলের কাছে দোয়ার বিশেষ অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইব্রায়েতুল হাসান

(৩) আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহ এবং হুযূর (আইঃ) ও জামাতের সদস্যগণের দোয়ার কল্যাণে আমাদের ওয়াকফে নও সন্তান আমাতুল হাফিজ ২০০৬এর S.S.C. পরীক্ষা জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্‌তাআলা যেন জামাতের উল্লেখযোগ্য ও গ্রহণীয় খিদমতের জন্য তার উচ্চতর শিক্ষার পথকে সহজ করে দেন এজন্য জামাতের সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মাহমুদ আহমদ শরীফ

(৪) ইফরাতুন নূর নিসা ২০০৬ এর এস, এস, সি পরীক্ষায় বরিশাল বোর্ড থেকে "গোল্ডেন জি পিএ-৫" পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সে বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষা দিয়েছিল। সে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বরিশাল এর প্রেসিডেন্ট ডাঃ ফরিদ আহমদ সাহেব ও মিসেস মাহমুদা আহমদ সাহেবার বড় মেয়ে।

জামাতের সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী। আল্লাহ্‌তাআলা যেন পরীক্ষায় তার এ ফলাফলে বরকত দেন এবং যেন জামাতী তরবিয়তেও কল্যাণমন্ডিত হন। আমীন

ডাঃ ফরিদ আহমদ

(৫) হাজারি আহমদ আল্ মুনিম এবছর ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন A+ পেয়ে কৃতকার্য হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্। ২০০৩ সনের জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায়ও সে চট্টগ্রাম শাহীন কলেজ থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেছিল। সে একজন ওয়াকফে নও তার ওয়াকফে নও নম্বর A-7972 এবং জামাতের একনিষ্ঠ খাদেম। ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে সে জামাতের জন্য একজন নিবেদিত মিশনারী হতে ইচ্ছুক। সে জনাব হালিম আহমদ হাজারি এবং বেগম হেলেনা শিরিন-এর পুত্র এবং ঘাটুরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম আবদুল জাহের হাজারির পৌত্র। জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সামগ্রিক কল্যাণ লাভের জন্য সে জামাতের সকলের দোয়া প্রার্থী।

৬ষ্ঠ বিভাগীয় ওয়াক্‌ফে নও ক্লাস বরিশাল-পটুয়াখালী

মহান আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে ৬ষ্ঠ

বিভাগীয় ওয়াক্‌ফে নও ক্লাস আঃমুঃজাঃ কুকুয়া জামাতে গত ১৪/০৬/২০০৬ইং হতে ১৬/০৬/২০০৬ইং পর্যন্ত ৩দিন ব্যাপী অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। (আলহামদুলিল্লাহ্) উক্ত ক্লাসে বরিশাল বিভাগের ৬টি জামাত থেকে ১৭ জন ওয়াক্‌ফে নও ২৮ জন পিতামাতা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিতির হার প্রায় ৯০%। প্রত্যহ সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৬.০০টা পর্যন্ত শিশু ও পিতামাতাকে ক্লাস করানো হয়।

৩দিন ব্যাপী ক্লাসের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ও ক্লাসের উদ্বোধন করেন মোহতরম মফিজুল ইসলাম বুলবুল সাহেব বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও সমাপনী ভাষন প্রদান করেন মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে নও আঃমুঃজাঃ বাংলাদেশ। আরও বক্তৃতা করেন মোহতরম মৌলানা সামসুদ্দিন মাসুম সাহেব। অনুষ্ঠান পরিচালনা ও ক্লাস ইনচার্জ হিসাবে খাকসার মোহাম্মদ ইদ্রিস আহমদ মোয়াল্লেম কৃষ্ণনগর দায়িত্ব পালন করি। *শিক্ষকতা করেন ঃ মোহতরম মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন মোয়াল্লেম, মোহতরম মৌঃ মোঃ ইদ্রিস আহমদ মোয়াল্লেম, কৃষ্ণনগর, মোহতরম সাদেক দূর্গারামপুরী, সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে নও, মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বুলবুল বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে নও।

মোহাম্মদ ইদ্রিস আহমদ

মোয়াল্লেম, কৃষ্ণনগর

রাজশাহী বিভাগ –১ এর ৮ম বার্ষিক ওয়াক্‌ফে নও সম্মেলন

মহান আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে রাজশাহী বিভাগ–১ এর বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের সপ্তাহব্যাপী ৮ম বার্ষিক ওয়াকফে নও সম্মেলন ও তালিম তরবিয়তী ক্লাস ২০০৬ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগরে অত্যন্ত সফলতার সহিত সম্পন্ন হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

১৯শে মে রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে নও জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী সাহেবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব রশিদ আহমদ। সভাপতি সাহেব দোয়া পরিচালনা করেন ও উদ্বোধনী ঘোষণা দেন। নযম পাঠ করেন জনাব এনামুর রহমান (সাদাফ)। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দান করেন জনাব এহতে শামুল বশির আহমদ, প্রেসিডেন্ট আ. মু. জা., আহমদনগর, জনাব আব্দুর রহমান (রানু), প্রেসিডেন্ট আ. মু. জা., শালসিড়ি, জনাব মহিউদ্দীন আহমদ, জনাব অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ, বিভাগীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও, রাজশাহী। ওয়াক্‌ফে নওদের বয়স ভিত্তিক ৪টি গ্রুপে ভাগ করে কুরআন, নামায, হাদীস, দীনিমালুমাত, উর্দ্দু তালিম তরবিয়তী বিষয়ে পাঠ দান করা হয়।

শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা রবিউল ইসলাম সাহেব, মুরব্বী মৌঃ শাহ আলম সাহেব, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ, মৌঃ মনির হোসেন সাহেব, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ এবং মৌঃ ইছরাইল দেওয়ান সাহেব অবসরপ্রাপ্ত মোয়াল্লেম। ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে নও সাহেব ০৭ দিন উপস্থিত থেকে ওয়াক্‌ফে নও সম্মেলন ও ক্লাসে সার্বিক নেগরানী করেছেন। ৫৭জন ওয়াক্‌ফে নও, ২৭জন মাতা ও ১৭ জন পিতা ক্লাসে যোগদান করেন। সম্মেলন চলাকালীন সময়ে সাবির্ক সহযোগিতা করেন স্থানীয় কায়েদ জনাব আতিকুর রহমান, খাদেম জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সাহেব ও মাহফুজুর রহমান (বাবু)

২৫শে মে বাদ যোহর ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও সাহেবের সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশন হয়।

সভাপতি সাহেব পুরস্কার বিতরণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মহিউদ্দিন আহমদ

এ্যাডিশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও

রাজশাহী বিভাগ

গাজীপুরে খেলাফত দিবস উদযাপন

আল্লাহ্‌র অপার রহমতে গত ২৯শে মে গাজীপুর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে খেলাফত দিবস পালন করা হয়। গাজীপুর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট আমাতুল নাজিম উদ্দিন সাহেবার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন মাসুদা হক। খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণের উপর বক্তব্য রাখেন প্রেসিডেন্ট আমাতুল নাজিম উদ্দিন সাহেবা। নযম পেশ করেন আফরোজা রহমান (সেঃ মাল) ও ইফফাত

রহমান তন্বী (সেঃ নাসেরাত)। নেযামে খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর কুইজ প্রতিযোগিতা হয় ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সমাপ্তি দোয়া পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট সাহেবা। এরপর মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উল্লেখ থাকে যে, এর আগে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দিবস ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবসও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।

আমাতুল নাজিম উদ্দিন

প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, গাজীপুর

চট্টগ্রামে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে বার্ষিক ইজতেমা উদযাপিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে গত ২৫ ও ২৬শে মে ৩৪তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ মে ২০০৬ রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩,৩০ মিনিটে প্রেসিডেন্ট সাহেব অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। ঐ দিন লাজনা ও নাসেরাতদের কুরআন তেলাওয়াত ও নযম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর লাজনা ও নাসেরাতদের বক্তৃতা এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের ৩য় অধিবেশনে জামাতের আমীর ও মুরব্বী সাহেব মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর প্রেসিডেন্ট সাহেবা বক্তব্য প্রদান করেন। সবশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে প্রথম ও দ্বিতীয় দিন মোট ১১৩ জন লাজনা ও নাসেরাত অংশগ্রহণ করে।

রোকসানা বেগম

সেক্রেটারী ইশায়াত, লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রাম।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর খেলাফত দিবস অনুষ্ঠিত

বিগত ২৩-০৬-২০০৬ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ নারয়াণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মোহতরমা দিলরুবা বেগম (মায়া) এর সভাপতিত্বে উক্ত সভায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পেশ করেন মোহতরমা, রোকেয়া বেগম। উর্দু ও বাংলা নযম আবৃতি করেন যথাক্রমে আয়েশা সিদ্দিকা বিপাশা ও খাওলাদীন উপমা। সভায় মহান খেলাফত দিবসের গুরুত্ব, খেলাফতে আহমদীয়ার ক্রমবিকাশ ও খেলাফত জুবিলী, খেলাফত দিবসের তাৎপর্য এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর তত্ত্ব ও তথ্য সমন্বিত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেন, যথাক্রমে মোতরমা সুফিয়া বেগম, মোহতরমা, ফারহানা চৌধুরী, উম্মে কুলসুম চায়না।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৭ জন লাজনা ও নাসেরাত বোনেরা উপস্থিত ছিলেন। ইজতেমায়ী দোয়া ও মিষ্টি আপ্যায়নের মাধ্যমে এ মহান খেলাফত দিবসে পরিসমাপ্তি ঘটে।

যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত

বিগত ২৩/০৬/২০০৬ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মোহতরমা দিলরুবা বেগম (মায়া) এর সভাপতিত্বে লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মরহুমা শরীফা খাতুন এর স্মরণে এক যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা মরহুমা শরীফা খাতুন এর জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক নিয়ে আলোকপাত করেন এবং মরহুমার রূহের মাগফেরাত কামনা করে আহমদীয়াত ও লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। উল্লেখ্য যে, মরহুমা শরীফা খাতুন বিগত ৩১শে মে ২০০৬ রোজ বুধবার বিকাল ৩.৫০ মিনিটে হার্ট ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মেডিষ্টার ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

জেনারেল সেক্রেটারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্, নারয়াণগঞ্জ।

মিরপুরে আনসারুল্লাহ্‌র আলোচনা সভা

গত ২২/০৪/২০০৬ইং রোজ শনিবার মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ঢাকা-২ এর উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিখ্যাত পুস্তক "ইসলামী নীতিদর্শন" এর উপর আলোচনা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বাদ মাগরিব অনুষ্ঠানের শুরু হয়, এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সুলতান আহমদ বারী এবং নযম পেশ করেন জনাব মাহমুদ আহমদ আনসারী সাহেব। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন সর্বজনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, উবায়দুর রহমান ভুইয়া এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্ সাহেব। বক্তাগণ উক্ত পুস্তকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, গভীর তত্ত্বজ্ঞান, এবং এই পুস্তকের মাধ্যমে বর্তমান যুগে আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্ব, পবিত্র কুরআন ও ইসলাম ধর্মের সত্যতার যে উজ্জ্বল নিদর্শন প্রকাশ করা হয়েছে তা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে জেরে তবলীগ বন্ধু ও লাজনাসহ মোট ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আখতারুরজ্জামান

মঃ আনসারুল্লাহ্ ঢাকা-২ মিরপুর

শুভ বিয়ে

* গত ২৫/০২/২০০৬ তারিখ রোজ শুক্রবার শারমিন আক্তার রত্না পিতা এস, এম, শরীফ উদ্দিন সাং মীরগাং-যতীন্দ্রনগর-সাতক্ষীরা এর বিবাহ জনাব এস, এম, আরিফুর রহমান পিতা-এস, এম, রেজাউল করিম যতীন্দ্রনগর-সাতক্ষীরা এর সাথে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজি ঃ নং -৫৪৭/০৬

* গত ১২/১২/ ২০০৬ ইং তারিখ জনাব শাহ্ মোহাম্মদ সোলাইমান এর কন্যা, মাহমুদা ফারজানা ১৬২নং বাড়ী, রোড নং ২৩, নিউ ডিও এইচ, এস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬ এর সাথে জনাব মইন সরকার এর পুত্র জনাব মোস্তাক আহমদ গালা রোড টাঙ্গাইল এর বিয়ে ৫০,০০০১/- (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে সম্পন্ন হয়।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জামাতের সকল বন্ধুদের জানাচ্ছি যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব শহীদুর রহমান গত ২২/০৬/২০০৬ইং তারিখ রোজ সোমবার নিজ বাসভবন "হক কুটির" পি এইচ রোড, বি, বাড়ীয়ায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭৩ বছর। মরহুম ৪ ছেলে ৩ মেয়ে এবং নাতি-নাতনি ছাড়াও অনেক শুভাকাঙ্খী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর আত্মার মাগফেরাতের জন্য জামাতের সকলের কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন করছি।

মাওলানা বশিরুর রহমান

মুরব্বী সিলসিলাহ্

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার
ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

ধানসিঁড়ি রেস্তোরা-১
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২এ (নিচ তলা)
গুশশান ২ ঢাকা ১২১২ ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান
৩৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAIFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 69 ❑ 1st & 2nd Issue July 31, 2006. ❑ Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

Huzur enjoying the scenery from hill top and taking photos at Hadiqatul Mahdi

Ameer Sahib UK Rafiq Ahmad Hayat and Officer Jalsa Salana Dr. Ch. Nasir Ahmad escort Huzur for the inspection

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road,
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 E-mail: amgb@bol-online.com